মায়া ভিলা

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

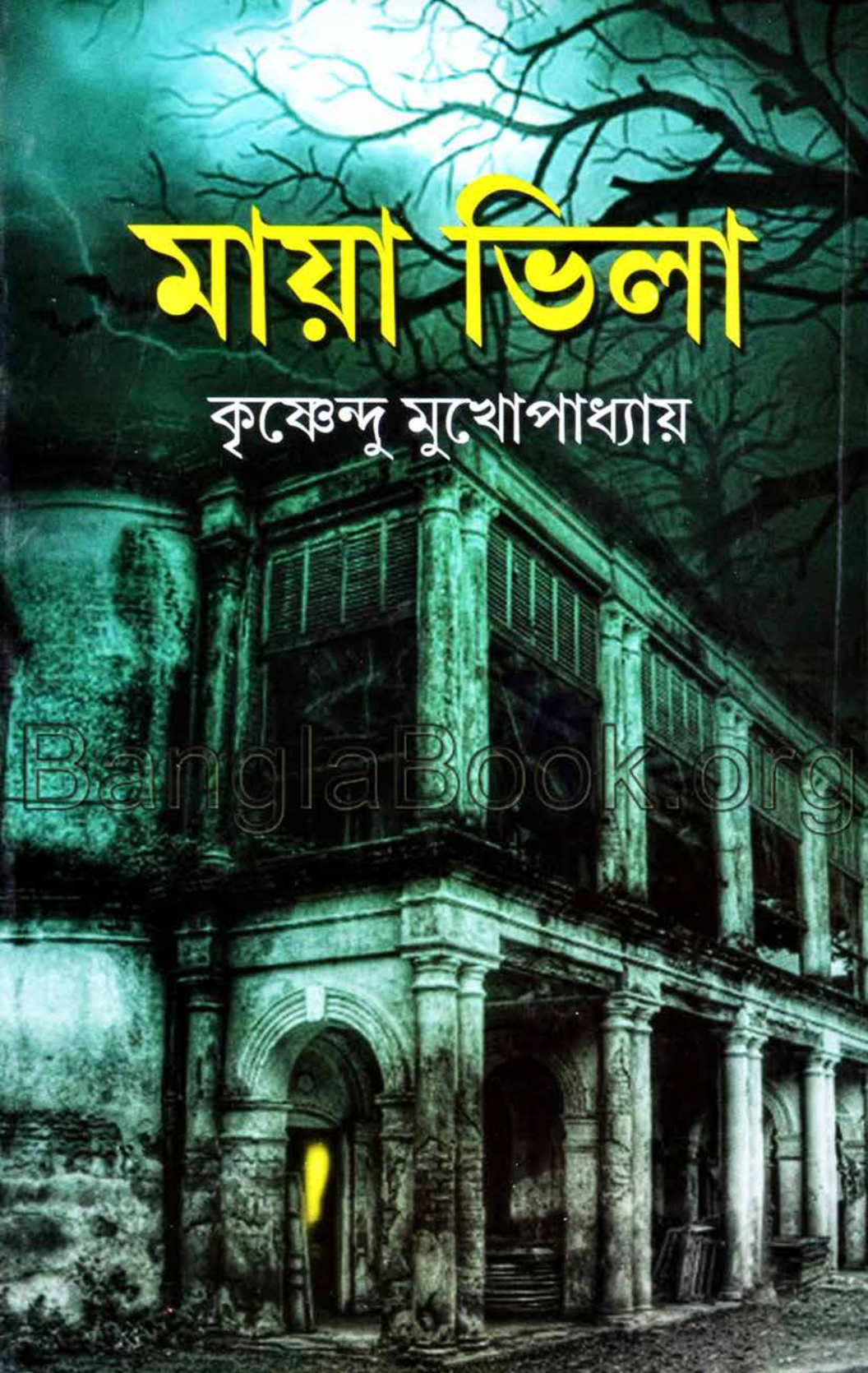

BanglaBook.org

প্রযোজক সৈকত সান্যাল সত্যি ঘটনা অবলম্বনে একটা ভৌতিক সিনেমার জন্য গল্প খুঁজছিলেন। তাঁকে সেই গল্পের সন্ধান দেন অসীম ব্যানার্জ্জী। ডায়মণ্ড হারবার থেকে একটু দূরে এক পরিত্যক্ত বাড়ি মায়া ভিলা।

মায়া ভিলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাস করত এক রহস্যময় পরিবার। স্থানীয়দের কাছে এই বাড়ির ইতিহাস আর অপ্রাকৃতিক লোককথা শুনে চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে উন্মাদ হয়ে যান অসীম ব্যানার্জ্জী।

তারপরে আরেক চিত্রনাট্যকার রমেন পোদ্দার বাকি কাজটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান।

নিতান্ত ছোট কাগজের সাংবাদিক দেব-রাজ তাদের কাগজের শেষ রিপোর্টিং লিখতে গিয়ে হাজির হন মায়া ভিলায়। সেখানে দেখা হয় কাগজের সাংবাদিক ঈশা সেনের সঙ্গে।

পরতে পরতে রোমাঞ্চ আর ভৌতিক অভিজ্ঞতায় শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয় মায়া ভিলার বিচিত্র মর্মস্পর্শী ইতিহাস।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৪, ব্যারাকপুরে। প্রথম জীবন কেটেছে শ্যামনগরে। ইছাপুর নর্থল্যান্ড বয়েজ হাইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা। স্কুলজীবন থেকেই লেখালেখির সূত্রপাত। প্রথমে অনিয়মিতভাবে কিছু লিটল ম্যাগাজিনে লিখতেন। ২০০৫ থেকে নিয়মিতভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার বিভিন্ন প্রকাশনায় ছোটগল্প লিখছেন। 'খেজুর কাঁটা' গল্পটি নিয়ে হয়েছে শ্রুতিনাটক। ছোটগল্প 'ছবির মুখ' আকাশবাণীতে বেতারনাটক হয়ে সম্প্রচারিত হয়েছে। লেখকের 'ব্রহ্মকমল' গল্পটি ২০০৬-এ 'দেশ রহস্যগল্প প্রতিযোগিতা'য় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। ২০০৭-এ 'পূর্বা' শীর্ষক একটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের জন্য 'দেশ গল্প প্রতিযোগিতা'য় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। 'রাধিকা' লেখকের প্রথম উপন্যাস। পেশাদারি জীবনে ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে কর্মরত। সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত।

প্রচ্ছদ পিয়ালি বালা

মায়া ভিলা

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গোড়ার কথা

না না না না...
না না না না...
দুনিয়া কো খুদ সে অলগ কর কে
রাখ লুঙ্গা তুঝকো ম্যায় হাগ করকে
আই ওয়ানা সে ইউ
ম্যায় তা রহেনা সোনিয়ে
তেরে নাল নাল নি

তীব্র নাদে গানটা বাজছে। এত জোরে যে পাশে দাঁড়ানো লোকটার সঙ্গেও চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে। সঙ্গে ফ্লোরের ওপর চঞ্চল ঝিকমিকে সাইকোডেলিক লাইট সব শরীরগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সাদা হিমশীতল ধোঁয়া মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে চারদিক। তারমধ্যে উদ্দাম নেচে চলেছে ছেলেমেয়েগুলো। এই আবহে দেবরাজই বোধহয় একমাত্র সঙ্গীহীন অবস্থায় চুপ করে কোণার একটা সোফায় বসে আছে।

কিছুদিন আগে পার্ক স্ট্রীটে একটা কাজে এসেছিল দেবরাজ। কাজটা মিটতে মিটতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। পার্ক স্ট্রীট মেট্রো স্টেশনের একপাশে

BanglaBook.org

কয়েকটা স্ট্রীট ফুডের দোকান আছে। সেখানেই দুপরে সংক্ষিপ্ত খাওয়াটা সারছিল। হঠাৎ করেই সেখানে দেখা হয়ে গিয়েছিল পথচলতি দ্বৈপায়নের সঙ্গে।

"আরে, দেবরাজ তুই এখানে?" দ্বৈপায়নেরই আগে চোখে পড়েছিল দেবরাজকে।

কলেজ ছাড়ার প্রায় চার বছর পর দ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা। কলেজ ছাড়ার সময়ে যেমন দেখতে ছিল, এখন দেখতে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। চকচকে একটা ঘষামাজা মাজা চেহারা। দামি ব্রান্ডেড শার্টের কলার থেকে টাই ঝুলছে। পায়ে চকচকে জুতো।

"কোথায় আছিস এখন?" প্রশ্নটা প্রায় দুজনেই একসঙ্গে করে উঠেছিল। একটাই প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরটা দুরকম। দ্বৈপায়ন এখন একটা নাকি টিভি চ্যানেলের নিউজ এডিটর আর দেবরাজ এখন একটা ছোট্ট সাপ্তাহিকের একমাত্র মাইনে পাওয়া সাংবাদিক। মাধ্যমটা আলাদা হলেও খবর নিয়েই দুজনের কারবার। অবশ্য একটা নামি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে ছোট সাপ্তাহিকের কোনও তুলনাই চলে না।

কিছুক্ষণ খুচরো দু'চার কথার পর দ্বৈপায়ন বলেছিল, "এভাবে হবে না বুঝলি। জমিয়ে একটা আড্ডা দিতে হবে। সামনের শনিবার ফ্রি আছিস?"

সেইদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল আজকের সন্ধেতে ব্লু স্পাইডার ডিস্কোথেকে আসার প্রোগ্রামটা। দ্বৈপায়ন বলেছিল, ডিস্কোথেকটা নতুন হলেও দারুণ হ্যাপেনিং। শনিবার শনিবার ও আসে। যা বর্ণনা দিয়েছিল দেবরাজের একটা আগ্রহ জন্মেছিল। আসলে এর আগে কখনও কোনও ডিস্কোথেক দেখেনি দেবরাজ। আড্ডা দেওয়ার অভিপ্রায়েই বেশ ফুরফুরে মেজাজেই সময়মতো ডিস্কোথেকে পৌঁছে গিয়েছিল দেবরাজ। ভেবেছিল অনেকদিন পরে দু'বন্ধু মুখোমুখি বসে চুটিয়ে আড্ডা হবে। তাছাড়া ওদের সাপ্তাহিক ডিস্কোথেক নিয়ে কখনও কোনও আর্টিকেল লেখা হয়নি। এটা নিয়ে একটা কিছু ফিচার লেখা যায় কিনা সেটাও মাথায় ছিল।

ডিস্কোথেকে ঢোকার সময় ছোট একটা সমস্যা হয়েছিল দেবরাজের। ব্যাপারটা জানা থাকলেও খেয়াল ছিল না। কোনও সঙ্গিনী ছাড়া অনেক ডিস্কোথেকেই একা একা ঢুকতে দেয় না। দেবরাজের অবশ্য একটা মুশকিল

BanglaBook.org

আসান ছিল। প্রেসকার্ডটা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের একটা হোটেলের বেসমেন্টে ব্লু স্পাইডার ডিস্কোথেকটা খুব একটা নামি নয়। ঢোকার মুখে সিকিউরিটি নামধারী বাউন্সররা আটকালেও প্রেসকার্ডটা কাজে দিয়েছিল। ছোট বড় কাগজের বিচার না করে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল।

ডিস্কোথেকের ভেতরে যখন পা রেখেছিল দেবরাজ তখনও ফ্লোরে সেরকম নাচ শুরু হয়নি। পানীয়র গ্লাস হাতে নিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে জটলা করেই বেশি গল্প করছিল। ডিজে পুরোনো দিনের গানের রিমিক্স বাজাচ্ছিল। এক কোণায় একটা সোফায় চুপ করে বসে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিল দেবরাজ। দিব্যি লাগছিল। কিন্তু দ্বৈপায়ন যখন এল, মেজাজটা হঠাৎ করেই দমে গিয়েছিল দেবরাজের।

দ্বৈপায়নের সঙ্গে একটা মেয়ে। দ্বৈপায়ন যে সঙ্গে করে কাউকে নিয়ে আসবে বলেনি। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। রুদ্রাক্ষি। আঁটোসাঁটো পোশাকে স্মার্ট ঝকঝকে সুন্দরী মেয়ে। দেবরাজের উল্টোদিকের সোফায় ঘন হয়ে বসেছিল দু'জনে। দেবরাজ খেয়াল করেছিল দ্বৈপায়নের পুরো মনোযোগটাই রুদ্রাক্ষিকে ঘিরে। যে উদ্দেশ্যে আসা, সেই পুরোনো কলেজের বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার কোনও ইচ্ছেই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে দেবরাজ আরও খেয়াল করেছিল, দ্বৈপায়নের সঙ্গে রুদ্রাক্ষির নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাগুলো কীরকম যেন খাপছাড়া।

একটা সময়ে রুদ্রাক্ষি ওয়াশরুমের দিকে যেতে দ্বৈপায়নকে একান্তে পেয়ে দেবরাজ জিজ্ঞেস করেছিল, "মেয়েটাকে কতদিন চিনিস?"

দ্বৈপায়ন খুব গম্ভীর হয়ে দেবরাজের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, "কেন?"

"না, মানে..." কথা শেষ করতে পারেনি দেবরাজ। এর বেশি খোলসা করে জিজ্ঞেস করলে প্রশ্নটা বোধহয় খুব ব্যক্তিগত হয়ে যেত।

দেবরাজকে আড়ষ্ট হয়ে প্রশ্নটা গিলে ফেলতে দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিল দ্বৈপায়ন, "দিন নয়, কত মিনিট জিজ্ঞেস কর।"

"মানে?"

"তুই এখানে ঢোকার আগে খেয়াল করিসনি?"

"কী?"

BanglaBook.org

"হোটেলের এনট্রান্সের বাইরের বাঁদিকটা।"

দ্বৈপায়নের এরকম হেঁয়ালি করে বলা কথাগুলো কিছুই মাথায় ঢোকেনি দেবরাজের। বাইক চালিয়ে এই হোটেলে এসেছে। হোটেলের পার্কিংলটে বাইকটা রেখে ডিস্কোথেকে এসে ঢুকেছে। সেরকম কিছু চোখে পড়েনি।

দ্বৈপায়ন মিটিমিটি হেসে বলেছিল, "ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড পার্টনার। যা বাইরে যা, ডান দিকটা গিয়ে দেখ। একটু অন্ধকারে সার দিয়ে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একটাকে পছন্দ করে নিয়ে চলে আয়। এরা তো সঙ্গে একটা মেয়ে না থাকলে ঢুকতেও দেয় না।"

"কলগার্ল?" বিস্মিত হয়ে দেবরাজের মুখে শব্দটা ফুটে উঠেছিল।

"কলগার্ল বলতে তুই যা মানে বুঝিস, সবাই ঠিক তা নয়। দে ওয়ান্ট সাম মানি অ্যান্ড ফান। কয়েকটা ড্রিংক। একটু নাচাগানা। সারা সপ্তাহ খাটাখাটি করে একটা মনভালো করা সময় কাটালি কিছুক্ষণ। তারপর ফেরার পথে মেয়েটা যেখানে চাইবে একটু ড্রপ করে দিলি। হট কম্প্যানিয়ন বলতে পারিস। ইন্টারেস্টড?" চোখ সরু করে তাকিয়েছিল দ্বৈপায়ন।

যা বোঝার ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিল দেবারাজ। দ্বৈপায়ন যে এভাবে বদলে গিয়েছে জানত না। দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করে বলেছিল, "না। ইউ ক্যারি অন।"

ততক্ষণে রুদ্রাক্ষি ফিরে এসেছিল। দ্বৈপায়ন হাত তুলে ওয়েটারকে ডেকেছিল। তারপর দেবরাজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "হুইস্কি চলে তো?"

"না!"

"তার মানে তুই কি এখানে মিল্কশেক খেতে এসেছিস?"

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল রুদ্রাক্ষি। তাতে গলা মিলিয়ে দ্বৈপায়ন বলেছিল, "আমার মেমারি কিন্তু হাতির মতো স্ট্রং। কলেজের ফেয়ারওয়েলের দিন তুই আধ বোতল বিয়ার খেয়েছিলি।"

দেবরাজকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্বৈপায়ন ওদের জন্য হুইস্কি আর দেবরাজের জন্য বিয়ারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল। কয়েক পেগ

BanglaBook.org

হুইস্কি খাওয়ার পর দ্বৈপায়ন রুদ্রাক্ষিকে নিয়ে ডিস্কো ফ্লোরে নাচতে চলে গিয়েছিল। বিয়ারের মাগে চুমুক দিতে দিতে দেবরাজ মনে মনে ভাবছিল কীভাবে এখানকার পরিবেশ নিয়ে একটা আর্টিকেল লেখা যায়। ডিজে ক্রমশ একটার পর একটা আরও উদ্দাম গান বাজাতে শুরু করেছিল।

বহুদিন পর অল্প বিয়ার খেয়েই একটু ঝিমুনি লাগছিল দেবরাজের। হঠাৎ একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। ডিজে গানটা বন্ধ করে দিল। সাইকোডেলিক লাইটটা স্থির হয়ে গেল। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, "পুলিশ, পুলিশ!"

মুহূর্তে একটা হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। সবাই দৌড়াদৌড়ি করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। হুড়োহুড়ির মধ্যে দ্বৈপায়ন আর রুদ্রাক্ষিকেও খুঁজে না পেয়ে দেবরাজ চট করে পরিস্থিতি বুঝতে পারল। অন্যায় কিছু করেনি। কিন্তু পুলিশকে এইসব বোঝানোর ঝামেলায় আর যেতে ইচ্ছে করল না। হুড়োহুড়ির মধ্যেই বাইরের পার্কিং-এ চলে এল। এদিকটায় পুলিশ আসেনি। দেবরাজ বাইকের কাছে পৌঁছোতেই চোখে পড়ল বাইকটার খানিকটা পেছনে একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় মাথা নিচু করে একটা মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাইকে উঠে স্টার্ট করতেই মেয়েটা এগিয়ে এসে বেশ ইতস্তত করে হাতটা অল্প তুলে দেবরাজকে দাঁড়াতে বলল। দেবরাজ দাঁড়াতেই মেয়েটা বেশ ভীতু গলায় বলল, "আমাকে একটু লিফট দেবেন প্লিজ?"

এবার মেয়েটাকে ভালো করে লক্ষ্য করল দেবরাজ। মেয়েটা একটা কালো ট্রাউজার আর সাদা শার্ট পরে আছে। দুর্দান্ত ফিগার। এক কথায় চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। বিশেষ করে চোখদুটো। এত মায়াবী। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ছলাৎ করে ওঠে। দেবরাজ না বলে থাকতে পারল না, "কোথায় যাবেন?"

"এই জায়গাটা থেকে বেরোতে চাই। প্লিজ হেল্প করুন।"

এরকম একজন সুন্দরীর অনুরোধকে উপেক্ষা করা যায় না। দেবরাজ বলল, "উঠে বসুন। আমি সল্টলেকের দিকে যাব।"

"থ্যাংকস। আপনি যে কী উপকার করলেন। আমাকে পরমা আইল্যান্ডে নামিয়ে দিলেই হবে।"

BanglaBook.org

মেয়েটা দেবরাজের বাইকে উঠে বসল। মিষ্টি একটা পারফিউমের গন্ধ পেল দেবরাজ। গোটা শরীরটায় একটা ভালোলাগার আবেশে জড়িয়ে গেল। বাইকটা চালাতে চালাতে দেবরাজের সাংবাদিক মন থেকে একটা প্রশ্ন উঠে এল, "আপনি নিয়মিত আসেন এখানে?"

পেছন থেকে উত্তর এল, "না, আজকেই প্রথম।"

একটু আশ্চর্য হল দেবরাজ, "প্রথম? কার সঙ্গে এসেছিলেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটা উত্তর দিল, "কারুর সঙ্গে নয়। একা।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, দ্বৈপায়ন গাঙ্গুলী আপনার বন্ধু?"

"আপনি চেনেন নাকি দ্বৈপায়নকে?" দেবরাজ একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল।

"চিনি তবে আলাপ নেই।"

"মানে?"

মেয়েটা শান্ত গলায় বলতে আরম্ভ করল, "উনি চ্যানেল ওমেগার নিউজ এডিটর। পরিচয়টা জানি। একটা ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে দরকারেই এসেছিলাম। তারপর দেখলাম উনি ওঁর বান্ধবীকে আর আপনাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। বিরক্ত করিনি। অপেক্ষা করছিলাম যদি বেরোনোর সময় দেখা হয়। তার মধ্যেই পুলিশের রেইড শুরু হল। উনিও ওঁর বান্ধবীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কথা বলার আর সুযোগ হল না।"

এরকম সুন্দরী একটা মেয়ে এই রাত্রে একা একটা ডিস্কোথেকের বাইরে দ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা করতে কেন দাঁড়িয়েছিল, বেশ ঘোরালো লাগল ব্যাপারটা। তবে আজ সন্ধেতে দ্বৈপায়নকে যা দেখেছে, তাতে এইটুকু বুঝেছে কলেজের সেই বন্ধুটা অনেক বদলে গিয়েছে।

মেয়েটা যেন দেবরাজের মনের কথাটা বুঝে গেল। নিজের থেকেই বলতে শুরু করল, "ভাবছেন কেন দেখা করতে এসেছিলাম? একটা খবরের ব্যাপারে। যদি উনি ওঁর চ্যানেলে খবরটা করেন। আসলে শনিবার রাত্রেই আমি একটু সময় পাই। আচ্ছা, ওই যে গানটা বাজছিল, ম্যায় তা রহেনা সোনিয়ে, তেরে নাল নাল নি... ভালো লাগছিল আপনার গানটা?"

BanglaBook.org

"না আমার আসলে এখনকার হিন্দি গান বিশেষ ভালো লাগে না। আমার পছন্দ কিশোর, রফি, মুকেশ। পুরোনো দিনের গান।"

"কিশোর, রফি, মুকেশ। এসব শুনিনি। তবে আমারও পছন্দ পুরোনো দিনের গান। অবশ্য ওয়েস্টার্ন। আপনি হয়তো এইসব আর্টিস্টদের নামই শোনেননি।"

কিশোর, রফি, মুকেশ শোনেনি! মেয়েটার কথায় ক্রমশ আরও বিস্মিত হতে থাকল দেবরাজ। একসময় জিজ্ঞেস করে ফেলল, "কোথায় থাকেন আপনি?"

"অনেক দূরে। জায়গাটার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে আমাদের বাড়িটার নাম খুব সুন্দর। মায়া ভিলা। আচ্ছা, আমি কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে চান? আমি অবশ্য দ্বৈপায়ন গাঙ্গুলিকে আমার বাড়ি মায়া ভিলাতেই নিয়ে যেতাম খবরটার জন্য। আপনি এলেও খুব ভালো লাগবে।"

মেয়েটা ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছে। দেবরাজ সতর্ক হল। এসব মেয়েরা গণ্ডগোলের হয়। ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছে। সতর্ক হয়ে কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল। পরমা আইল্যান্ডটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। দেবরাজের মনে হল যত তাড়াতাড়ি পারে মেয়েটাকে নামিয়ে দিতে পারলে বাঁচে।

পরমা আইল্যান্ডের একটু আগে মেয়েটা দাঁড়াতে বলল। অন্ধকারের মধ্যেই নেমে গিয়ে বলল, "থ্যাংকস।"

মেয়েটার মায়াবী চোখদুটো আরেকবার দেখে কিছুক্ষণের জন্য যাবতীয় সতর্কতা ভুলে গেল দেবরাজ। ঈষৎ হেসে বলল, "নো মেনশন।"

"আপনিও তো সাংবাদিক?"

"কী করে বুঝলেন?" দেবরাজ আবার অবাক হল।

"আপনার বাইকে প্রেস স্টিকারটা দেখে। আপনিও অবশ্য আমার খবরটা নিয়ে আপনার কাগজে লিখতে পারেন। তাই বলছিলাম আমার বাড়িতে এলে আমার উপকারও হবে, ভালোও লাগবে।"

দেবরাজ হেসে উঠল, "কোথায় দ্বৈপায়ন আর কোথায় আমি! দ্বৈপায়নের স্যাটেলাইট চ্যানেল। গোটা পৃথিবীতে ওর ভিউয়রশিপ। আর

BanglaBook.org

আমার লোকাল একটা সাপ্তাহিক। 'এই সপ্তাহ'। সল্টলেক থেকে আমাদের সম্পাদক মশাই শখ করে বের করেন। মেরেকেটে আটশো সার্কুলেশন। যে কোনওদিন উঠে যাবে। দ্বৈপায়নের সঙ্গে কথা হলে আপনার কথা বলব। আপনার নামটা?"

"মায়া", মেয়েটা মিষ্টি হেসে বলল, "আপনি খুব ভালোমানুষ। কাজের কোনও ছোটবড় হয় না। আমার মন বলছে আবার আমাদের দেখা হবে।"

মায়া ভিলা। মেয়েটার বাড়িটা তারমানে ওর নামেই। সল্টলেকের দিকে যেতে যেতে দেবরাজের মন জুড়ে গেঁথে থাকল মায়ার পাগল করে দেওয়া মুখটা। মনে হতে লাগল মায়া যেন এখনও বাইকের পেছনে আছে। মাতাল করা পারফিউমের গন্ধটা নাকে আসছে। মনটা আবার ফুরফুরে হয়ে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আকাশটাও সেই থেকে ঘন কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। এখন সময়ের আগেই বিকেলটা মুড়িয়ে ঝুপ করে অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে। ওয়াইল্ড ড্রিমস আনলিমিটেডের প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্যামল বড়ুয়া উশখুশ করে আরেকবার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্ক্রিপ্ট রাইটার রমেন পোদ্দারকে বললেন, "ও মশাই। অনেক তো হল। এবার কিন্তু এই মায়া ভিলা থেকে বেরোতে হবেই। আসবার সময় নিজের চোখে দেখলেন তো, রাস্তাটা কাঁচা। গোবিন্দ তখন থেকে বলছে, এরপর জল দাঁড়িয়ে অন্ধকারে গাড়ি আটকে গেলে মহা মুশকিলে পড়ব। রাতটা তখন এখানেই কাটাতে হবে।"

রমেনবাবু নাকের ওপরটা চিপে চোখ বন্ধ করে মায়া ভিলার দোতলার একটা ঘরে বেতের আরাম কেদারায় বসে ছিলেন। আদ্যিকাতা আমলের চেয়ারটার বেতের বুননটা আলগা হলেও এখনও বসার মতো মোটামুটি মজবুত। দুপুরের পর থেকে ফিরে যাওয়ার তাড়াটা শুধু শ্যামল বড়ুয়া একা দিচ্ছে না, একতলা থেকে ড্রাইভার গোবিন্দও দিচ্ছে। এবার একটা উত্তর দিতে হয়। চোখ বোজা অবস্থাতেই রমেনবাবু মন্তব্য করলেন, "তাহলে তো ভালোই হয়। গল্পটা পুরো দানা বেঁধে যাবে।"

"মানে?" শ্যামল বড়ুয়া বিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল,

BanglaBook.org

"আপনি ঠিক কী চাইছেন বলুন তো? সেই কোন সকালে এসেছি। দুপুরে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন হল না। এই বিশ্রী ওয়েদার। আর আপনার এখনও ভাবনার শেষ হল না। আরে মশাই, অত ভাবার কী আছে আমার মাথায় ঢুকছে না। লিখছেন তো এই জায়গাটার ওপর একটা সিনেমার স্ক্রিপ্ট। তার গল্পের প্লট তো আপনাকে সাপ্লাই করা আছে।"

রমেনবাবু এবার চোখ খুলে চাইলেন। শ্যামল বড়ুয়া একদিকে ঠিক কথাই বলেছে। প্লট নিয়ে ভাবার কিছু নেই। চরিত্রগুলোও বাঁধা। শুধু প্লট থেকে চরিত্রগুলোকে ধরে ধরে স্ক্রিপ্টটা ডেভেলপ করে দিতে হবে। ব্যাপারটা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও আরেকটা দিক আছে। একই প্লট থেকে দুজন মানুষ আলাদা আলাদাভাবে গল্পের বিস্তার করতে পারে। ভাবনাটা সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আসলে প্লট থেকে গল্পের দানা কখন জমে উঠবে কেউ বলতে পারে না। একমাত্র লেখকরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আর এই বাড়ির মধ্যে আশ্চর্য এক অনুভূতি আছে। গত তিনদিন ধরে প্লটটা নিয়ে রমেনবাবু নিজেকে বাড়িবন্দী করে নাগাড়ে ভেবেছেন। ভাবতে ভাবতে কোথাও খেই হারিয়ে যাচ্ছিল, কোথাও বা ঠিক দানা বাঁধছিল না। আজকে এখানে এসে অদ্ভুত এক উপলব্ধি হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বাড়িটা, মায়া ভিলার ওপর প্রোডিউসারের তৈরি করে দেওয়া গল্পের প্লটটায় কিছু একটা যেন গণ্ডগোল আছে। আসল গল্পটা একটু অন্যরকম হওয়া উচিত। চোখ বুজলেই সেই গল্পটা মনের মধ্যে একটু একটু করে ফুটে উঠছে। এই জায়গাটায় বসে গল্পটা নিয়ে আরেকটু ভাবলেই খাপে খাপে দাঁড়িয়ে যাবে স্ক্রিপ্টটা। পুরো গল্পটা সিন বাই সিন যেন মনের ভেতর ভেসে উঠছে।

শ্যামল বড়ুয়া কোনও লেখক নয়। একটা সিনেমা কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার। রমেনবাবু মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটা এই অনুভূতির কথা আর কী বুঝবে! সবসময় যেন নিজের মতলবে আছে। বছর তিরিশেক বয়স হবে। ছেলেটার ধাতে ধৈর্য নামক বস্তুটা নেই। সব সময় ছটফট করছে। নেহাত প্রোডিউসার সৈকত সান্যাল ঠেলে রমেনবাবুর সঙ্গে পাঠিয়েছেন বলে ঠেকায় পড়ে এসেছে, নাহলে শ্যামল বড়ুয়া কখনই এখানে আসত না। তবে অস্বীকার করা যাবে না, জায়গাটা এমনিতেই

BanglaBook.org

বেয়াড়া। আসবার সময় রমেনবাবু খেয়াল করেছেন মায়া ভিলায় পৌঁছোতে শেষ গ্রামটা পড়েছে অন্তত এক কিলোমিটার আগে। সেই গ্রাম ছাড়িয়ে তারপর কিছুটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মেঠো রাস্তা। গাড়িতে কোনোরকমে আসা যায়। রাস্তাটা এই বাড়িটার পাশ দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে জানা নেই।

সকালে এই বাড়িটার একতলার ঘরগুলো ঘুরে দেখতে দেখতে রমেনবাবুর গা-টা কয়েকবার ছমছম করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, গল্পের সব চরিত্রগুলো যেন গতকাল রাত্রেও এই বাড়িতে ছিল। তারা যেন কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির বাহিরে গিয়েছে। যে কোনও সময়ে ফিরে আসবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় এই একটি মাত্র ঘর খোলা। ভেতরের বাকি ঘরগুলো দেখতে যাওয়ার জন্য একমাত্র দরজাটায় একটা তালা ঝুলছে। খুব ইচ্ছে করছে দোতলার বাকি ঘরগুলো দেখতে। তালাটা কম্বিনেশন লকের, অর্থাৎ নম্বর মিলিয়ে তালাটা খুলতে হবে। রমেনবাবু বেশ কয়েকটা নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কম্বিনেশনটা হয়নি বলে তালাটা খুলতে পারেননি। একবার অবশ্য শ্যামলকে বলেছিলেন তালাটা ভাঙার জন্য। শ্যামল কিছুতেই রাজি হয়নি। বলেছে, পুলিশের পারমিশন না পেলে কোনও তালা ভাঙা যাবে না। কোনও অকারণ ঝুট ঝামেলায় যেতে চায় না।

এছাড়া স্ক্রিপ্টের সিনগুলো লিখতে গেলে শুধু ইনডোর অর্থাৎ বাড়ির ভেতরটা নয়, আশপাশের বাইরেটাও দেখা দরকার আউটডোরের সিনগুলো লেখার জন্য। এই কথাটাও শ্যামলকে বলেছিলেন। বৃষ্টিটা তখন থেকেই টিপটিপ করে পড়ছিল, তার সঙ্গে স্যাঁতস্যাঁতে এলোমেলো হাওয়া। শ্যামল বড়ুয়া কথাটাকে পাত্তাই দেয়নি। খানিকটা তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, "আপনার মশাই সিনেমা করা নিয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই এসব কথা বলছেন। এসব আর্ট ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যানরা ঠিক করবেন। এই যে সামনে জঙ্গলটা দেখছেন, আপনার স্ক্রিপ্টে এই জঙ্গল নিয়ে কোনও সিন থাকলে তার শুটিং হয়তো হবে শান্তিনিকেতনে। আর পেছনের পুকুরটার সিন বারাসাতে। আমাদের আর্ট ডিরেক্টর, মৃগাঙ্কদার কাজ আপনি দেখেননি। দরকার পড়লে টালিগঞ্জের মধ্যেই এই মায়া ভিলার ভেতরটা যা

BanglaBook.org

তৈরি করে দেবে তফাত করতে পারবেন না। আপনি আপনার কাজটা ঝটপট শেষ করুন। জায়গাটা...উফ...”

“আপনি আপনার কাজটা ঝটপট শেষ করুন, জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না” কথাটা এখানে আসার পর থেকেই শ্যামল বড়ুয়া বারবার বলছে। সত্যিই কলকাতা থেকে আনা শুকনো প্যাকেট লাঞ্চ ছাড়া খাওয়াদাওয়ার আর কিছু হয়নি। চা পর্যন্ত নয়। রমেনবাবুও জানেন কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য সৈকত সান্যালের কাছ থেকেও একটা ডেডলাইন আছে। আর্টিস্টিদের ডেট নেওয়া আছে। এই জায়গাটায় দ্বিতীয়বার আসার আর সময় পাবেন না। একটু ইতস্তত করে শ্যামল বড়ুয়াকে বললেন, “একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা, অরিজিন্যাল প্লটটা যিনি লিখতে লিখতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মানে আমি অসীম ব্যানার্জির কথা বলছি, উনি কি এখানে এসে একরাত্রি ছিলেন?”

অসীম ব্যানার্জির ব্যাপারে কোনও কথা বলার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক থাকে শ্যামল বড়ুয়া। আবার একরাশ বিরক্তি ঝরিয়ে বলল, “জানি না।”

“আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ভেতরের ঘরগুলো দেখার জন্য উনি তালাটা খুলতে পেরেছিলেন।”

“ধ্যুত্তোরি। উফ মশাই, আপনার সেই ঘুরে ফিরে এক কথা। অসীম ব্যানার্জি এসে থাকলেও এই তালার কম্বিনেশন নম্বর পাবেন কোথায়?”

মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন রমেনবাবু, “আমার মনে হচ্ছে গল্পটা একটু বদলাতে হবে। বিশেষ করে এই বাড়ির মালিক আর বাচ্চা মেয়েটার চরিত্র দুটো।”

শ্যামল বড়ুয়া মাছি মারার মতো হাতটা নড়িয়ে রমেনবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “কোনও চেঞ্জ হবে না। সান্যাল সাহেব বলে দিয়েছেন। অসীমবাবু পাকা লেখক, আপনি নতুন। সান্যালসাহেবের বলে দেওয়া গল্পের লাইন ধরে স্ক্রিপ্টটা লিখতে না পারলে একটা জিনিস বলছি আপনাকে। ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে কিন্তু স্ক্রিপ্ট রাইটারের অভাব নেই। তামিল, মালায়ালাম, তেলেগু ভাষা না বুঝে ডিভিডি দেখে সব গল্প বুঝে যাচ্ছে মশাই আর আপনি একটা গোদা বাংলায় বলা গল্প বুঝতে পারছেন না?

BanglaBook.org

অনেক হয়েছে, চলুন এবার। অসীমবাবুর প্লটটা কলকাতার বাড়িতে শুয়ে বসে সারা রাত্রি ধরে যত খুশি ভাববেন।"

একটু চুপ করে থেকে রমেনবাবু বললেন, "অসীমবাবুর গল্পের প্লটে আছে বাচ্চা মেয়েটা মারা গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মারা যায়নি। আচ্ছা, এখানে কি আপনি খুব ক্ষীণ একটা বাচ্চা মেয়ের কান্না শুনতে পেয়েছেন?"

জায়গাটা এমনিতেই গা ছমছমে। এইসব শুনতে ভালো লাগল না শ্যামল বড়ুয়ার। মৃদু ধমক দিয়ে আবার তাড়া দিল, "না মশাই, হাসিকান্না কিছুই শুনিনি। এসে থেকে শুনছি শুধু আপনার আটভাট। আর শুধু জানি এই বাড়িতে গত সত্তর বছর চামচিকে ছাড়া আর কেউ বসবাস করেনি।"

একটু আনমনা হয়ে রমেনবাবু বললেন, "সত্যি শুনতে পাননি?"

"উফ! সেই এককথা। আপনি তো আচ্ছা বোরিং লোক মশাই। শুনুন আমি ভাটের লেখক নই। একটু কম কল্পনাপ্রবণ। চলুন, চলুন।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেনবাবু বললেন, "আপনার যদি কলকাতায় ফেরার তাড়া থাকে আপনি বরং এগিয়ে যান। আপনাকে কথা দিচ্ছি, সৈকতবাবুর গল্পের লাইনেই আমি গল্পটা লিখে দেব।"

চোখ বড় করে শ্যামল বড়ুয়া বলল, "আর আপনি?"

"ভেতর থেকে এখানে থেকে যাওয়ার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। কিছু একটা যেন পরিষ্কার হয়েও হচ্ছে না। আমার কথা ভাববেন না। আমি ঠিক বাস ধরে রাত্রির মধ্যে কলকাতা পৌঁছিয়ে যাব।"

"আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি মশাই! একে এই বৃষ্টিবাদলা। তার ওপর এই ভূতুড়ে বাড়ি। মাইল খানিকের মধ্যে কোনও জনমানুষ নেই। এই বাড়িতে ভূত থাকুক না থাকুক, সাপখোপ বিছে আছে।"

রমেনবাবু হাসলেন, "ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছি। বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জলে জঙ্গলে একা হাঁটার অভ্যাস আছে।"

তারপর সঙ্গের শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগটা দেখিয়ে বললেন, "সঙ্গে টর্চ, জলের বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট সবসময় থাকে আমার কাছে।

BanglaBook.org

আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারব।"

শ্যামল বড়ুয়া ভরসা পেল না। রমেনবাবু এখানে একা একা থেকে হার্ট ফেল করেন বা সাপের কামড়ে মারা যান, সেকেত সান্যাল হাতে মাথা কাটবেন। আরেকবার ছটফট করে উঠল শ্যামল বড়ুয়া। ব্যাপারটা সেকেত সান্যালকে জানিয়ে রাখা উচিত। অভ্যাসমতো পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করল। তারপরেই খেয়াল হল এখানে মোবাইল টাওয়ারের এক দাঁড়িও সিগন্যাল নেই সেই সকাল থেকে।

মাঝে মাঝেই আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। বৃষ্টিটা বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে শ্যামল বড়ুয়ার ছটফটানিটা আরও বাড়ল। বৃষ্টিটা আরও জোরে আসার আগে রমেনবাবুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বের করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রমেনবাবুও যেন পণ করে বসে আছেন, কিছুতেই এখন যাবেন না। এমন সময় কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল আর তার পরেই বৃষ্টির তোড়টা হঠাৎ করে আরও বেড়ে গেল। ড্রাইভার গোবিন্দ নিচের থেকে ওপরে উঠে এসে সাফ জানিয়ে দিয়ে গেল, "আমি আর থাকব না এখানে। আপনাদের যে যাবেন চলুন, যে থাকবেন থাকুন। আমি গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দিচ্ছি।"

বাইরে যেটুকু আলো ছিল সেটুকুও মরে গেল আর মায়া ভিলার ভেতরটা তো পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। রমেনবাবু শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগটা থেকে একটা মোমবাতি বার করে টেবিলের ওপর বসিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। বাইরে থেকে আসা এলোমেলো হাওয়ায় কিছুতেই মোমবাতির শিখাটা বাগে আনতে পারছেন না। শ্যামল বড়ুয়া সেটা দেখে কড়া গলায় বলে উঠল, "এই তাহলে আপনার শেষ কথা?"

মোমবাতির শিখাটা হঠাৎ করেই যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। শ্যামল বড়ুয়ার কড়া গলায় রমেনবাবুও গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। মোমবাতির কাঁপা হলদে আলোয় সেই মুখটা আরও যেন গম্ভীর দেখাল। শ্যামল বড়ুয়া দেখল রমেনবাবুর চশমার কাচে মোমবাতির শিখার পিছনে চোখের মণিদুটো আশ্চর্য রকমের স্থির। শুধু তাই নয়, চশমার কাচে দেখা যাচ্ছে শ্যামল বড়ুয়ার পিঠের দিকে দরজাটা। সেখানে যেন খুব আবছাভাবে ফুটে রয়েছে একটা কিছু। একটা বাচ্চা মেয়ে কি? কানের কাছে একটা অস্পষ্ট

BanglaBook.org

ফিসফিসানি কান্নার আওয়াজ।

অদ্ভুত একটা গলায় রমেনবাবু বললেন, "আমি হয়তো অসীমবাবুর মনগড়া গল্পের চেয়েও ভালো একটা গল্পের স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলতে পারি।"

রমেনবাবুর গলার পালটে যাওয়া স্বরটা শুনে শ্যামল বড়ুয়ার শিরদাঁড়া দিয়ে কনকন করে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। চুলোয় যাক প্রোডাকশন ম্যানেজারের চাকরি। প্রাণটা আগে। আর একটাও কথা না বলে হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল শ্যামল বড়ুয়া। ঝড়ের গতিতে গাড়িতে উঠে গোবিন্দকে বললেন, "চল।"

গোবিন্দ শ্যামল বড়ুয়াকে একা দেখে অবাক, জানতে চাইল, "আর রাইটারবাবু?"

"মরুক, যা খুশি হোক। তুই এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে চল।"

গোবিন্দ গাড়ি স্টার্ট করল। কিন্তু কৌতূহলের বশে লুকিং গ্লাস দিয়ে একবার মায়া ভিলাটা দেখা আটকাতে পারল না। চোখে পড়ল দোতলার খোলা বারান্দাটা। এই অন্ধকারেও একটা সিল্যুইট। মনে হচ্ছে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাইটারবাবু। রাইটারবাবু তো! নাকি অন্য কেউ? কোনও মহিলা? পাশে যেন পুতুল কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখটা সামনের দিকে ফিরিয়ে গাড়ি চালাতে মন দিয়ে গোবিন্দ বিড়বিড় করে বলল, "রাম! রাম! কখন থেকে আপনাদের বলছি এবার চলুন। একে কাঁচা রাস্তা। ঝড় বাদলায় একটা গাছের ডাল পড়লেই..."

গোবিন্দকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্যামল বড়ুয়া ধমকে উঠল, "আঃ! অলুক্ষনে কথা বলিস না। তাড়াতাড়ি চালিয়ে হাইওয়েতে ওঠ।"

বৃষ্টির তোড়টা ক্রমশ বেশ বেড়ে গেল। ওয়াইপারটা ফুল স্পিডে চালিয়েও উইন্ড স্ক্রিনে জল কাটছে না। কাঁচা রাস্তাটা জলে ধুয়েমুছে আছে। তার ওপর জঙ্গল। হেড লাইটের আলো দুটোও যেন গিলিয়ে পড়েছে। নার্ভ শক্ত করে গোবিন্দ যতটা পারছে স্পিড তুলে গাড়ি চালাচ্ছে। মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা। তারপরে গ্রাম পড়বে। লোকালয়। কিন্তু এই এক কিলোমিটারটাকেই মনে হচ্ছে একশো কিলোমিটার। সাবধানে রাস্তাটুকু পেরোতে গিয়েও মনে মনে আরেকটা যে আশংকা করেছিল সেইটাই হয়ে

BanglaBook.org

গেল। গাড়ির একটা চাকা ধুপ করে পড়ে গেল একটা নরম কাদার গাড্ডায়। এখন স্পিড বাড়ানোর চেষ্টা করা মানে চাকাটা আরও গাড্ডা কেটে বসে যাবে। তখন আর কিছুতেই গাড়িটা গাড্ডা থেকে বার করা যাবে না।

শ্যামল বড়ুয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, "কী হল?"

"চাকা গাড্ডায় পড়েছে।"

"তাহলে..."

"গাড়িটা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলতে হবে।"

শ্যামল বড়ুয়া টেনশনে মুখ খারাপ করে বেলল, "শালা দেখে চালাতে পারিস না!"

অন্য সময় হলে গোবিন্দ সহ্য করত না। কিন্তু এখন ঝগড়ার সময় নয়। বলল, "এই জন্যই কখন থেকে বলছিলাম, চলুন এবার। গ্যাঁট মেরে বসে না থেকে নামুন তো গাড়ি থেকে। দুজনে মিলে পেছন থেকে ঠেলে গাড়িটাকে আগে গাড্ডার থেকে তুলি।"

শ্যামল বড়ুয়া আর গোবিন্দ গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পেছন থেকে গাড়িটা ধাক্কা দিতে শুরু করতেই শ্যামল বড়ুয়ার পকেটে বেজে উঠল মোবাইল ফোনটা। শ্যামল বড়ুয়া মনে একটু ভরসা পেল। যাক মোবাইলের সিগন্যালটা তাহলে এসেছে। কিন্তু ফোনটা বার করেই চমকে উঠল, সিএলাই-তে রমেন পোদ্দার। ফোনটা ধরে 'হ্যালো' বলতে যেন গলাটা একটু কেঁপে গেল।

"ফিরে আসুন শ্যামলবাবু।"

"মানে..." গালাটা স্বাভাবিক করতে গিয়েও করতে পারল না শ্যামল বড়ুয়া।

"আমার কাজটা হয়ে গিয়েছে।"

"এখন আর ফিরতে পারব না। গাড়ির চাকা কাদায় আটকে গিয়েছে। বেশিদূর আসিনি। আপনি বরং হেঁটে চলে আসুন।" নার্ভাস গলায় কোনওরকমে কথাগুলো বলল শ্যামল বড়ুয়া। কিন্তু কথাগুলো যেন শুনেও শুনলেন না রমেনবাবু। অদ্ভুত একটা গলায় বলতে থাকলেন, "তালাটার কম্বিনেশন নম্বরটা পেয়ে গিয়েছি। তালাটা খুলতে পেরেছি। সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। আর ওদের ছেড়ে আমি যেতে পারব না। ওরা

BanglaBook.org

আমাকে আসল গল্পটা বলে দিয়েছে। আপনাদের কাছে মায়া ভিলা নিয়ে গল্পটায় ভুল আছে। আমি সত্যিটা জেনে গিয়ে পুরো স্ক্রিপটা লিখে নিয়েছি। আপনি কাগজগুলো এসে নিয়ে যান।"

"এর মধ্যে পুরো স্ক্রিপ্ট লেখা হয়ে গেল? আপনাকে বললাম না, গল্পের কোনও চেঞ্জ হবে না..." কথাটা বলতে গিয়েও শ্যামল চুপ করে গেল। গলার ভেতরটা ভীষণ শুকনো লাগছে। ফোনের ওদিক থেকে খুব ক্ষীণ আওয়াজে ভেসে আসছে একটা বাচ্চা মেয়ের খিলখিল করে হাসির শব্দ।

গোবিন্দ তিতিবিরক্ত গলায় বলে উঠল, "কী হল দাদা! ফোনটা পরে করবেন, ছাড়ুন এখন।"

একটা ঘোরের মধ্যে ফোনটা ছেড়ে শ্যামল বড়ুয়া খেয়াল করল মোবাইলটাতে এখনও সিগন্যালের একটাও দাঁড়ি নেই। তাহলে মোবাইলে কলটা এল কী করে? আর বাচ্চা মেয়েটার হাসির শব্দ? কিন্তু এসব এখন ভাবার সময় নেই। এখন যত দ্রুত সম্ভব এই জায়গাটা থেকে চলে যেতে হবে। এরপর গাড়িটাকে অল্প ঠেলতেই গাড্ডা থেকে উঠে গেল চাকাটা। পনেরো মিনিটের মধ্যে হাইওয়েতে ওঠা পর্যন্ত আর কোনও বিপত্তি হলনা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

"এবার তুমি বড় কোনও কাগজে চেষ্টা করো দেবরাজ।" উদাস গলায় বললেন সুধন্য চৌধুরী।

ভাপসা গরমে অগোছালো ছোট্ট অফিসে নড়বড়ে একমাত্র টেবিলটার একদিকে মাথা এলিয়ে বসে আছেন সুধন্যবাবু। উল্টোদিকে চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছে দেবরাজ আর রিংকি। টেবিলটার ওপর একগোছা বিক্রি না হওয়া 'এই সপ্তাহ' কাগজ। একটু আগে কাগজের গোছাটা একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে নিতাই। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটা কটু কথা শুনিয়ে গিয়েছে। সুধন্যবাবু 'এই সপ্তাহ' সাপ্তাহিক কাগজটার মালিক, সম্পাদক এবং অনেক খবরের সংবাদদাতাও। ব্যাংকের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর, একটা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করতে মেয়ে রিংকিকে নিয়ে অনেক উৎসাহ নিয়ে বার করেছিলেন কাগজটা। সুধন্যবাবুর কিছু বড় কোম্পানিতে জানাশোনা সূত্রে কয়েকটা বড় বিজ্ঞাপন আর স্থানীয় কিছু ছোটখাটো বিজ্ঞাপনের ভরসায় শুরু হয়েছিল কাগজটা। দিনেদিনে বড় বিজ্ঞাপনগুলো কমেছে, স্থানীয় বিজ্ঞাপন বলতে আছে, প্রাইভেট টিউটর, পেয়িং গেস্ট আর গানের দিদিমণিদের বিজ্ঞাপন। আরেক দিকে বেড়েছে কাগজ বার করার খরচ। তার ওপর বিক্রি নেই। প্রত্যেক শনিবার ভোরবেলায় যখন সেন্টারে বড় কাগজের গাড়ি আসে, নিতাইদের

মতো খবরের কাগজওয়ালাদের তোষামোদ করে নিজের কাগজগুলো বিক্রি করার জন্য ধরান সুধন্যবাবু। এবার একে একে তারাও সরে যাচ্ছে।

দেবরাজ 'এই সপ্তাহ' সাপ্তাহিকের একমাত্র মাইনে পাওয়া সাংবাদিক। মাইনেটা অবশ্য যৎসামান্য, সেটা নিয়ে দেবরাজ ভাবে না। বয়স অল্প। দেবরাজ আসলে চায় কাজ শিখতে এবং সুধন্যবাবুর কাছ থেকে ভালো কাজ শেখার যেন শেষ নেই। দেবরাজ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, যে মানুষটা সারাটা জীবন ব্যাংকে হিসেবনিকেশের কাজ করে গেলেন, তিনি এত ভালো খবর লেখেন কী করে? এরকম একজন গুণি মানুষকে যখন নিতাইয়ের মতো ছেলেরা অপমান করে কাগজগুলো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়, দেবরাজের মনে হয় অপমানের হুলগুলো যেন নিজের গায়েও বিঁধছে। এই যে কাগজটার বিক্রি দিনে দিনে ক্রমশ কমে যাচ্ছে, সাংবাদিক হিসেবে কোথাও একটা যেন নিজেরও দায় আছে।

"তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন বাবা?" রিংকি সুধন্যবাবুকে চাঙ্গা করতে বলতে থাকল, "তুমিই তো বলো মাত্র একটা দুর্দান্ত খবর সবার আগে ছেপে দিতে পারলে, কাগজটার ভাগ্যই ঘুরে যেতে পারে। আমরা হয়তো পরের শনিবারেই বার করে ফেলতে পারব সেরকম একটা খবর।"

সুধন্যবাবু ম্লান হাসলেন, "আমি এখনও সেটাই বিশ্বাস করি। কিন্তু সেরকম খবর আর আমরা পেলাম কই? লোকের এখন পকেটে পকেটে ইন্টারনেট। যেমন ইচ্ছে যা ইচ্ছে পড়তে পারছে। নাঃ! একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম বুঝলি। এভাবে আর চলতে পারে না। এই মাসটাই শেষ। কয়েকটা বিজ্ঞাপনের অ্যাডভান্স নেওয়া আছে। সেগুলো ছেপে বেরিয়ে গেলেই বন্ধ করে দেব, 'এই সপ্তাহ'।"

দেবরাজ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল। এই মাসটা সবে শুরু হয়েছে। তবে আর মাত্র তিনটে শনিবার আছে, তারপরেই বন্ধ হয়ে যাবে 'এই সপ্তাহ'। লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবরাজ তারপর নিজেকে সামলে সুধন্যবাবুকে বলল, "আজকে কোথায় একটা যেতে হবে বলেছিলেন না স্যার।"

কোথায় কোথায় কে কী খবর জোগাড় করতে যাবে তার লিস্টটা সুধন্যবাবু নিজে তৈরি করেন। এই অবস্থাতেও যে দেবরাজ 'ডিউটি' খুঁজছে

BanglaBook.org

সেটা দেখে ভালো লাগল সুধন্যবাবুর। ডায়েরিটা খুললেন। একটা রাজনৈতিক দলের মিটিং আছে, একটা বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন আছে, ইতিহাসবিদ অমূল্যবাবু একটা ধারাবাহিক কলাম লিখছিলেন, তার এই সপ্তাহের কিস্তিটা নিয়ে আসার আছে।

ডায়েরির পাতা উল্টোতেই পেয়ে গেলেন একটা আমন্ত্রণ পত্রের খাম। চিঠিটা এই ঠিকানায় এলেও এসেছে দেবরাজের নামে। একদম ভুলে গিয়েছিলেন ওটা দেবরাজকে দিতে। দেবরাজের দিকে খামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার নামে একটা চিঠি আছে।"

দেবরাজ হাত বাড়িয়ে খামটা খুলে কার্ডটা বার করে বেশ অবাকই হল। "ওয়াইল্ড ড্রিমস আনলিমিটেড" বলে এক সিনেমা কোম্পানির প্রযোজক সৈকত সান্যাল একটা বড় হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। প্রেসকে ডেকে তারা তাদের আগামী সিনেমা, 'মায়া ভিলা'র ব্যাপারে ব্রিফিং দিতে চায় আর গানের সিডি লঞ্চ হবে। অবাক হল দুটে কারণে। প্রথমত, 'এই সপ্তাহ' এতই ছোট কাগজ যে কেউ প্রেস কনফারেন্সে কার্ড দিয়ে ডাকে না। আর দ্বিতীয়ত, মায়া ভিলা নামটা। কয়েকদিন আগের শনিবারের রাত্রের ঘটনাটা মনে পড়ল। সেই মেয়েটা। মায়া। সেই মেয়েটাও বলেছিল মায়া ভিলায় থাকে। অবশ্য জায়গাটা বলেনি। নামের মিলটা কাকতালীয়ও হতে পারে।

মেয়েটার মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারেনি দেবরাজ। এখন রাত্রে শুয়ে চোখ বন্ধ করলে মেয়েটার মুখটা ভেসে ওঠে। বিশেষ করে মায়াবী চোখদুটো। সার্থক নাম, মায়া।

দেবরাজ সেই শনিবারের কথা বা মায়ার কথা সুধন্যবাবু বা রিংকিকে কিছু বলল না। কার্ডটা পড়ে দেখার জন্য বাড়িয়ে দিল সুধন্যবাবুর দিকে। সুধন্যবাবু কার্ডটা দেখেই বলে উঠলেন, "সৈকত সান্যাল তোমাকে ইনভাইট করেছেন!"

"চেনেন নাকি?"

"সৈকত সান্যাল হচ্ছেন একজন নামকরা সিনেমার প্রোডিউসার। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আমি যখন চাকরি করতাম তখন থেকে। আমাদের ব্রাঞ্চের সঙ্গে বিজনেস ছিল। বেশ কিছু হিট সিনেমা হয়েছে

BanglaBook.org

ওনার প্রোডাকশন হাউস থেকে। কয়েকদিন আগে একজনের কাছে শুনেছিলাম ভদ্রলোকের হঠাৎ খেয়াল চেপেছে, এবার একটা ভৌতিক সিনেমা প্রযোজনা করবেন। এটা মনে হচ্ছে সেই সিনেমারই প্রেস কনফারেন্স।"

দেবরাজ বলল, "আশ্চর্য! আপনার এত পরিচিত। আর কার্ড পাঠালেন আমার নামে।"

সুধন্যবাবু ঝুঁকে দেবরাজের কাঁধটায় চাপড় দিয়ে বললেন, "এর মানে হচ্ছে তোমারও একটা নিজের পরিচিতি তৈরি হচ্ছে। যাও ঘুরে এসো। আয়্যাম ভেরি হ্যাপি দেবরাজ। সৈকত সান্যালকে আমার বেস্ট উইশেস জানিও।"

রিংকি সুধন্যবাবুর হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে দেখে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তুই যা না দেবরাজ। সিনেমার প্রেস কনফারেন্স মানে বড় বড় সেলিব্রিটিদের দেখতে পাবি। গানের সিডি লঞ্চ আছে, তাই গিফটও পেতে পারিস। আর সবশেষে হাই-টি তো থাকবেই।"

সুধন্যবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তবে দেবরাজ এটা কিন্তু একটা নিছক সিনেমার প্রেস কনফারেন্স আর হাই-টি পার্টি না-ও হতে পারে। বিশ্বস্তসূত্রে আমার কাছে খবর আছে এই সিনেমাটা তৈরির পেছনে একটা গণ্ডগোলও আছে।"

দেবরাজ আর রিংকি উৎসুক হয়ে উঠল। সুধন্যবাবু একটু জল খেয়ে শুরু করলেন, "তোমাদের যা বললাম, সৈকত সান্যালের হঠাৎ খেয়াল চেপেছে, এবার একটা ভৌতিক সিনেমা প্রযোজনা করবেন। সৈকত নিজের সিনেমার গল্পের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে বলে নিজেই ভূতের গল্প বাছতে বসেছিলেন। কিন্তু একের পর এক গল্প পড়েও সিনেমা করার জন্য কোনও জুতসই গল্প ঠিক মনের মতো পাচ্ছিলেন না। উনি চাইছিলেন একটা নতুন ধরনের বা অন্যরকম প্যারানর্মাল গল্প যাতে একটু ঐতিহাসিক ছোঁয়া থাকবে। অবশেষে ওঁকে সেরকম এক গল্পের সন্ধান দিয়েছিলেন একজন, অসীম ব্যানার্জি।

"অসীমবাবু টালিগঞ্জের একজন পরিচিত গল্পকার, স্ক্রিপ্ট রাইটার। হয়তো নাম শুনে থাকবে। অনেক হিট সিনেমার গল্প, স্ক্রিপ্ট লিখেছেন।

BanglaBook.org

উনি একদিন কথায় কথায় সৈকত সান্যালকে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন, যা নাকি আসলে 'সত্যিকারের প্যারানর্মাল' গল্প। সৈকত সান্যালের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল গল্পটা। অসীমবাবুকে বলেছিলেন ওই 'সত্যিকারের প্যারানর্মাল গল্প' অবলম্বনে চটপট স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলতে। অসীমবাবু বলেছিলেন, যে জায়গাটা নিয়ে গল্পটা, সেখানে উনি দু'একদিন ঘুরে আবহটা বুঝে এসে লিখে ফেলবেন ফাইনাল স্ক্রিপ্টটা। অন্যদিকে টালিগঞ্জের প্রথম সারির অভিনেতা অভিনেত্রীদের গল্পের সারাংশটুকু শুনিয়ে গল্পের চরিত্রগুলোতে অভিনয়ের জন্য ডেট বুক করে শুটিংয়ের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন সৈকত সান্যাল।

"এরকম সময় একদিন খবর পাওয়া গেল অসীমবাবু হঠাৎ করে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অসীমবাবুর কথা একেবারে অসংলগ্ন। কোনও কথার কোনও মানে করা যাচ্ছে না। এর সঠিক কোনও কারণ অনুমান করতে পারছেন না ডাক্তাররা। শুধু একটা সন্দেহ করছেন, কোনও কিছুতে মারাত্মক ভয় পেয়েছিলেন অসীমবাবু। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা খবর মৃদু চাউর হল, প্যারানর্মাল গল্পটা লিখতে গিয়েই নাকি অসীমবাবুর এই দশা হয়েছে। অন্যদিকে, অসীমবাবুর এই অবস্থা হওয়াতে সৈকত সান্যালের মাথায় হাত পড়ল। অসীমবাবুর বাড়ি থেকে শুধু উদ্ধার করতে পারলেন স্ক্রিপ্টটার কাজ যতটুকু করতে পেরেছিলেন সেই কাগজগুলো। সেইটুকু পড়ে সৈকত সান্যালের মনে হয়েছিল, গল্পের লাইন ধরে দিব্যি কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন অসীমবাবু। এদিকে এখন কার্ডটা দেখে বুঝছি সিনেমাটাও হচ্ছে। তাই নিয়েই প্রেস কনফারেন্স। সুতরাং খবর করার মতো গন্ধ আছে।"

রিংকি জিজ্ঞেস করল, "তোমার তো হাজারটা খবর পাওয়ার সোর্স আছে। এই খবরটা কোথা থেকে পেলে?"

সুধন্যবাবু হাসলেন, "সৈকত সান্যালের অফিসে বিলাস সাউ বলে একটা লোক কাজ করত। সৈকত সান্যালের ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর নিয়ে আমার কাছে মাঝে মাঝেই আসত। ভালোই আলাপ ছিল। সেদিন করুণাময়ীর কাছে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। দু'কথার পর বিলাস বলল এখন সৈকত সান্যালের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। ও-ই এই সিনেমার ঘটনাটা

BanglaBook.org

বলল। সিনেমাটা করবেনই বলে জেদ চেপে গেছে সৈকত সান্যালের। তবে ভেতরে ভেতরে আরও নাকি অনেক গণ্ডগোল চলছিল তার সবটা অবিশ্যি বিলাসের জানা নেই। তবে, লোকে চাকরি ছেড়ে দিলে অনেক সময় পুরোনো মনিবের ওপর অনেক গালমন্দ করে। তাই সত্যাসত্য জানা নেই।"

দেবরাজ আনমনা হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মায়া ভিলা জায়গাটা কোথায়?"

"বিলাস যেটুকু বলেছিল তাতে মনে হয় ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে কাকদ্বীপের দিকে যেতে একটা জায়গায়, হাইওয়ে থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ি। বাড়িটার এক কিলোমিটারের কাছাকাছি নাকি কোনও জনবসতি নেই। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা ওটাকে হানাবাড়ি বলে। দিনের বেলাতেও পারতপক্ষে কেউ মায়া ভিলার দিকে পা মাড়ায় না। বিলাসের কথা সত্যি হলে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, মায়া ভিলা পরিত্যক্ত হলেও একেবারে ভগ্নস্তূপ নয়। শোনা যায় মায়া ভিলাকে তিনবার আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেরকম কিছুই ক্ষতি হয়নি বাড়িটার। বাড়িটার দরজা জানলা মোটামুটি ঠিক আছে। ভেতরে দামি সেগুন কাঠের আসবাবপত্র আছে, এমনকি কিছু বাসনপত্তরও আছে। হয়তো হানাবাড়ি বলে অপবাদ আছে বলে চোরও কখনও চুরি করতে মায়া ভিলায় ঢোকে না।

"এই বাড়িটায় শেষ কবে মানুষ বসবাস করেছে সে নিয়ে আশেপাশের গ্রামে নানান মতভেদ আছে। তবে সকলের কথা এক করে অনুমান করা যায় যে গত সত্তর বছরে এই বাড়িতে অন্তত কেউ বসবাস করেনি। মায়া ভিলাতে ভূতের উপদ্রব কীরকম সেই নিয়েও অনেক জনশ্রুতি আছে। সৈকত সান্যালের সিনেমার গল্পটাও নাকি সেরকম একটা জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে। যাকগে, প্রেস কনফারেন্সটা এনজয় করার পাশাপাশি তুমি ভালো করে সব খোঁজখবর নিয়ে দেখ, 'এই সপ্তাহ'র শেষ সংখ্যার জন্য মায়া ভিলাকে নিয়ে একটা শেষ ইন্টারেস্টিং স্টোরি খাড়া করতে পার কিনা।"

BanglaBook.org

চার

সময়ের একটু আগেই দেবরাজ পৌঁছিয়ে গেল হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে। সিনেমার প্রযোজকদের ডাকা প্রেস কনফারেন্স হলেও দেবরাজ খেয়াল করল ব্যাঙ্কোয়েটটা পুরো ভর্তি হয়নি। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আড্ডায় মশগুল। কয়েকজন ফটোগ্রাফার ইতস্তত ছবি তুলছে। তারকা অভিনেতা অভিনেত্রীরা একজনও কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাদের কাউকে কাউকে টিভি সিরিয়ালের পার্শ্বচরিত্রে দেখলেও নামে চেনে না।

দেবরাজ তাই একটু পিছনের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটা চেয়ারে বসল। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে শুরু হল কনফারেন্সটা। ছোট্ট একটা ডায়াস। পেছনে 'ওয়াইল্ড ড্রিমস আনলিমিটেড'-এর একটা ব্যানার। সৈকত সান্যাল তিনজনকে সঙ্গে করে উঠে ডায়াসে বসলেন। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন পরিচালক নিলয় সেনগুপ্ত, সঙ্গীত পরিচালক আদিত্যনাথ আর প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্যামল বড়ুয়া বলে। হ্যান্ড মাইকের সামনে ঈষৎ ঝুঁকে সৈকত সান্যাল শুরু করলেন, "এখানে আসার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমরা আজ আমাদের আগামী ছবি 'মায়া ভিলা' নিয়ে কিছু বলব। গান লঞ্চ করব। নিলয় এর পরিচালক। আদিত্যনাথ মিউজিক করেছে। ছবিটা সম্পর্কে বিশদে নিলয় আপনাদের

BanglaBook.org

বলবে। এই ছবিটায় কাজ করবে বিক্রমজিৎ, শ্রীপর্ণা, রঘুরাজ এবং আরও কয়েকজন। গল্পটা প্যারানর্মাল। হরর মুভি। বাংলা সিনেমায় এই প্রথম আমরা একটা সত্যি ঘটনা অবলম্বনে প্যারানর্মাল সিনেমা করছি। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে সম্ভবত প্রথম একটা প্যারানর্মাল সিনেমা হতে চলেছে যেটার শুটিং হবে সত্যি গল্পের অরিজিন্যাল লোকেশনে।"

"লোকেশনটা কোথায়?" সামনে থেকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন।

"ডায়মন্ড হারবার থেকে একটু এগিয়ে। শ্যামল আপনাদের হোয়্যাটস অ্যাপে জিপিএস পিনটা পাঠিয়ে দেবে। গুগল ম্যাপে দেখে নেবেন।"

"তা, সত্যি ঘটনাটা কী শোনানো যায় কি?" সামনে থেকে অল্প বিদ্রূপের গলায় আরেকজন সাংবাদিক প্রশ্নটা করলেন। অল্প হাসির রোল উঠল।

"নিলয় আপনাদের বলবে গল্পের আউটলাইনটা।" একটু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন সৈকত সান্যাল।

"সত্যি গল্প! বানানো গল্প নিয়ে যত সব পাবলিসিটি স্টান্ট।" পাশের থেকে একটা মেয়ের চাপা গলার আওয়াজ পেল দেবরাজ। মুখ ঘুরিয়ে দেখল ওর বয়সীই একটা স্মার্ট দেখতে মেয়ে চ্যুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে কোলের ওপর একটা প্যাডে শর্ট হ্যান্ডে নোট নিতে নিতে নিচু গলায় মন্তব্যটা করল। দেবরাজ এত মগ্ন হয়ে ডায়াসের দিকে চেয়েছিল, খেয়ালই করেনি কখন মেয়েটা পাশের চেয়ারটাতে এসে বসেছে।

ইতিমধ্যে হ্যান্ড মাইকটা নিলয় সেনগুপ্ত নিয়ে বলতে শুরু করল, "বুঝতে পারছি, প্যারানর্মাল গল্পটা যে সত্যি হতে পারে সেটা আপনারা অনেকে হয়তো বিশ্বাস করছেন না। আসলে আমরা অনেকেই প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটিতে বিশ্বার করি না। ভাবি ওসব গল্পের বইতে আর সিনেমাতেই হয়। কিন্তু এটাও তো অস্বীকার করতে পারবেন না অনেক কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না। ইন্টারনেটে গুগল করুন। ভারতবর্ষে এরকম অনেক জায়গায় প্যারানর্মাল ঘটনা পাবেন। মায়া ভিলাও সেরকম একটা জায়গা। জায়গাটা নিয়ে কোনও প্রচার হয়নি বলে গুগলে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনারা লোকালিটিতে গিয়ে খোঁজ করুন..."

BanglaBook.org

একজন অধৈর্য হয়ে মাঝপথে প্রশ্ন করলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। গল্পটা বলুন।"

দেবরাজ আরেকবার আড় চোখে পাশে বসা মেয়েটাকে দেখল। মেয়েটা একই রকমভাবে মাথা নিচু করে চ্যুয়িং গাম চিবোতে চিবোতে নোট নিয়ে যাচ্ছে।

নিলয় মাথার জকি ক্যাপটা একটু ঠিক করে নিয়ে বলতে শুরু করল, "স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসের রেকর্ডে আছে, মায়া ভিলা প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এখন তাও জায়গাটার কাছেপিঠে গ্রাম, লোকালয় আছে কিন্তু পঁচাত্তর বছর আগে ওখানে একটা ছোট গ্রাম ছাড়া ছিল শুধু ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যে একটা সাজানো গোছানো বাড়ি কোনও একজন মানুষ কেন করেছিলেন সেটা একটা রহস্য মনে হতে পারে। পঞ্চায়েত রেকর্ড থেকে জানা যায় বাড়িটার মালিক কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলী। আমাদের রিসার্চ টিম খোঁজ করে জেনেছে তিনি আসলে জঙ্গলের মধ্যে এই বাড়িটা তৈরি করে নিজের পরিবারকে নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। তার পেছনে ছিল আরেকটা রহস্য। কাছের গ্রামটার কিছু অতি বৃদ্ধরা তাঁদের ছেলেবেলায় এই পরিবারটিকে দেখেছিলেন। পরিবারটিতে থাকতেন কর্নেল, ওনার স্ত্রী, শালি এবং ওনাদের একমাত্র ফুটফুটে একটি বাচ্চা মেয়ে।

"কর্নেল অবশ্য একদম পছন্দ করতেন না, ওই বাড়ির ধারে কাছে কেউ আসুক। কর্নেল দৈনন্দিন শাকসবজি পর্যন্ত গ্রাম থেকে কিনতেন না। নিজে গাড়ি চালিয়ে দূর কোনও জায়গা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিস নিয়ে আসতেন। এছাড়া একজন অচেনা মানুষকে অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে ওই বাড়ির রাস্তার দিকে যাতায়াত করতে দেখা যেত।

"এর কিছুদিন পরে একদিন গভীর রাত্রে দেখা গিয়েছিল মায়া ভিলার দিকে একটা ব্রিটিশ আর্মির সাঁজোয়া গাড়ি যেতে। তারপর একঘণ্টা ধরে গোলাগুলির আওয়াজ চলে। ভয়ে কেউ ওদিকে যায়নি তখন। ভোররাত্রের দিকে সাঁজোয়া গাড়িটা ফিরে যায়। একটু বেলা বাড়লে কিছু কৌতূহলী মানুষ গিয়ে দেখেছিলেন, মায়া ভিলার দরজায় তালা ঝুলছে। জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেছিলেন ভেতরে রক্ত। কিন্তু তাঁরা

BanglaBook.org

কোনও মানুষের সাড়াশব্দ পাননি বা লাশ দেখতে পাননি। সবাই ধরেই নিয়েছিল, মিলিটারিরা কর্নেলকে পরিবারসুদ্ধু হত্যা করে মৃতদেহ নিয়ে চলে গিয়েছে।

"অথচ এই ঘটনার কিছুদিন পর থেকে রাত্রে মায়া ভিলাতে কর্নেলের মেয়েকে দেখা যেত। তার কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। বা বলা ভালো, স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, আজও কর্নেলের স্ত্রী, শালি, আর মেয়েকে দেখা যায়। মাঝে মাঝেই শোনা যায়, মায়া ভিলার মধ্যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে, গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকের ঘণ্টা বাজছে। কর্নেলের গাড়ির চাকার দাগ ওই রাস্তায় এখনও মাঝে মাঝে বর্ষাকালে দেখা যায়। এমনকি গভীর রাত্রে সাইকেল চালিয়ে মায়া ভিলার দিকে একজনকে যেতে আজও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এইসব চরিত্রগুলোর প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটি নিয়েই আমাদের গল্প। তার সঙ্গে আছে সত্যিকারের ইতিহাস। কর্নেল কেন ওখানে জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা করেছিলেন, সেই রাত্রে সত্যি কী হয়েছিল, কী কী প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটি ওখানে হয় এই নিয়েই টানটান গল্প। বিশ্বাস অবিশ্বাসটা আমরা দর্শকদের ওপরেই ছেড়ে দেব।"

সামনের থেকে সেই সাংবাদিক বললেন, "প্যারানর্মাল তো বুঝলাম। গল্পটা ঠিক পরিষ্কার হল না। নতুনত্বটাও বুঝলাম না। অ্যামেটি ভিলা থেকে আরম্ভ করে পুরানা হাভেলি, হলিউড থেকে বলিউড এরকম সিনেমা প্রচুর হয়েছে। বাই দ্য ওয়ে কর্নেলের রোলটা কে করছে?"

"বিক্রমজিৎ।"

"আর স্ত্রী আর শালির রোলটা?"

"মধুশ্রী আর অঙ্গনা।"

সাংবাদিক মন্তব্য করলেন, "বিক্রমজিৎ, মধুশ্রী আর অঙ্গনার ত্রিকোণ প্রেমের ফর্মুলাটা রেখেছেন তো? বিক্রমজিৎ আর অঙ্গনার কেমিস্ট্রিটা এখন বাজারে খাচ্ছে ভালো।"

দেবরাজ বুঝতে পারল কেউই এই সিনেমার গল্পটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেনা।

আরেকজন সাংবাদিক মন্তব্য করলেন, "বিক্রমজিৎ। কর্নেল ব্রিটিশ আর্মি থেকে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করে আত্মগোপন

BanglaBook.org

করেছিলেন, শুনে রোলটা তো মনে হচ্ছে নেগেটিভ। এরকম একটা নেগেটিভ চরিত্রে বিক্রমজিৎ-এর মতো হিরো কাজ করতে রাজি হয়েছে? স্ট্রেঞ্জ।"

নিলয় বোঝানোর চেষ্টা করল, "না, ঠিক নেগেটিভ নয়। শালির সঙ্গে কোনও ত্রিকোণ প্রেম ছিল না। মেয়ের মতো দেখতেন। আসলে কর্নেলের চরিত্রে একটা পরিবর্তন এসেছিল। উনিও আস্তে আস্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন। এক খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। আদিত্যনাথ বিক্রমজিৎ-এর জন্য বন্দেমাতরম নিয়ে যে অসামান্য গানটা করেছে একটু পরেই সেটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন।"

দেবরাজের অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মনের মতো কোনও প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছিল না। এবার একটা প্রশ্ন করেই ফেলল, "সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত কি ভৌতিক না দেশপ্রেমের?"

প্রশ্নটা শুনে সামনে বসা সাংবাদিকরা অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে দেবরাজকে দেখলেন। নিলয় গলাটা পরিষ্কার করে উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে ওর হাত থেকে সৈকত সান্যাল হ্যান্ড মাইকটা টেনে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "পুরো গল্পটা খোলসা করে বলে দিলে তো স্পয়লার হয়ে যাবে। সিনেমাটা দেখতে যাওয়ার আর কোনও ইন্টারেস্টই থাকবে না। ভৌতিক শব্দটা ব্যবহার না করে প্যারানর্মাল শব্দটা বরং ব্যবহার করুন। আপনারা আস্থা রাখুন, একেবারে অন্যরকম একটা প্যারানর্মাল সিনেমা দেখবেন আপনারা।"

"এরা অনেক কিছু লুকোচ্ছে।" পাশে বসা মেয়েটা দেবরাজের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "শুনেছি এই গল্পটা নিয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করছিলেন অসীম ব্যানার্জি বলে এক ভদ্রলোক। তারপর তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে যান। জিজ্ঞেস করুন, স্ক্রিপ্টের কাজটা শেষ করলেন কে? কোনও উত্তর পাবেন না।"

সুধন্যবাবুও এই কথাটাই বলেছিলেন। দেবরাজ এই প্রশ্নটাই করতে সৈকত সান্যাল আর নিলয় নিজেদের মধ্যে একটু মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। তারপর সৈকত সান্যাল বলতে থাকলেন, "নিলয়ই শেষ করেছে স্ক্রিপ্টটা। অসীমবাবু যেভাবে লিখছিলেন নিলয় অবশ্য গল্পের লাইনটা এক রেখে

BanglaBook.org

সিনেমার স্ক্রিপ্টটা একটু অন্যরকমভাবে করেছে। ব্যাপারটা তাতে আরো ইন্টারেস্টিং হয়েছে। আমরা গল্পের মধ্যে গল্পটা বলব। সিনেমায় দেখা যাবে একজন সাংবাদিক মায়া ভিলার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে কীভাবে একটার পর একটা রোম খাড়া করা পরিস্থিতির সামনে পড়েছেন। দুর্দান্ত ক্লাইম্যাক্স আছে।"

"মিস্টার সান্যাল, এত প্রফেশন থাকতে হঠাৎ আমাদের এই সাংবাদিকতার প্রফেশনটা নিয়ে প্যারানর্মাল অ্যাকটিভির মধ্যে টানাটানি কেন?" সামনের থেকে একজন সাংবাদিক বলে উঠতেই অন্য সাংবাদিকরা হেসে উঠলেন। আলোচনাটা ক্রমশ লঘু হয়ে যেতে থাকল।

"ক্লাইম্যাক্স! বেশ হবে যদি সিনেমাটার শ্যুটিং শুরু হওয়ার আগে কোনও সাংবাদিক সত্যিই গিয়ে..." দেবরাজ অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা বিরক্তি মুখে পাশে বসা মেয়েটা আবার বিড়বিড় করে মন্তব্যটা করতে গিয়েও দেবরাজের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে নিজেকে সামলে নিয়ে কথাটা আর শেষ করল না।

সৈকত সান্যাল অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সিনেমার অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে বলতে, "প্যারানর্মাল মুভির একটা খুব ইম্পরট্যান্ট দিক হচ্ছে, ফলি অ্যান্ড সাউন্ড। আমরা মুম্বাইয়ের বেস্ট সাউন্ড ডিজাইনার জাহির হুসেনের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করেছি এই সিনেমাটায় কাজ করার জন্য। আর লোকেশনের কথা তো আপনাদের প্রথমেই বলেছি। নিজেরা গিয়ে একবার দেখে আসতে পারেন জায়গাটা। শ্যামলের ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে। ভীষণ একটা আনক্যানি ফিলিং আছে। চা খেতে খেতে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারেন সেসব। শ্যুটিং সিডিউলটা আপনাদের জানিয়ে দেব। শ্যুটিং দেখতে আসার জন্য আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল। আমরা চাই এরকম একটা সিনেমার শ্যুটিং আপনারা আপনাদের কাগজের জন্য প্রথম থেকে ফলো করুন।"

প্রেস কনফারেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরে স্টিডি লঞ্চ হল। মামুলি দুটো গান। মধ্যে হলিউডের মিউজিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ছমছমে একটা মিউজিক। তারপর চা জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। দেবরাজ খেয়াল করে দেখল অভিজ্ঞ বয়স্ক সাংবাদিকদের কারুরই এই সিনেমাটা নিয়ে সেরকম

BanglaBook.org

কোনও আগ্রহ নেই। নিজেদের মধ্যে জটলা করে একটা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতেই যেন বেশি ব্যস্ত।

একটা কাজ ছিল। সৈকত সান্যালের সঙ্গে একবার আলাপ করে সুধন্যবাবুর বেস্ট উইশেসটা জানানো। কিন্তু ভদ্রলোক বড় বড় সাংবাদিকদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে সেই ফুসরতটা আর হয়ে উঠল না। চায়ের কাপ হাতে মনে হল বরং শ্যামল বড়ুয়ার সঙ্গে একটু কথা বলে জায়গাটার সম্পর্কে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা একটু জেনে নেওয়া যাক। তাছাড়া ওঁকে ওর হোয়্যাটস অ্যাপ নম্বরটাও দিতে হবে জায়গাটার লোকেশন ম্যাপটা পাওয়ার জন্য। শ্যামল বড়ুয়াও ব্যস্ত হয়ে চারদিকে তদারকি করছে। ওর দিকে এগিয়ে যেতেই সেই পাশে বসা সাংবাদিক মেয়েটার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। দেবরাজ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "স্যরি।"

মেয়েটা অল্প হেসে বলল, "নেভার মাইন্ড।"

দেবরাজের এবার মেয়েটার গলায় ঝোলানো আইডি কার্ডটার ওপর চোখ পড়ল। একটা নামি ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক, ঈশা সেন। ঈশা সেনের লেখা কাগজে পড়েছে। দারুণ লেখে। কিন্তু ও যে এত কম বয়সী জানত না। দেবরাজ নিজের পরিচয় দিল, "হাই, আমি দেবরাজ চট্টোপাধ্যায়, 'এই সপ্তাহ'।"

ঈশার মুখ দেখে দেবরাজ বুঝতে পারল, 'এই সপ্তাহ'র নাম শোনেনি। সেটাই স্বাভাবিক। কিছুটা অস্বস্তি এড়াতে দেবরাজ বলল, "ইন্টারেস্টিং লাগল গল্পটা। বাংলায় ভালো ভূতের সিনেমা তো হয় না। লোকেশনটাও বেশ ইন্টারেস্টিং। ভাবছিলাম জায়গাটার সম্পর্কে একটু শ্যামল বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলে যাই।"

ঈশা আবার তির্যক হাসল, "ওয়েল। তোমার প্রশ্নটা ভালো ছিল। সিনেমাটা শেষপর্যন্ত ভৌতিক না দেশপ্রেমের? তবে মনে হচ্ছে প্রশ্নটা তুমি করার জন্যই করেছিলে। গল্পটা আরেকটু খোলসা করে জানার জন্য চেপে ধরলে না। এরা ক্লেইম করছে সত্যিকারের প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটি। জিজ্ঞেস করলে না সত্যিকারের কী প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটি হয় ওখানে? আবার স্ক্রিপ্ট করেছে, একজন সাংবাদিক গিয়ে এই রসহ্যভেদ করবে!

BanglaBook.org

খোঁজ নিয়ে দেখেছে কি, যে গল্পটা নিয়ে এরা সিনেমা করবে বলছে, সেটা সত্যিই সত্যি কিনা?"

মেয়েটা কথাবার্তাতেও বেশ স্মার্ট। অল্প আলাপেই "আপনি" থেকে "তুমি" তে নেমে এল। তবে ঈশার প্রশ্নের উত্তরটা হল, "না, তা জানি না।"

"যাওয়ার প্ল্যান করছ তাহলে ওই মায়া ভিলায়?"

একটু ইতস্তত করে দেবরাজ বলল, "ইচ্ছে তো আছে।"

"কী হবে মায়া ভিলায় গিয়ে? শ্যুটিং দেখবে?"

ঈশার মুখে তির্যক হাসিটা লেগেই আছে, যার মানে হতে পারে, তুমি প্রপার হোম ওয়ার্ক করে আসনি। দেবরাজকে চুপ করে থাকতে দেখে ঈশা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল, "সাংবাদিকদের আসল কাজ সিনেমার গ্ল্যামারের পেছনে না দৌড়ে, সত্যি ঘটনা উদ্ঘাটন করা। আমার রিপোর্টটা সামনের শুক্রবার বেরোবে। খেয়াল থাকলে পড়ে দেখো।"

দেবরাজের শুধু মনে হল, বয়স কম হলেও বড় কাগজের সাংবাদিকদের এরকমই আত্মবিশ্বাস হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

হাইওয়ের একপাশে বাইকটাকে দাঁড় করাল দেবরাজ। কানে ব্লু-টুথে মোবাইলের জিপিএস থেকে নির্দেশ এসেছে 'টার্ন লেফট।' বেশি বেলা হয়নি। এখন মোটে সাড়ে দশটা বাজে। আকাশ ঝলমলে পরিষ্কার। বাঁদিকের জনবহুল রাস্তাটা দেখে মনে হচ্ছে না এই রাস্তাটা একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে শেষ হবে মায়া ভিলা বলে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে যেখানে গত সত্তর বছর নাকি কোনও মানুষের পদার্পণ হয়নি। অথচ গুগল ম্যাপে শ্যামল বড়ুয়ার পিন করা লোকেশনটা এদিকেই দেখাচ্ছে।

সেদিন প্রেস কনফারেন্সের পর সুধন্যবাবু আর রিংকিদিকে সব বলেছিল দেবরাজ। দু'জনাই মন দিয়ে সব শুনেছিলেন এবং ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সুধন্যবাবু বলেছিলেন, "দেখো দেবরাজ, আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে ওইসব অঞ্চলে অনেক ডাকাত ছিল, হয়তো ওটা কোনও ডাকাত সর্দারের বাড়ি হবে।"

রিংকিদি মানতে চায়নি, "কিন্তু বাবা তার সঙ্গে আজকের দিনে প্যারানর্মাল অ্যাকটিভিটির কী সম্পর্ক?"

সুধন্যবাবু আরও যুক্তি দিয়েছিলেন, "এরকমও বেশ কিছু পরিত্যক্ত বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলোকে দুষ্কৃতিরা ভূতের বাড়ি বলে চাউর করে রাখে। আসলে দেখা যায় ওখানে ওরা চোরাই জিনিসপত্তর লুকিয়ে

BanglaBook.org

রাখে আর ভূতের ভয় দেখিয়ে স্থানীয় কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আবার দেবরাজ যেটা ঈশা সেনের কাছ থেকে শুনে এসেছে সেই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেয়েটার লেখা আমি ফলো করি। খুব ধারালো আর অ্যানালিটিক্যাল লেখে। এই তো, গত বছর 'বেস্ট রিপোর্টার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড' পেল। হয়তো ওর ধারণাটাও ঠিক। আজকাল সিনেমার প্রোপাগান্ডা করার জন্য প্রোডিউসাররা অনেকরকম নীতি বিরুদ্ধ কাজকর্ম করে। এ সবের পেছনে খুব পরিকল্পিত উপায়ে এটা সৈকত সান্যালের চালও হতে পারে। এই যে অসীম ব্যানার্জি লিখতে লিখতে হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, এটা একটা প্রোপাগান্ডা হতে পারে। হয়তো উনি অন্য কোনও কারণে অসুস্থ হয়েছেন। ঠিক সময়ে এই ঘটনাটাও সূক্ষ্ম ভাবে সৈকত সান্যাল সিনেমাটার প্রোপাগান্ডার কাজে লাগাচ্ছেন। তা, 'সত্যি ঘটনা অবলম্বনে' গল্পটা শেষ পর্যন্ত কে লিখলেন?"

দেবরাজের মনে পড়ে গিয়েছিল এই একই প্রশ্ন ঈশা সেন করেছিল। যে উত্তরটা শুনে এসেছিল সেটাই বলেছিল, "সিনেমাটার ডাইরেক্টর, নিলয় সেনগুপ্ত।"

রিংকি বলেছিল, "খুব বড় লেখকের গল্প না হলে সবসময় তো দেখি পরিচালকই লেখক, চিত্রনাট্যকার।"

সুধন্যবাবু মাথাটা হেলিয়ে বলেছিলেন, "সিনেমাটা যতদিনে রিলিজ করবে ততদিনে 'এই সপ্তাহ' আর থাকবে না। সুতরাং সিনেমাটা কেমন হল সেই চিত্রসমালোচনাটা আর আমাদের লেখার উপায় থাকবে না। তবে দেবরাজ, তুমি যদি সাহস করে একদিন জায়গাটা দেখে আসতে পার আর স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে আসতে পার, তাহলে আমাদের হাতে গোনা পাঠকদের জন্য অন্তত শেষ সংখ্যায় মায়া ভিলাকে নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং আর্টিক্‌ল লিখে যেতে পারবে।"

কথাটা দেবরাজের মনে ধরেছিল। কানে যেন বেজে উঠেছিল সেইদিন ঈশা সেনের বলা কথাটা, "আর সিনেমাটার শ্যুটিং শুরু হওয়ার আগে কোনও সাংবাদিক যদি সত্যিই...।" সত্যিটা যদি বার করতে পারে, 'এই সপ্তাহ'র জন্য শেষ আর্টিকলটা একেবারে মনপ্রাণ দিয়ে লিখবে। তবে সেইসঙ্গে একটা জেদও মনের মধ্যে চেপে গিয়েছিল। পরের শুক্রবার ঈশা

BanglaBook.org

কী লেখে। ঈশার লেখাটার চেয়েও ভালো লেখা লিখবে। কিন্তু পরের শুক্রবার ঈশার রিপোর্টিংএ প্রেস কনফারেন্সে পাওয়া তথ্য নিয়ে চার লাইনের একটা লেখা আর সিডি লঞ্চের ছবি ছাড়া আর কিছুই না পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিল দেবরাজ।

জিপিএসে দেখানো বাঁদিকের রাস্তাটার মোড়ে একটা ছোট হোগলার চায়ের দোকান। দোকানের বাইরে দুটো মুখোমুখি বেঞ্চ। জনা তিন চার লোক বসে আছে। দেবরাজ ঘড়িতে সময় দেখল। সকাল ১০টা ৩০। বাইকটাকে দোকানের একপাশে দাঁড় করাল। দোকানে চা ছাড়া পরটা ঘুগনিও বিক্রি হচ্ছে। অনেক সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। খিদে খিদে পাচ্ছে। তাছাড়া এই সুযোগে স্থানীয় মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে নেওয়াও যাবে। পরটা ঘুগনির প্লেট হাতে নিয়ে বেঞ্চে বসে লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করল, "দাদা, মায়া ভিলা এই দিকের রাস্তাতেই তো?"

লোকগুলো দেবরাজের মুখের দিকে তাকাল। একজন বলল, "আপনিও কি সিনেমা পার্টির লোক?"

"না। সাংবাদিক।"

"ও। কয়েকদিন তো খুব সিনেমা পার্টির আনাগোনা চলছে।"

"আচ্ছা এখান থেকে কতক্ষণ যেতে লাগবে?"

"বাইকে মিনিট পনেরো কুড়ি। তাহলে এবার আপনারা সাংবাদিকরাও আসা শুরু করে দিলেন। অবশ্য আসবেনই তো। সিনেমা হচ্ছে। আচ্ছা, বলুন দিকি ওই বাড়ি নিয়ে কেউ ছবি করতে যায়?"

"কেন?"

"জানেন না? ও বাড়ি শুধু ভূতের বাড়ি নয়। অভিশপ্তও। সেই অভিশাপ একবার আপনার লেগে গেলে নিস্তার নেই। এই যে রাস্তাটা দেখছেন তিন কিলোমিটার ভেতরে গেলে একটা গ্রাম পড়বে। নন্দগ্রাম। গ্রামের প্রান্তে একটা সর্বমঙ্গলার মন্দির আছে। ওই মন্দির পেরিয়ে আর কেউ যায় না। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে সেই বাড়ি। মুখে নাম নিতে নেই।"

দেবরাজ হাসল, "হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে এই বিজ্ঞানের যুগেও এসব বিশ্বাস করেন?"

BanglaBook.org

একটা লোক চুপ করে বসেছিল। এবার রেগে গিয়ে বলে উঠল, "আপনাদের বিশ্বাস আপনাদের কাছে রাখুন। আপনার বিজ্ঞান বলতে পারবে কেন তিন তিনবার গোটা গ্রামের লোক উজিয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিতে গিয়েও পারেনি? কেন ওদিকে একটা বিড়াল কুকুরও যায় না? কেন মাঝে মাঝে ওইদিকের রাস্তায় মোটরগাড়ির টায়ারের দাগ দেখা যায়। ফাঁকা বাড়িটার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ইংরেজি গান শোনা যায়? ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়?"

আগের লোকটা যোগ করল, "দুবার দুটো লোক সাহস দেখিয়ে বাজি ধরে এক রাত থাকতে গিয়েছিল ওই বাড়িটায়, দুটোকেই পরে বাড়ির বাইরে হার্টফেল করে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মিলিয়ে দেখে নেবেন, গ্রামের একটা লোকও শ্যুটিং দেখতে ওখানে যাবে না।"

দোকানি বলল, "আপনি ছেলেছোকরা মানুষ, সাংবাদিক। যাচ্ছেন যান। আশপাশটা ঘুরে চলে আসবেন। এই ভরদুপুরেও কিন্তু বাড়িটার মধ্যে একা একা ঢুকবেন না। চোর ডাকাতেও কোনোদিন ভেতরে ঢোকেনি। শুনেছি, ভেতরকার জিনিস যেমন সব তেমনই আছে। একটা উই পর্যন্ত কাটেনি। এমনকি একটা চামচিকে বাদুড় পর্যন্ত নেই।"

দেবরাজ জানতে চাইল, "আচ্ছা, মায়া ভিলা বাড়িটার ইতিহাস কিছু জানেন?"

আশ্চর্যভাবে লোকগুলো মায়া ভিলা নিয়ে আর কোনও কথাই বলতে চাইল না। খাবারের দাম মিটিয়ে দেবরাজ মায়া ভিলা যাওয়ার দিকের রাস্তাটা ধরল। লোকগুলো যেমন বলেছিল একটা সময় নন্দগ্রামের সীমানায় সর্বমঙ্গলার ছোট্ট মন্দির পড়ল। তারপরেই জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে মায়া ভিলার সামনে পৌঁছিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল দেবরাজ। সত্যি এরকম একটা জায়গায় একটা কলোনিয়াল ধাঁচের দোতলা বাড়ি প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বাইকটাকে স্ট্যান্ড করে দেবরাজ মোবাইলে কয়েকটা ছবি তুলল। তারপরেই খেয়াল হল, রিংকিদি পৌঁছিয়ে একটা ফোন করতে বলেছিল। কিন্তু ফোনটা করতে গিয়ে দেখল মোবাইলে সিগন্যাল স্ট্রেন্থের একটাও দাঁড়ি নেই।

বাড়িটার সামনে একটা তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে একটা ছোট লম্বা টানা

BanglaBook.org

বারান্দা। তার মধ্যিখানে সদর দরজা। দরজাটা জীর্ণ হলেও মোটামুটি মজবুত। দেবরাজ সাবধানে পাল্লাটা ঠেলল। ক্যাচ ক্যাচ করে একটা আওয়াজ করে দরজাটা খুলল। বুকে সাহস বেঁধে ভেতরে পা রাখল দেবরাজ। তারপর আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেতরে। আলোও কম। বন্ধ জানলাগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে বাইরের রোদের তীক্ষ্ণ রশ্মি ফলার মতো এদিক ওদিক ইতস্তত পড়ছে। সেই আলোতে ঘরের ভেতরটা ঠাওর করতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। দরজা দিয়ে ঢুকেই বড় এই হলঘরটা সম্ভবত বসার ঘর। তিন সিটারের একটা সোফা আছে। যদিও তার লাল মখমলের গদিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু কাঠটা ভালোই আছে। মধ্যে একটা সেন্টার টেবিল আছে। সেন্টার টেবিলের ওপরে সিলিং-এ একটা মাকড়সার ঝুলে ভর্তি ঝাড় লণ্ঠন। দেখে বুঝতে পারল এককালে এই ঝাড়লণ্ঠনটা মোমবাতির আলোয় জ্বলত। কোনও ইলেকট্রিকের তার নেই। সেন্টার টেবিলের কাচের টপটায় কয়েকটা ফাটল ধরলেও ভেঙে পড়েনি। একটা হলদে হয়ে যাওয়া পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে একটা কিছু ঢাকা দেওয়া আছে। কাগজটা অনেক পুরোনো ইংরেজি কাগজ। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের।

কাগজটা আলতো করে তুলেই দেবরাজ চমকে উঠল। কাগজের তলায় শোয়ানো আছে একটা পুতুল। বেশ পুরোনো পুতুলটা। পুতুলের ফ্রকটা একেবারে রং জ্বলে খসটে হয়ে গিয়েছে। ভীষণ চোপ্‌সানো চেহারা কিন্তু আশ্চর্য পুতুলটির মার্বেলের গুলির মতো চোখ দুটো। সবুজ চোখদুটো নিথর যেন ঠায় চেয়ে আছে ওর চোখের দিকে। দেখে গা-টা শিরশির করে উঠল দেবরাজের। তাড়াতাড়ি কাগজটা আবার ঢাকা দিয়ে দিল পুতুলটার ওপর।

দেবরাজ এবার দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যেই একটা দেওয়ালে ঝুলছে একটা বড় অয়েল পেইন্টিং। ফ্রেমটা ঈষৎ বাঁকা হয়ে ঝুলছে। ছবির ওপর বেশ ঝুল পড়েছে বলে ছবির মুখগুলো খুব একটা স্পষ্ট নয়। দেওয়ালে এদিকে ওদিক আলো পড়লেও ছবিটার ওপর কোনও আলো পড়ছে না। আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারে এরকম অয়েল পেইন্টিং আর্টিস্টদের দিয়ে

BanglaBook.org

আঁকিয়ে টাঙানোর রেওয়াজ ছিল। এই ছবিটাও সেরকম। একটা বাহারি চেয়ারে বসে আছেন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। চেয়ারের একদিকের হাতলে বসে আছে নীল ফ্রক পরা বছর আষ্টেকের একটা মেয়ে। অন্যদিকে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুরুষ। দেবরাজের মনে হল ইনিই কি কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলি? আর বাকি দুজন ওনার স্ত্রী আর কন্যা?

অয়েল পেইন্টিং-এর পুরুষটির পোশাক দেখে মনে হচ্ছে না উনি কোনও মিলিটারির কর্নেল। স্যুট টাই পরে একটা কঠিন মুখ করে চেয়ে আছেন। দেবরাজের মনে হল এটা একটা ইম্পরট্যান্ট পেইন্টিং। মায়া ভিলা নিয়ে আর্টিক্‌ল লিখতে গেলে এই ছবিটা সঙ্গে যাবে ভালো। সঙ্গের মোবাইল ক্যামেরাটাই ভরসা। পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে ছবিটার দিকে তাক করে ক্যামেরার অ্যাপসটা খুলে ফ্ল্যাশটা অন করল। কিন্তু শাটারের আইকনটায় আঙুল ছোঁয়াতেই মোবাইলটা হঠাৎ হ্যাং করে গেল। এটায় অবশ্য খুব একটা আশ্চর্য হল না দেবরাজ। মডেলটা তিন বছর ব্যবহার করেছে। পুরোনো হয়েছে। এবার বদলানোর সময় হয়েছে। সেটা মাঝে মাঝেই জানান দেয়। তাছাড়া এতটা রাস্তা জিপিএস অন করে এসেছে। ব্যাটারিটা অনেকটাই ড্রেন হয়ে গিয়েছে।

তবে একটা জিনিস খুব খটকা লাগল দেবরাজের। চায়ের দোকানের লোকগুলো পর্যন্ত বলছিল এখন সিনেমা পার্টির আনাগোনা হচ্ছে এখানে। কিন্তু মায়া ভিলার ভেতরে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে সত্যিই বহুকাল কোনও মানুষের পদার্পণ হয়নি এখানে। মেঝের ধুলোর ওপর একটা পায়েরও ছাপ নেই।

এরকম সময়ই পেছন থেকে ক্যাচ ক্যাচ করে একটা আওয়াজ শুরু হল আর একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত যেন গলার কাছটা ছুঁয়ে চলে গেল। চমকে উঠে ফিরে তাকাল দেবরাজ। কেউ আবার দরজাটা খুলে ঢুকল নাকি? কিন্তু না। দরজাটা বন্ধই আছে। তবে মনে হল কেউ যেন চট করে ডানদিকের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। এদিক ওদিক চেয়ে ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজের শব্দটার উৎস খুঁজে পেল দেবরাজ। পেছনের দিকের জানালার একটা পাল্লা ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ করে অল্প অল্প দুলছে। ঘরের মধ্যে আবার চট করে চোখটা চারদিকে বোলাল। সব একই রকম আছে। শুধু

BanglaBook.org

সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে পুতুলটা ঢাকা দিয়ে রাখা খবরের কাগজটা উড়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। দেবরাজ এগিয়ে গিয়ে পতুলটার ওপর আবার কাগজটা ঢাকা দিয়ে দিল।

ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার ছবিটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অল্প চমকে উঠল দেবরাজ। পেছনে যে জানলার পাল্লাটা দুলছিল, তার একটা ফুটো দিয়ে একটা সূর্যের আলোর রশ্মির ফলা এবার সরাসরি গিয়ে পড়েছে ছবিটার মধ্যের ভদ্রমহিলার মুখের ওপর। যিনি ছবিটা এঁকেছিলেন আশ্চর্য দক্ষ শিল্পী ছিলেন। এত ঝুল ধুলোর মধ্যেও কী প্রাণবন্ত লাগছে মুখটা। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। ভীষণ করুণ মুখটা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে মনে হচ্ছে কিছু যেন বলতে চাইছে ওই মুখটা।

ছবিটাকে ছেড়ে এবার অন্যান্য ঘরগুলো দেখতে পা বাড়াল দেবরাজ। বসার ঘরটার একদিক দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। তার পাশে একটা ঘর। ঘরটায় ঢুকতে গিয়েই মুখে মাকড়সার ঝুল ভর্তি হয়ে গেল দেবরাজের। ঘরটাকে দেখে মনে হল রান্নাঘর। ভেতরে আর ঢুকল না দেবরাজ। উল্টোদিকের ঘরগুলো দেখতে এগিয়ে গেল। সেখানে পাশাপশি দুটো দরজা। একটায় তালা দেওয়া, অন্যটা খোলা। খোলা দরজাটা আস্তে করে ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরটা খুব একটা বড় নয়। একটা দুজনের বসার কাউচ, একটা কাচের পাল্লা খোলা আলমারি আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর একটা পুরোনো দিনের দম দেওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড প্লেয়ার। কাচের আলমারির মধ্যে রয়েছে অনেক দিনের পুরোনো বেশ কিছু গ্রামোফোন রেকর্ড।

দেবরাজের আবার মনে পড়ে গেল একটু আগে চায়ের দোকানে শোনা কথাগুলো, "চোর ডাকাতেও কোনোদিন ভেতরে ঢোকেনি। শুনেছি, ভেতরকার জিনিস যেমন সব তেমনই আছে। একটা উই পর্যন্ত কাটেনি।" কথাটা মনে হচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সেদিন নিলয় প্রেস কনফারেন্সে বলছিল, "মায়া ভিলার মধ্যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজে", চায়ের দোকানের লোকগুলোও বলেছিল, ইংরেজি গান শোনা যায়, সেটা কি এই গ্রামোফোন থেকেই বাজে? লোকে কোনোদিন জানার চেষ্টা করেনি? লোকের সত্যিই আশ্চর্য এক ভীতি আছে এই বাড়িটা নিয়ে, সেটা আসার সময় চায়ের

BanglaBook.org

দোকানটাতেই বুঝেছে। তবে এটা নিয়ে 'এই সপ্তাহ'র' জন্য শেষ আর্টিক্‌লটা লিখতে গেলে, বাড়িটা সম্পর্কে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে গেলে, নিজেকেও সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। বুঝতে হবে কেন বছরের পর বছর ধরে এই বাড়িটার ভেতর সব কিছু একইরকম আছে, জানতে হবে কী এর আসল রহস্যময় ইতিহাস। সন্দেহ নেই, একবার সিনেমার শ্যুটিং আরম্ভ হয়ে গেলে ভেতরের এই সাজানো জিনিসগুলো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এই কৌতূহল নিয়েই পাল্লা খোলা আলমারিটার ভেতর থেকে কয়েকটা রেকর্ড বার করে আলগোছে দেখল দেবরাজ। সব ইংরেজি গানের রেকর্ড। জর্জ ফর্মবি, গ্লেন মিলার, অ্যান্ড্রুজ সিস্টার, গ্রেসি ফিল্ডস এসব শিল্পীর নামই শোনেনি দেবরাজ। দম দিলে কি এখনও গ্রামোফোনটা বাজবে? একটা কৌতূহল হল দেবরাজের। গ্লেন মিলারের একটা রেকর্ডের খাপ থেকে রেকর্ডটা বার করতে গিয়ে একটা পুরোনো ছবি বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। ছবিটা তুলে দেখতে গিয়েই অসম্ভব চমকে উঠল দেবরাজ। না, চিনতে একটুও ভুল হচ্ছে না। এই ছবিটা মায়ার। সেই চোখ, যে চোখকে এখনও রাত্রিবেলায় পাশবালিশ আঁকড়িয়ে শুয়ে চোখবন্ধ করে দেখতে পায়।

এই প্রথম দেবরাজের বিশ্বাস হল, এখানে কিছু একটা প্যারানর্মাল রহস্য আছে। এই রহস্য জানতে গেলে চাই সাহস। ছবিটা পকেটে রেখে দেবরাজ খাপ থেকে বের করা রেকর্ডটা গ্রামোফোনটার টার্ন টেবিলের ওপর রেখে দম দেওয়ার হাতলটা অল্প অল্প করে ঘোরাতে লাগল। তারপর আর্মটা রেকর্ডের ওপর বসাল। গ্রামোফোনটা কিন্তু চলল না। এমন সময় ঠিক মাথার ওপর দোতলায় একটা পায়ে চলার আওয়াজ পেয়ে আবার চমকে উঠল। এই বাড়িতে এখন কে আছে? কোনও মানুষ না আত্মা? ঘরটার থেকে বেরিয়ে এক বোধহীন আকর্ষণে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল দেবরাজ।

BanglaBook.org

ছয়

সুধন্য চৌধুরী বেরিয়েছিলেন ব্যাংকের কাজে। বাড়ির একতলায় 'এই সপ্তাহ'র অফিসে ফিরতেই দেখলেন রিংকির মুখটা খুব উদ্বিগ্ন। ফ্যানটা ফুল স্পিড করে চেয়ারে বসতে বসতে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"তোমাকে সকাল থেকে দেবরাজ কোনও ফোন, হোয়াটস অ্যাপ বা এসএমএস করেছে বাবা?"

সুধন্যবাবু মাথা নাড়লেন, "না। কালকে তো ও বলে গেল ও সকাল সকাল বেরিয়ে ওই মায়া ভিলায় যাবে। ফিরতে দেরি হবে। তবে যত রাত্রেই হোক, বলেছে একবার এই অফিসে এসে সব বলে যাবে। এখন তো মোটে বেলা দেড়টা।"

রিংকি মাথা ঝাঁকাল, "তা নয় বাবা। আমি অনেকক্ষণ থেকে দেবরাজকে মোবাইলে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিছুতেই পাচ্ছি না। ওর পিজি রুমমেটকেও ফোন করেছিলাম। ছেলেটা বলল দেবরাজ সকাল আটটা নাগাদ বাইক নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। হোয়াটস অ্যাপে দেখছি ওকে শেষ দেখা গিয়েছে ১০টা ৫৩তে।"

সুধন্যবাবু নিজের মোবাইল থেকে দেবরাজকে একটা ফোন করলেন। কিছুক্ষণ কিঁক কিঁক করে আওয়াজ হওয়ার পর ও প্রান্ত থেকে একটা গলা

BanglaBook.org

পেলেন, "দ্য সাবস্ক্রাইবার ইজ নট রিচেবল।" অল্প নিশ্চিন্ত লাগল সুধন্যবাবুর মুখটা।

"কী হল বাবা?"

"নট রিচেবেল বলছে, স্যুইচড অফ নয়।"

"তো?"

"দ্যাখ, দেবরাজ নিজের বাইকে গিয়েছে। সুতরাং মোবাইলটা পকেটমার হওয়ার চান্স নেই। ঈশ্বর না করুন, পথে যদি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হত দেবরাজের ব্যাগে এমারজেন্সি নম্বর হিসেবে আমার মোবাইল নম্বরটা আছে। সবচেয়ে বড় কথা মোবাইলটা সুইচ অফ বলছে না, নট রিচেবেল বলছে। দুটোর মধ্যে একটা টেকনিক্যাল তফাত আছে। মোবাইলটা নিয়ারেস্ট টাওয়ারে রেজিস্টার্ড আছে, কিন্তু সিগন্যাল স্ট্রেন্থ্ নেই। চিন্তা করিস না। ওই মায়া ভিলাটা হয়তো এমন একটা জায়গায়, যেটা নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার বাইরে।"

রিংকি একটু ছটফট করে উঠল, "সেটাই তো চিন্তার কথা বাবা। তাই ওকে বারবার ফোন করার চেষ্টা করছি। জায়গাটা গণ্ডগোলের বাবা। দেবরাজকে ফোনে ধরতে পারলে বলতাম, দরকার নেই। ফিরে আয়। জানোই তো ও কীরকম কাজ পাগল ছেলে। একে ভয়ডর কিছু নেই, তার ওপর একবার কাজে নেমে পড়লে ওর কিছু খেয়াল থাকে না।"

সুধন্যবাবু ভুরু কোঁচকালেন, "গণ্ডগোলের জায়গা মানে? আমরা তো শুনেছিলাম ভূতের বাড়ি। তুই তো জানিস, এসব আমি বিশ্বাস করি না। আর অন্য কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি?"

রিংকি জানে বাবা বিজ্ঞানমনস্ক। ভূতপ্রেত অলৌকিক এসব একদম বিশ্বাস করে না। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না বলেই যে তার অস্তিত্ব নেই এরকমও তো নয়। তাছাড়া আজ যে খবরগুলো জোগাড় করতে পেরেছে সেটাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। একটু দম নিয়ে সুধন্যবাবুকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা শুরু করল, "আমি একেবারে পাকা কিছু খবর পেয়েছি বাবা। খবরটা পাওয়ার পর থেকে দেবরাজের জন্য খুব অস্বস্তি আর চিন্তা হচ্ছে।"

"কী খবর শুনি?"

"তোমার মনে আছে দেবরাজ সেদিন ঈশা সেনের কথা বলেছিল?

BanglaBook.org

প্রেস কনফারেন্সে গিয়েছিল।"

"মনে আছে। মেয়েটার লেখার হাতটা বেশ ভালো। মনগড়া লেখে না, পড়াশোনা করে লেখে।"

"আগে কথাটা শোনো বাবা। আমার খবরটা বিদিশার কাছে শোনা। বিদিশা ঈশার সঙ্গে একই নিউজ ডেস্কে কাজ করে।"

"বিদিশা মানে তোর কলেজের সেই বন্ধু?"

"হ্যাঁ, একটা কৌতূহল নিয়েই বিদিশাকে ট্যাপ করেছিলাম। মনে আছে, দেবরাজ বলেছিল মায়া ভিলা নিয়ে ঈশার এক রিপোর্ট গত শুক্রবার বেরোনোর কথা ছিল? কিন্তু দেখা গেল চারটে সাদামাটা লাইন আর একটা ছবি ছাড়া ঈশার রিপোর্টে আর কিছুই বেরোয়নি। আমারও মনে হয়েছিল দেবরাজ যাই বুঝে আসুক, আসল ঘটনাটায় কোনও সারবত্তা নেই। আমিও চাই না আমাদের 'এই সপ্তাহে'র লাস্ট এডিশনে কোনও ভুলভাল খবর বেরোক। কিন্তু বিদিশার কাছ থেকে যা জানতে পারলাম তা মারাত্মক।"

সুধন্যবাবু এবার নড়েচড়ে বসলেন, "কী?"

"তুমি তো জানতেই মায়া ভিলার গল্পটা লিখতে শুরু করেছিলেন অসীম ব্যানার্জ্জী। তারপরে উনি উন্মাদ হয়ে এখন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। উন্মাদ হওয়ার কারণটার সঙ্গে নাকি ওই মায়া ভিলাকে নিয়ে লিখতে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি উনি বেলেঘাটা লেকের কাছে 'নিবেদিতা মানসিক আরোগ্যনিকেতন'এ ডক্টর প্রসূন গোস্বামীর আন্ডারে ভর্তি আছেন। কিন্তু এর পরের ব্যাপারটা বোধহয় তোমার জানা নেই। মনে আছে, তুমি সেদিন দেবরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে গল্পটা শেষ পর্যন্ত কে লিখেছে? দেবরাজ বলেছিল, 'সিনেমাটার ডাইরেক্টর, নিলয়।' কিন্তু গল্পটা অসীম ব্যানার্জ্জীর পর আরেকজনকে দিয়ে সৈকত সান্যাল লেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার নাম রমেন পোদ্দার। এটা ঈশা সেন বার করেছে। রহস্যটা হচ্ছে, এই রমেন পোদ্দার এখন নিখোঁজ।"

"নিখোঁজ? কবে থেকে?"

"সেটা শুনে দেবরাজের জন্য আমার চিন্তাটা আরও বেড়ে গিয়েছে। রমেন পোদ্দার সৈকত সান্যালের প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্যামল বড়ুয়ার

BanglaBook.org

সঙ্গে মায়া ভিলায় গিয়েছিলেন গল্পের অনুভূতিটা পেতে। সেদিন খুব বৃষ্টি বাদলা ছিল। রমেন পোদ্দার নাকি খুব সাহসী মানুষ। যখন বৃষ্টি বেড়ে সন্ধে রাত্রির দিকে গড়াচ্ছিল শ্যামল বড়ুয়া আর ওই জায়গাটায় থাকতে চায়নি। কিন্তু রমেন পোদ্দার জোর করে থেকে গিয়েছিলেন। ইনফ্যাক্ট সেই রাত্রির পর থেকেই নাকি রমেন বড়ুয়ার কোনও খোঁজ নেই। মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না।"

সুধন্যবাবু চোখটা বন্ধ করে নিজের মনে চিন্তা করে নিচু গলায় বলতে থাকলেন, "স্ট্রেঞ্জ! একটা জলজ্যান্ত লোক নিখোঁজ হয়ে গেল? বড় খবর। এটা তো তাহলে সিনেমার প্রোপাগান্ডা নয়। সৈকত সান্যাল তাহলে সেদিন বলত। কিন্তু সৈকত সান্যাল এটা নিয়ে কিছু বলছে না। কেন?" তারপর চোখটা খুলে একটু ঝুঁকে রিংকিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বিদিশা খবরটা ঠিকঠাক দিয়েছে তো?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাবা। বিদিশার সঙ্গে সেই কলেজ থেকে আমার একদম অন্যরকম রিলেশন। ইনফ্যাক্ট ঈশা সেন খোঁজখবর করার জন্য শ্যামল বড়ুয়াকে ওদের অফিসে ডেকেছিল। ওরা যখন কথা বলছিল তখন কিছুটা সময় বিদিশা পাশেই ছিল। নিজের কানে শুনেছে। কী ভৌতিক রহস্য জানি না বাবা। কিন্তু দেবরাজের জন্য ভয়টা হচ্ছেই।"

"দাঁড়া, একবার কুশলকে ফোন করে দেখি যদি টাওয়ারের লোকেশনটা পাওয়া যায়।"

লালবাজারে ইন্সপেক্টর কুশল মিত্র সুধন্যবাবুর বন্ধুর ছেলে। সুধন্যবাবুকে বেশ শ্রদ্ধাও করে, ছোটখাটো দরকারে সাহায্যও করে। কিন্তু কুশল মিত্রকে মোবাইলে ফোন করতেই কুশল চাপা গলায় বলল, "ডিআইজির সঙ্গে একটা তদন্তে আছি কাকু। ফ্রি হলেই আপনাকে রিংব্যাক করছি।"

আর কোনও কথা বলার সুযোগ না পেয়ে ফোনটা ছেড়ে একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে সুধন্যবাবু বললেন, "অনেক হিসেব মিলে যাচ্ছে আবার কিছু হিসেব মিলছে না।"

"কী বাবা?" রিংকি জানতে চাইল।

"এক, ঈশা সেনের রিপোর্টটা কেন সেদিন চার লাইনের বেশি হয়নি।

BanglaBook.org

তার কারণ হয়তো ঈশা সেন নিজে ব্যাপারটা নিয়ে পাকা সাংবাদিকের মতো আরও খোঁজ খবর করবে। নিশ্চয়ই নিজেও মায়া ভিলায় গিয়ে নিজের চোখে সব দেখে খোঁজখবর করে আসবে। তারপর লিখবে। পেজ থ্রির জন্য নয়, পেজ ওয়ানের জন্য রিপোর্টটা লিখবে। দুই, সৈকত সান্যাল কেন রমেন পোদ্দারের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ইচ্ছে করে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছেন? অন্তর্ধানের ব্যাপারটাও হয়তো কাকতালীয়। কিন্তু কেউ কেউ এর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারে। বিশেষ করে অসীম ব্যানার্জির কেসটার মতো। সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলীরাও মানুষ। তাদেরও মনে ভয়, কুসংস্কার আছে। এসব শুনে তারা কেউ কেউ এই কাজটা আর নাও করতে চাইতে পারে।"

"তুমি তাহলে এখনও বিশ্বাস করছ না যে ব্যাপারটা প্যারানর্মাল?"

সুধন্যবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "জ্যামিতিতে একটা খুব ফান্ডামেন্টাল থিয়োরি আছে। একটা রেখা যদি তিনটে বিন্দুকে ছুঁয়ে যেতে পারে তাহলে সেটা সরলরেখা হবেই। অসীম ব্যানার্জি, রমেন পোদ্দারের পর আরও যদি একই রকম ঘটনার রেখা আরেকজনকে ছুঁতে পারে তাহলে আমি বিশ্বাস করব যে তুই যেটা ভাবছিস সেটা সত্যি।"

"আর তোমার কোন্ হিসাব মিলছে না?"

সুধন্যবাবু ঠিক পরিষ্কার করে ভাঙলেন না, "সেটা আরেকটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। আরেকটু দেখি। চারটের মধ্যে দেবরাজের কোনও ফোন না পেলে আমাকে যেতে হবে মায়া ভিলায়।"

রিংকি একটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি রাত্রে গিয়ে পৌঁছবে ওই জায়গাটায়?"

"কোনও উপায় নেই। আফটার অল দেবরাজ অফিশিয়াল কাজে গিয়েছে। সম্পাদক হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে। আর তুইও থাকবি আমার সঙ্গে। ড্রাইভারও থাকবে।"

"কিন্তু তাহলে আমরা দু ঘণ্টাই বা দেরি করছি কেন? এখনই রওনা দিয়ে দিই। মাঝপথে দেবরাজের ফোন পেয়ে গেলে না হয় ফিরে আসব।"

"দুজনের আসার কথা আছে। অনেক আগের থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছেন। একটু আগেও ফোন করে রিকনফার্ম করলেন। এখন আর

BanglaBook.org

লাস্ট মোমেন্টে ক্যানসেল করা খুব খারাপ দেখায়। এইটুকু সময় অপেক্ষা করতেই হবে।"

"আচ্ছা বাবা, শ্যামল বড়ুয়াকেও সঙ্গে যাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করলে হয় না? তুমি যদি সৈকত সান্যালকে বলো। যদিও দেবরাজ হোয়্যাটস অ্যাপে সব ইনফর্মেশন আমাকে দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্যামল বড়ুয়া হয়তো আরও কিছু জানে।"

"সৈকত সান্যাল যখন এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি, এই অনুরোধটা আমি করতে পারব না।"

"শ্যামল বড়ুয়াকে সরাসরি রিকোয়েস্ট করে দেখব? দেবরাজ ওর প্যাডে শ্যামল বড়ুয়ার নম্বরটা লিখে গিয়েছে।"

"লাভ নেই। আমরা বড় কাগজ নই। ঈশা, বিদিশারা রিকোয়েস্ট করলে হয়তো ও যেত। কিন্তু আমরা করলে যাবে না। বিশেষত এখনই হুট করে যদি যেতে বলি। একটা বরং কাজ করতে পারিস। ডক্টর প্রসূন গোস্বামীর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ অসীম ব্যানার্জির সম্পর্কে যদি কিছু জানতে পারিস। ফোনে হবে না। বেলেঘাটাতো কাছেই। হাতে ঘণ্টা দুয়েক যেটুকু সময় আছে চট করে একবার ওখানে ঘুরে খোঁজখবর করে আসতে পারিস। হয়তো কাজে লাগবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

দোতলা থেকে পায়ের আওয়াজটা থেমে গিয়েছে। তার বদলে একটা অদ্ভুত পাখির ডাক আসছে ওপর থেকে। ডাকটা অনেকটা ঘুঘুর ডাকের মতো। মায়া ভিলায় আসার পর থেকে এই প্রথম কোনও প্রাণীর ডাক শুনল দেবরাজ। আশ্চর্য নিঝুম জায়গাটা। বাইরে একটা পাতা নড়ার আওয়াজও নেই। দেবরাজ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল। সিঁড়িটা অন্ধকার। দোতলার সিঁড়ির আধখোলা দরজা থেকে হালকা একটা আলোর আভাসে চোখটা সইয়ে নিল দেবরাজ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজের জুতোর আওয়াজ শুনতেই গা ছমছম করতে লাগল। অর্ধেকটা সিঁড়ি উঠতেই পাখির ডাকটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার সেই অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতাটা ফিরে এল। তার মধ্যেই নিচের থেকে একটা আওয়াজ পেল। খানিকটা কাগজ দুমড়ে মচকানোর আওয়াজ। চোখটা ফেরাতেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

একটা বাচ্চা মেয়ে সেই পুতুলটা হাতে চট করে সিঁড়ির মুখটা থেকে সরে গিয়ে সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে ঢুকে গেল। চোখ পড়ল একতলার সেন্টার টেবিলটার ওপর। সেন্টার টেবিলের ওপর খবরের কাগজ, পুতুল কিছু নেই। চোয়াল শক্ত করে আরেকটু শ্লথ গতিতে বাকি সিঁড়িগুলো উঠল দেবরাজ।

দোতলার সিঁড়ির দরজাটা শেষ হয়েছে একটা মাঝারি মাপের ঘরে।

BanglaBook.org

ঘরটার মধ্যে একটা বন্ধ আলমারি আর একটা বড় গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই। ডান দিকের দেওয়ালে একটা দরজা। পায়ে পায়ে সেই দরজাটার কাছে এগিয়ে এসে ভেতরের আরেকটা বড় ঘরের দিকে চোখ পড়তেই বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল দেবরাজের।

ঘরের এক প্রান্তে একটা জানলার দিকে মুখ করে একটা ইজি চেয়ারে বসে আছে একটা মেয়ে। তার লম্বা সিল্কের মতো চুলগুলো এলিয়ে আছে চেয়ারের পেছনে। হঠাৎ করে ভয় পেয়ে দেবরাজ হাতের কাছে একটা চেয়ারকে ধরতে গিয়ে চেয়ারটা নড়ে গিয়ে একটা আওয়াজ হল। সেই আওয়াজে মেয়েটাও ভীষণ চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেবরাজের দিকে ফিরে তাকিয়ে খুব অবাক গলায় বলল, "তুমি!"

মেয়েটাকে দেখে অবাক হল দেবরাজও। ঈশা সেন। যাক, পরিচিত একটা মানুষকে দেখতে পেয়ে আচমকা ভয় পেয়ে বুকের বেড়ে যাওয়া ধুকপুকানিটা কমল। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "উফ! কল্পনাও করতে পারিনি, এরকম একটা বাড়িতে দোতলায় একটা ঘরে তুমি একা একা এভাবে বসে থাকবে।"

ঈশার চোখটা কুঁচকে গেল, "মানে?"

"তোমার সত্যিকারের সাহস আছে। আমার নিচেরতলা পর্যন্ত সাহসটা ছিল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় সত্যিই বুকের ভেতরটা কীরকম করছিল। আরেকটা বাচ্চা মেয়ে..." কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল দেবরাজ। ভয় পেয়ে থাকলে মন অনেক সময় ভুল দেখে। ঈশা বড় কাগজের সাংবাদিক। এসব কথা হয়তো বিশ্বস করবে না।

ঈশা একদৃষ্টিতে দেবরাজের মুখের দিতে তাকিয়ে আছে। ভ্রূকুটিটা যাচ্ছে না। দেবরাজকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ফিরে এলে কেন?"

দেবরাজ প্রশ্নটার ঠিক মানে বুঝে উঠতে না পেরে বলল, "ফিরে এলাম মানে? আমি আবার আগে এসেছিলাম নাকি?"

"ইয়ার্কি মেরে আমাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা কোরো না দেবরাজ। আমরা কিন্তু বন্ধু নই। দুজন সাংবাদিক। যে যার নিজের কাগজের জন্য কাজ করতে এসেছি। তোমার সঙ্গে হয়তো আমার অনেক তর্ক হল। মায়া

BanglaBook.org

ভিলা নিয়ে তোমার আর আমার থিয়োরি আলাদা। কিন্তু তাই বলে তুমি ফিরে এসে যদি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করো সেটা একেবারে আনএথিক্যাল। ইনফ্যাক্ট তুমি আরও আনএথিক্যাল কাজ করেছ।"

দেবরাজ হতভম্ব হয়ে বলল, "তোমার একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না। আমি এখানে এসেছি বড়জোর কুড়ি মিনিট আগে। এগারোটার একটু আগে। নিচের ঘরগুলো ঘুরে ওপরে এসে তোমাকে দেখে নিজেই খুব জোর চমকে গিয়েছি।"

ঈশার মুখটা কঠিন হল, "এত মিথ্যে বলে তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছ দেবরাজ? যাতে আমি আর কোনও ইনভেস্টিগেশন না করে চলে যাই, তাইতো? যাতে মায়া ভিলার আসল গল্প শুধু তোমার কাগজ 'এই সপ্তাহ'তে বেরোয়? এটা ভালো সাংবাদিকতার লক্ষণ নয়।"

দেবরাজও এবার অল্প মেজাজ হারাল, "তুমি সমানে আমাকে দোষারোপ করে যাচ্ছ। আমিও পাল্টা বলতে পারি, তুমিও আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ। তাই ওভাবে বসেছিলে।"

"ইন দ্যাট কেস, আমি কী করে জানব তুমি ওপরে আসছ?"

"খুব সোজা ঈশা। তুমি দোতলার জানলা দিয়ে দেখেছ যে আমি বাইকে করে এসেছি। বাইরে গাছের তলায় আমার বাইকটা স্ট্যান্ড করা আছে। তারপর তুমি ইচ্ছে করে দোতলায় এই ঘরে আওয়াজ করে হাঁটাহাঁটি করেছ, যাতে একতলা থেকে আমি মাথার ওপর তোমার জুতোর আওয়াজটা পাই। সেই শব্দের সন্ধানে আমি দোতলায় উঠে আসি। তাই তুমি জানলার দিকে মুখ করে দরজার দিকে পেছন করে বসেছিলে। হরর ফিল্মে যেরকম দেখায়। যাতে আমি তোমাকে পেছন দিক থেকে দেখে চমকে উঠে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই।"

ঈশা গলা চড়াল, "বাজে কথা বলো না দেবরাজ। আমি এখানে এসেছি এক ঘণ্টা আগে। ১০টা ১০ নাগাদ। তখন নিচের সদর দরজাটা খুলেই ভেতরে তোমাকে দেখে ধড়াস করে চমকে উঠেছিলাম।"

"আমাকে? এক ঘণ্টা আগে? বেশ বলো তাহলে, তুমি আমাকে ভেতরে কোথায় দেখেছিলে?"

"নিচের হলঘরটায়। দেওয়ালে একটা বড় অয়েল পেন্টিং আছে। তুমি

BanglaBook.org

তোমার মোবাইলে পেইন্টিংটার ছবি তুলছিলে। তার পর ছবি তুলে আমাকে দেখিয়ে বললে...”

ঈশাকে থামিয়ে দিয়ে দেবরাজ বলল, “ওয়ান্ডারফুল! তাহলে আমি এই বাড়িটায় ঢোকার পর থেকেই তুমি আমাকে ফলো করছ।”

“আমার কোনও দায় নেই দেবরাজ তোমাকে ফলো করার। তোমাকে আমি কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বলে ‘স্যরি’ বলেছিলাম, সেটাই আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার কাগজটা ‘ডেইলি।’ দৈনিক, সাপ্তাহিক নয়। আমি এক সপ্তাহ সময় পাই না একটা রিপোর্ট তৈরি করতে। আমার হাতে সময় কম আর সেই সময়টা খুব দামি। কালকের ফার্স্ট পেজে তিন কলাম জুড়ে থাকবে এই মায়া ভিলা।”

বড় কাগজে কাজ করে বলে মেয়েটা তো আচ্ছা দাম্ভিক। বড় কাগজে কাজ করে বলে সময় নিয়েই বড়াই করছে, আবার ছলচাতুরিও করছে। দেবরাজ হাতটা অল্প তুলে বলল, “ওয়ান মিনিট! তুমি বললে আমি আমার মোবাইলে ছবি তুলে তোমাকে দেখিয়েছিলাম?”

“অফকোর্স দেখিয়েছিলে। দেখিয়ে বলেছিলে, এই ছবিটা যেন অদ্ভুত কিছুর ইঙ্গিত করছে।”

“ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফর্মেশন, হলঘরে পেইন্টিংটার একটা ছবি আমি তোলার চেষ্টা করেছিলাম ঠিকই। সেটা এক ঘণ্টা আগে নয়, কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ছবিটা তুলতেই পারিনি। তার আগেই আমার মোবাইলটা হ্যাং করে গিয়েছিল। কাজেই, তোমাকে আমি কোনও ছবি দেখাতেই পারি না।”

“হতেই পারে না”, ঈশা জোর দিয়ে বলল, “তোমার মোবাইলটা চেক করে দেখ দেবরাজ। অবশ্য ছবিটা যদি তুমি ডিলিট না করে দিয়ে থাকো।”

দেবরাজ আর কথা না বাড়িয়ে মোবাইলের পিকচার গ্যালারিটা খুলল। আশ্চর্য! শেষ তোলা ছবিটাই ওই অয়েল পেইন্টিংয়ের। তাহলে মোবাইলটা হ্যাং করে যাওয়ার আগে ছবিটা কি উঠে গিয়েছিল? কিন্তু ছবিটা একটু অন্যরকম লাগছে। সেটা কী করে সম্ভব। পরিষ্কার মনে আছে, ছবিটা তুলতে যাওয়ার সময় একটা জানলার ফুটো দিয়ে সূর্যের রশ্মি ঢুকে

BanglaBook.org

স্পট লাইটের মতো পড়েছিল ছবিটার মধ্যের ভদ্রমহিলার মুখের ওপর। কিন্তু মোবাইলের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সেই আলোটা পড়ছে পেন্টিংটার পুরুষের মুখের ওপর। ভীষণ রাগী সেই মুখটা। চোখটার দিকে চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হচ্ছে। আর সত্যিই ছবিটার টাইম স্ট্যাম্প বলছে ছবিটা ১০টা ১৩ মিনিটে তোলা। দেবরাজের স্পষ্ট মনে আছে ওই সময়টায় দেবরাজ ডায়মন্ড হারবার রোডে ছিল। এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না দেবরাজ। মোবাইলটা পকেটে রেখে ঈশার দিকে তাকাল। ঈশার ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসি। যেন বলতে চাইছে, তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ দেবরাজ। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

"তারপর?" আনমনেই মুখের থেকে বেরিয়ে গেল দেবরাজের।

"আরও শুনতে চাও? তারপর তুমি বললে চলো, বাকি ঘরগুলোতে কী আছে দেখি। আমরা দুজনে প্রথমে একটা ঘরের দিকে এগোলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তুমি ভেতর থেকে ঘুরে এসে বললে রান্নাঘর। তারপর উল্টোদিকের ঘরগুলো দেখতে গেলাম। পাশাপাশি দুটো দরজা। একটায় তালা দেওয়া, অন্যটা খোলা। তালাটা কম্বিনেশন লকের। তুমি অনেকগুলো নম্বরের কম্বিনেশন ট্রাই করলে কিন্তু কিছুই হল না। তখন আমরা পাশের ঘরটায় ঢুকলাম। ঘরটায় একটা কাচের পাল্লা খোলা আলমারি আর একটা টেবিলের ওপর একটা দম দেওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড প্লেয়ার ছিল। কাচের আলমারির বেশ কিছু পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। আলমারিটার ভেতর থেকে একটা গ্লেন মিলারের রেকর্ড বার করে গ্রামোফোনটার ওপর চাপালে। আমি তোমাকে বললাম, এতদিনের পুরোনো গ্রামোফোন, বাজবে না। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলে। তারপর গ্রামোফোনটায় দম দিলে।"

দেবরাজ হাত তুলে ঈশাকে থামাল।

"ওয়ান্ডারফুল! এইবার সত্যিই একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল। তুমি লুকিয়ে আমাকে ফলো করছিলে।"

ঈশা চোখটা কুঁচকে বলে উঠল, "কেন?"

"কারণ, একটা জিনিস তোমার চোখে পড়েনি। আমি যখন রেকর্ডটা বার করছিলাম, তখন একটা ছবি রেকর্ড এর খাপ থেকে মাটিতে পড়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। সেটা তুমি দেখতে পাওনি।"

ভুরু কুঁচকে ঈশা বলল, "কার ছবি?"

দেবরাজ পকেট থেকে সাদাকালো ছবিটা বার করে ঈশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "মায়ার।"

দেবরাজের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে একঝলক দেখেই ঈশা হেসে উঠল, "এটা মায়ার ছবি? এটা তো বিদিশার ছবি। আমার সঙ্গে একই ডেস্কে বসে। আমাদের চিফ ফটোগ্রাফার নির্মলদা ছবিটা তুলে দিয়েছিলেন। বিদিশার ফেসবুক প্রোফাইলে আছে ছবিটা। তুমি কী করে পেলে?"

"যেভাবে তুমি আমাকে ভয় দেখানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলে?"

"ডোন্ট লাই। চেনো নাকি বিদিশাকে? কোথায় আলাপ? ফেসবুকে না নাইট ক্লাবে?"

দেবরাজের কাছে অনেককিছু পরিষ্কার হতে গিয়েও হচ্ছে না। বলল, "তোমার বাকি গল্পটা শেষ কর। আমি তারপর গ্রামোফোনটায় দম দিলাম। তারপর কী বলবে? গানটা বাজতে আরম্ভ করল।"

"সত্যি আমি ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন কিছুক্ষণ খ্যাসখ্যাস আওয়াজ করে গানটা বাজতে আরম্ভ করল।"

ঈশা গানটা গাইতে আরম্ভ করল,

এভরি নাইট অ্যাট এইট ইউ উইল ফাইন্ড মি
ওয়েটিং ফর আ বাস টু টেক মি ক্রসটাউন
সামওয়ান আই অ্যাডোর ইজ ওয়েটিং ফর মি
বাই দ্য ডোরওয়ে ওভার ক্রসটাউন

যদিও এই গানটা আগে কোনওদিন শোনেনি দেবরাজ কিন্তু বুঝতে পারল ঈশার গানের গলাটা বেশ ভালো, মিষ্টি সুরেলা। কিন্তু সেই গান তারিফ করার চেয়েও দেবরাজের মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। ঈশা কি সত্যিই চুপিচুপি খেয়াল রেখেছিল ও কি করছে আর বাকিটা বানিয়ে বানিয়ে বলছে? গান গেয়ে নিজেকে আরও রহস্যময়ী করে তুলছে? নিজেই যুক্তি খুঁজে পেল না। সব মিলিয়ে মায়া ভিলায় কিছু একটা রহস্য আছে, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। গানটা শেষ করে ঈশা একটা গভীর দৃষ্টিতে দেবরাজের দিকে

BanglaBook.org

তাকাতেই অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে, "তারপর?"

"তারপরই তো তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধল দেবরাজ। আমি বললাম, এখানে জিনিসপত্তরগুলো যেমন আছে সেইরকমই থাকা উচিত। ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। তুমি বললে, নিশ্চয়ই উচিত। মায়া ভিলার রহস্য জানতে হলে এখানকার প্রত্যেকটা জিনিস ঘেঁটে দেখা উচিত। অহেতুক ভীষণ রেগে উঠলে তুমি। তারপর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলে। আমি ওপরটা দেখতে এলাম আর এই এখন আবার ফিরে এসে আমাকে বলছ, এর আগে এই বাড়িটায় তুমি আসোইনি।"

দেবরাজ বুঝতে পারল ঈশাকে বুঝিয়ে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে এই বাড়িতে দোতলায় এই ঘরটায় আসার আগে ওর সঙ্গে ঈশার দেখা হয়নি। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় ঈশাকে প্রশ্ন করল, "তুমি প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে বিশ্বাস করো?"

ঈশা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সাংবাদিক হিসেবে আমি ওপেন মাইন্ডেড। সেদিন প্রেস কনফারেন্সে কেউ গল্পটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। তবে তুমি একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছিলে। 'সিনেমাটা শেষ পর্যন্ত কি ভৌতিক না দেশপ্রেমের?' তবে তার চেয়েও জরুরি প্রশ্ন, এরা সিনেমায় সত্যি গল্প বলে যেটা ক্লেইম করছে, সেটা সত্যিই কতটা সত্যি?"

দেবরাজ আনমনে বলল, "আচ্ছা ঈশা, তুমি যে আমাকে দেখেছ বলছ, সেটা কি সত্যিই আমি ছিলাম?"

"নিজের ওপর কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলছ?"

নিজের মাথার চুলগুলো খামচিয়ে ধরে দেবরাজ বলল, "জানি না ঈশা। আচ্ছা, তুমি নিচের হলঘরে সেন্টার টেবিলটার ওপর কোনও পুতুল দেখেছ? বা কোনও বাচ্চা মেয়েকে?"

ঈশা নাথা নাড়ল, "কই, না তো? সেন্টার টেবিলটার ওপর একটা খবরের কাগজে কিছু একটা ঢাকা ছিল। সেটা অবশ্য তুলে দেখিনি। তুমি তো জানো এখানকার জিনিস যেমন আছে আমি তেমনই থাকা উচিত বলে মনে করি। অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করি না।"

"ঠিক জানি না।" দেবরাজ আনমনা গলায় বলতে লাগল, "মনের ভুল হতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখছি।

BanglaBook.org

আসলে এরকম পরিস্থিতিতে অনেক সময় 'হ্যালুসিনেশন' হতে পারে। মায়া বিদিশা সব কিরকম গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"কাম অন দেবরাজ। আমরা এখানে একটা কাজে এসেছি। কাজে ফিরি। আজ কাজের শেষে যখন এই মায়া ভিলা থেকে বেরোব, তখন জীবনে একটা কনক্লুশন নিয়ে বেরোবো। প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি আছে কি নেই, এখানকার স্থানীয় লোকেরা সত্যিকথা বলে না একটা মিথ্যেকে বছরের পর বছর বিশ্বাস করে আছে। সৈকত সান্যালরা 'সত্যি ঘটনা অবলম্বনে' যে সিনেমাটা করতে চলেছেন, সেটা সত্যিই সত্যি ঘটনা অবলম্বনে কিনা। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও একটা জিনিস এখন পছন্দ হচ্ছে না।"

"কী?"

"এখানে সিনেমার শ্যুটিং হোক।"

"কেন?"

"এরা ঢাকঢোল পিটিয়ে যেটা সত্যি গল্প বলছে সেটা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে সেটা দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। আগে সত্যিটা জানা হোক, তারপরে সিনেমার শ্যুটিং।"

"তুমি এই কথাটা অনেকবার বললে। তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"তোমার ভেতর একটা ফিলিং হচ্ছে না দেবরাজ? ভীষণ গভীর একটা অনুভূতি। এই যে তুমি এতক্ষণ মায়া ভিলায় আছ, মনে হচ্ছে না যে কেউ যেন সত্যি গল্পটা বলতে চাইছে। কিন্তু সে কিছুতেই কমিউনিকেট করতে পারছে না। যতক্ষণ না এই কমিউনিকেশনটা হচ্ছে, ততক্ষণ শ্যুটিংটা বন্ধ থাকা উচিত।"

দেবরাজ ম্লান হাসল, "সেটা তুমি ব্যক্তিগতভাবে চাইলেও এখন আর আটকাতে পারবে না। কারণ শ্যুটিং এর দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

ঈশার চোখটা অল্প দপ করে জ্বলে উঠল, "পারব দেবরাজ। যদি তোমার আর আমার রিপোর্ট এক হয়।"

"কীভাবে?"

"যদি আমরা দুজনেই লিখি যে সত্যি না জেনেই একটা মিথ্যে গল্প

BanglaBook.org

খাড়া করে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে বলে দর্শকদের ঠকানো হচ্ছে। এ বাড়িতে এককালে বসবাস করা সত্যি চরিত্রদের অপমান করা হচ্ছে।"

"সেটা কীসের ভিত্তিতে লিখবে? আমাদের কয়েকটা প্যারানর্মাল অভিজ্ঞতা হয়েছে? আজ পর্যন্ত কোনও কাগজের ফার্স্ট পেজে দেখেছ যে কোনও সাংবাদিক লিখছেন তার ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে?"

ঈশা অল্প অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "আমি এখানে কীসের ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে এসেছি জানো? শ্যামল বড়ুয়া আমাকে অনেক কথা বলেছে যেটা কেউ জানে না।"

"কী কথা?"

মাথাটা হেলিয়ে অল্প দম নিয়ে ঈশা বলতে শুরু করল, "তুমি কি জানো দেবরাজ যে, মায়া ভিলার গল্পটা লিখতে শুরু করেছিলেন অসীম ব্যানার্জি। তারপর উনি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ওঁর অসমাপ্ত কাজটা শেষ করেছে সিনেমার ডাইরেক্টর নিলয়। এই দুজনের মধ্যে ছিলেন আরেকজন। অসীম ব্যানার্জি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সৈকত সান্যালের একজনকে দরকার ছিল যিনি অসীম ব্যানার্জির প্লটটা নিয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করার বাকি কাজটাকে শেষ করে দিতে পারবেন। সেইমতো কাজটা শেষ করতে আগ্রহী আরেকজন লেখককে খুঁজে বার করেছিলেন সৈকত সান্যালের লোকজনেরা। তার নাম রমেন পোদ্দার।

"রমেন পোদ্দারও অসীম ব্যানার্জির ওরকম অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণটা অনুমান করেছিলেন। কারণটা ছিল এই মায়া ভিলা। কিন্তু ওঁর মনে কুসংস্কার বা ভয়ডর কিছু ছিলনা। বেশ সাহসী মানুষ। ছোটখাটো পত্রপত্রিকাতে টুকটাক গল্প, নাটক, সিনেমার সমালোচনা ইত্যাদি লিখতেন। সৈকত সান্যালের কাজটা নিলে সেটাই হত তাঁর প্রথম সিনেমার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা এবং সেই স্ক্রিপ্ট থেকে টালিগঞ্জে একটা আস্ত সিনেমা হবে ভেবেই ভীষণ উৎসাহিত হয়ে কাজটা নিয়ে নিয়েছিলেন। সৈকত সান্যালকে শুধু অনুরোধ করেছিলেন, অসীম ব্যানার্জি যে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে গল্পটা বলেছিলেন, তার উৎপত্তিস্থলটাকে তিনিও নাকি একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে চান। সৈকত সান্যালের জানা ছিল জায়গাটা। অর্থাৎ এই মায়া ভিলা। শ্যামল বড়ুয়ার সঙ্গে রমেন পোদ্দারের এই মায়া ভিলায় আসার

BanglaBook.org

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।"

একটানা এতটা বলে ঈশা থামতেই দেবরাজ রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তারপর?"

"তারপরেই একটা রহস্য। ওই রমেন পোদ্দার এখানে শ্যামল বড়ুয়ার সঙ্গে যেদিন এসেছিলেন, আর ফেরত যাননি। সেদিন থেকে উনি নিরুদ্দেশ। বাই দ্য ওয়ে, ওই দরজাটা দেখছ?"

এতক্ষণ ঈশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরটার ভেতরের খুঁটিনাটিগুলো খেয়াল করেনি দেবরাজ। এবার দেখল ভেতরের ঘরগুলোর মধ্যে যাওয়ার জন্য একটা দরজা। সেখানে ঝুলছে একতলার মতোই একটা কম্বিনেশন লক। ঈশা বলল, "তালাটার কাছে গিয়ে ভালোভাবে দেখো।"

দেবরাজ এগিয়ে গেল। তারপর তালাটা লাগানো দরজার কড়ার একপাশে দেখল আঁচড় দিয়ে খুব ছোট ছোট অক্ষরে একটা নম্বর লেখা আছে ১৩০১৪৪। ঈশা একদম দেবরাজের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "নম্বরটা দেখে কী বুঝলে দেবরাজ।"

আমতা আমতা গলায় দেবরাজ বলল, "এই তালাটা খোলার কম্বিনেশন নম্বর মনে হচ্ছে।"

"ঠিক তাই। আমি এই নম্বরটা মেলাতেই তালাটা খুলে গিয়েছে। কিন্তু আমি ভেতরে ঢুকিনি।"

"কেন কী আছে ঘরটার ভেতর?"

"কিছু নেই। শুধু একটা অনুভূতি আছে। ফিলিং। একটা এনার্জি। আচ্ছা দেবরাজ এই নম্বরটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

দেবরাজ তালার ওপর নম্বরগুলো ঘোরাতে আরম্ভ করতেই ঈশা বলল, "তুমি এখন দরজাটা খুলো না।"

"ঠিক আছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তালার কম্বিনেশন নম্বর তো গোপনীয়। সেটাই দরজার গায়ে লেখা রয়েছে? তাহলে তালাটা লাগিয়ে রাখার আর কী মানে?"

"তুমি বোধহয় ভালো করে নম্বরটা খেয়াল করোনি। আঁচড়টা টাটকা। নম্বরটা সম্প্রতি কেউ লিখেছে। আর নম্বরটা দেখে আর কিছু মনে হচ্ছে তোমার?"

BanglaBook.org

দেবরাজ অল্প মাথা খাটিয়ে নম্বরটার আর কোনও তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল।

ঈশা একটা গম্ভীর গলায় বলল, "আমার মনে হচ্ছে নম্বরটা একটা সংকেত। এই সংকেতটা কী হতে পারে সেটাই ভাবার চেষ্টা করছিলাম।"

দেবরাজ মনে মনে তারিফ করল ঈশা সেনের। এই গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জন্যই এত অল্প বয়সে বড় কাগজে এত নাম করেছে মেয়েটা।

ঈশা হাসল, "তুমি যদি আর অ্যাক্টিং করে আর আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা না করো, আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা শেয়ার করতে পারি। অবশ্য আমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়াটাও সোজা নয়। দেখলে তো বিদিশার ছবিটা মায়ার বলে চালাতে গিয়ে নিজেই কেমন বোকা বনে গেলে।"

দেবরাজ বুঝতে পারল ঈশার ভুল ভাঙাতে পারবে না। তবু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

কাঁকুড়গাছি থেকে অটো ধরে মিনিট সাতেক লাগল 'নিবেদিতা মানসিক আরোগ্য-নিকেতন'-এ পৌঁছোতে। লেকের কাছাকাছি শান্ত পরিবেশে একটা তিনতলা বাড়ি। ঠিক অন্য হাসপাতাল নার্সিংহোমের মতো নয়। এখানে বাঁধাধরা কোনো ভিজিটিং আওয়ার্স নেই। ডক্টর প্রসূন গোস্বামীর দেখা পাওয়া যাবে কিনা সেটা নিয়ে একটা সংশয় ছিল। কিন্তু ভাগ্যর জোরে দেখা পেয়ে গেল ডক্টর গোস্বামীর। শুধু দেখাই পেয়ে গেল না, যখন রিংকির ভিজিটিং কার্ডটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ডক্টর গোস্বামী বললেন, 'এই সপ্তাহ' কাগজটার কয়েকটা সংখ্যা উনি পড়েছেন এবং কাগজটার মান ওনার বেশ ভালো লেগেছে, ফলে কাজটা সহজ হয়ে গেল রিংকির। হাতে সময় খুব কম, তাই সরাসরি চলে গেল অসীম ব্যানার্জির প্রসঙ্গে।

ডক্টর গোস্বামী অবশ্য জানতে চাইলেন, "হঠাৎ অসীম ব্যানার্জির খোঁজ করছ? উনি তোমার আত্মীয়, জানাশোনা না তোমাদের কাগজে আর্টিক্‌ল লেখার মেটেরিয়াল খুঁজতে এসেছ?"

রিংকি একটু উশখুশ করে উঠে বলল, "কোনওটাই নয় স্যার। আসলে আমাদের এক সাংবাদিক যাতে বিপদে না পড়ে, তাই কিছু জানতে এসেছি স্যার।"

BanglaBook.org

"তোমার ভেতর একটা খুব ছটফটানি দেখছি। মনে হচ্ছে তোমার যেন খুব তাড়া আছে?"

রিংকি মাথা ঝাঁকাল, "সত্যি তাড়া আছে স্যার। অসীমবাবু যে স্ক্রিপ্টের ওপর কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই স্ক্রিপ্টে যে জায়গাটার কথা বলা আছে..."

"মায়া ভিলার কথা বলছ কি?"

"ঠিক তাই স্যার। মায়া ভিলা। বাড়িটা সরজমিনে দেখতে আমাদের এক সাংবাদিক দেবরাজ আজ সকালে ওখানে গিয়েছে। ছেলেটা আমার ভাইয়ের মতো। সকাল থেকে কিছুতেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। আমি আর বাবা ঠিক করেছি, আরও কিছুক্ষণ যদি ওর কোনও ফোন না পাই, তাহলে আমরা ওখানে যাব। তার আগে আপনার কাছে জানতে এসেছি অসীমবাবুর মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে মায়া ভিলার কোনও সম্পর্ক আছে কি?"

ডক্টর গোস্বামী টেবিলের ওপর থেকে একটা পেপারওয়েট হাতে তুলে নিয়ে অল্প ঝুঁকে বললেন, "অবশ্যই আছে।"

রিংকির মুখটা শুকিয়ে গেল। ডক্টর গোস্বামী বলতে থাকলেন, "একজন লেখক যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা গল্প লেখেন, তখন গল্পের চরিত্রগুলো তার চারপাশে বাস্তবের মতো থাকে। তিনি মনে মনে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা উত্তর দেয়। সেগুলোই হয় সংলাপ। অসীমবাবু এরকমই একটা গল্প নিয়ে কাজ করছিলেন। গল্পটা প্যারানর্মাল। বেশ কিছুটা লিখেও ফেলেছিলেন গল্পটা। প্যারানর্মাল গল্পটা মন দিয়ে লিখতে গিয়ে উনি এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে ওই চরিত্রগুলোর সঙ্গেই মানসিকভাবে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরেই অসুস্থ হয়ে এখানে ভর্তি হন।"

"কোথায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্যার? মায়া ভিলায়?"

"না, বাড়িতে। অসীমবাবু একলা মানুষ। টালিগঞ্জে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে আর আছে ওনার এক কাজের লোক। কাজের লোকটিই প্রথম খেয়াল করে কোনও একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসার পর তিনি দিনরাত ঘরের দরজা বন্ধ করে বুঁদ হয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করছেন।

BanglaBook.org

আর আস্তে আস্তে ওনার চরিত্রের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। যে মানুষটা ছিলেন শান্ত ধীর স্থির, তিনি যেন কেমন বদমেজাজি হয়ে যাচ্ছেন। মুখের ভাষার মার্জিত ভাবটা আর থাকছে না। এটা একটা অসুখ। আমরা বলি স্প্লিট পার্সোনালিটি। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে ওনার হঠাৎ করে এই পরিবর্তনটা হল কেন? আমরা ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি থেকে আর কাজের লোকের কথা শুনে এইটুকু বুঝেছি, উনি মায়া ভিলায় যেদিন গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে আসার পরের দিন থেকেই ওনার চরিত্রে এই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল। এবং ওনার স্ক্রিপ্টে প্রথম দৃশ্যেই মায়া ভিলার উল্লেখ আছে। সুতরাং, মায়া ভিলার সঙ্গে ওনার অসুস্থ হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। তার কারণটা তো তোমাকে বললাম।"

"আচ্ছা, একবার অসীমবাবুর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে? জাস্ট দু' একটা প্রশ্ন করতাম ওঁকে।"

ডক্টর গোস্বামী মাথা নাড়লেন, "লাভ নেই। কোনও প্রশ্নের গুছিয়ে উত্তর দেওয়ার মতো মানসিকভাবে সুস্থ নন অসীমবাবু।"

রিংকি একটু চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, এই যে অসীমবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এর জন্য প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টাই কি একমাত্র কারণ? সত্যিকারের কোনও প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিও কি হতে পারে?"

ডক্টর গোস্বামী সরাসরি উত্তরটা না দিয়ে হাতের পেপারওয়েটটা টেবিলের ওপর লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, "এর উত্তরটা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলার আগে তাহলে বলতে হবে আমি নিজে প্যারানর্মাল ব্যাপারটায় বিশ্বাস করি কিনা। সেটা বলার মতো এখনও সময় আসেনি।"

"মানে?"

"হয়তো এখনও পর্যন্ত আমার উত্তর আমি প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু অসীমবাবুর কেসটা পুরো জানার পর হয়তো বিশ্বাস করব। এছাড়া উনি মাঝেমাঝেই কতকগুলো সংখ্যা বলছেন ১৩০, ১৪, ৪। অনেক হিসেব করে এই সংখ্যা তিনটের মধ্যে দুটো সংখ্যার একটা মানে বার করতে পেরেছি। উনি যে স্ক্রিপ্টটা লিখতে যাচ্ছিলেন, তাঁর বাঁধুনিটা আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন। মোট ১৩০টা সিন লিখবেন, তার মধ্যে

BanglaBook.org

১৪টা সিন উনি লিখে ফেলেছিলেন। আর ওনার স্ক্রিপ্টে চারটে মূল চরিত্র ছিল।"

"এক কর্নেল, তাঁর স্ত্রী, শালি আর মেয়ে।"

"তুমি তাহলে কিছুটা জানো গল্পটা।"

"সৈকত সান্যাল একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। দেবরাজ গিয়েছিল। ওই গল্পটা খানিকটা শুনে এসেছে।"

"হুম! শুনেছি গল্পটা নাকি শেষ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে একটা খটকা এখনও পরিষ্কার নয়। অসীমবাবু যে স্ক্রিপ্টটা শেষই করেননি, আগের থেকে কী করে ঠিক করলেন ঠিক ১৩০টা সিন লিখবেন? অথচ তাঁর ডায়েরিতে এটাই লিখে রেখেছেন।"

"স্যার, প্লিজ আরেকটু খুলে বলবেন কি?"

"এথিক্যাল গ্রাউন্ডে সবকিছু এক্ষুনি শেয়ার করতে পারছি না। তবে কয়েকটা কথা বলতে পারি। প্রথমত অসীমবাবু যেটুকু স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন সৈকত সান্যালের কাছ থেকে সেটুকু হাতে পেয়েছিলাম। আর ওঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিটা। ডায়েরির বিভিন্ন নোট আর স্ক্রিপ্ট পড়ে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম অসীমবাবু কী গল্প লেখার চেষ্টা করছিলেন। খুব একটা ভালো বুঝতে পারছিলাম না। অবশ্য পরে আমাকে সৈকত সান্যাল গল্পের আউটলাইনটা বলে দেন।"

"কী ছিল গল্পটা?"

"সেটা বোধহয় ওই এথিক্যাল গ্রাউন্ডেই বলে দেওয়া ঠিক হবে না। সৈকত সান্যাল সেই অনুরোধ করেছেন। ওঁরা এটা নিয়ে সিনেমা করবেন। কিন্তু অসীমবাবুর স্ক্রিপ্টটা ছিল একটু অদ্ভুত। সেটুকু শেয়ার করতে পারি।"

"কী রকম?" নড়েচড়ে উঠে বলল রিংকি।

"সিনেমার স্ক্রিপ্ট কী রকম হয় তোমার নিশ্চয়ই আইডিয়া আছে।"

"অল্পস্বল্প আছে।"

"তাহলে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, স্ক্রিপ্টের প্রথম পাতাতেই চরিত্রগুলোর নাম, বয়স ইত্যাদি বলা থাকে। আমি এই পাতাটা পাইনি। অসীমবাবু স্ক্রিপ্টের চারটে চরিত্রকে এক্স, ওয়াই, জেড এভাবে বলেছেন। সুতরাং এক্স, ওয়াই, জেড-এর মধ্যে কে ছেলে, কে মেয়ে, তাদের বয়সই

BanglaBook.org

বা কত আন্দাজ করতে পারিনি। যদিও সৈকত সান্যাল আমাকে সেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমি খুব একটা কনভিন্সড হইনি। আমার বারবার মনে হয়েছে অসীমবাবু প্রথম সিন থেকেই কিছু একটা স্ক্রিপ্টের মধ্যে বলার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। অসংখ্য কাটাকুটি আছে স্ক্রিপ্টটাতে। কাটাকুটি করা লাইনগুলোও আমি মন দিয়ে পড়ে উনি আরও কী কী লিখতে চেয়েছিলেন বোঝার চেষ্টা করছি। সেই কাজটা এখনও শেষ হয়নি। তবে যতটুকু এখনও বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় অসীমবাবুর লেখা বারবার অন্য একটা ঘটনায় চলে যেতে চেষ্টা করছিল। উনি সেই লাইনগুলো জোর করে কেটে আবার মূল গল্পে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন।"

রিংকি নিজের মনেই বলে উঠল, "ইস স্ক্রিপ্টটা যদি একবার দেখা যেত।"

ডক্টর গোস্বামী বুঝতে পারলেন রিংকি অসীম ব্যানার্জির স্ক্রিপ্টটা দেখার জন্য ছটফট করছে। পাতাগুলোর ফটোকপি ড্রয়ারেই আছে। কিন্তু সেগুলো দেখানো নীতিবিরুদ্ধ হবে। তবে স্ক্রিপ্টটা যেভাবে লেখা হয়েছে সেটা বোঝাতে প্রথম দৃশ্যটার কথা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। মেয়েটাও ওর কাগজের জন্য খোঁজ খবর করছে। হয়তো ওর খোঁজ খবরও কোনও দিশা দেখাতে পারে।

অসীম ব্যানার্জির কেসটা এখনও খুব মিস্টেরিয়াস। গলাটা ঈষৎ খাঁকরিয়ে ডক্টর গোস্বামী বলতে শুরু করলেন, "তোমাকে প্রথম দৃশ্যটা অসীমবাবু কীভাবে লিখেছিলেন একটু বলতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই জানো স্ক্রিপ্টের কোনও দৃশ্যের শুরুতে আবহটা লেখা হয়। যেমন সময়টা কখন, সকাল, বিকেল না রাত্রি। তারপর জায়গাটা কোথায়, ইনডোর না আউটডোর। অসীম ব্যানার্জি প্রথম দৃশ্যটা শুরু করেছেন দুপুরে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 'এক্স' দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। যেন 'এক্স'কে কেউ পেছন থেকে তাড়া করেছে। কে কেন তাড়া করেছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তারপরই দেখা যায় জঙ্গলটা শেষ হয়ে সামনে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় 'মায়া ভিলা' বাড়িটা। 'এক্স' কয়েক মুহূর্ত থমকে আবার দৌড়ে গিয়ে মায়া ভিলার সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিতে থাকে। সেই

BanglaBook.org

ধাক্কায় দরজাটা খুলে যায়। বাইরের থেকেই ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং। সেই পেন্টিংএর ওপর জানলা দিয়ে ঢোকা একটা রোদের ফালি পড়েছে। পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে 'ওয়াই' চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।"

রিংকি রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তারপর?"

ডক্টর গোস্বামী অবশ্য গল্পটা আর বিশেষ না ভেঙে বললেন, "গল্পটা এভাবেই এগোতে থাকে। অসীম ব্যানার্জি যে প্যারানর্মাল গল্প লিখতে চেয়েছেন সেটা প্রথম থেকেই পরিষ্কার। কিন্তু 'এক্স' এবং 'ওয়াই' এর পরিচয় বোঝা যাচ্ছে না। তারা কি দুজনেই পুরুষ নাকি একজন পুরুষ অন্যজন নারী নাকি দুজনই নারী কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট ১৪টা দৃশ্য পড়েও এক্স, ওয়াই, জেড এর বয়স, লিঙ্গ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চরিত্রগুলোর মুখে সংলাপগুলো পড়েও বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাটাকুটি করা লাইনের পেছনের গল্পটাও আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।"

রিংকি মৃদু গলায় বলল, "দেবরাজ বলেছিল, সিনেমায় দেখা যাবে একজন সাংবাদিক মায়া ভিলার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে কীভাবে একটার পর একটা রোম খাড়া করা পরিস্থিতির সামনে পড়ছেন।"

ডক্টর গোস্বামী মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করে বললেন, "সৈকত সান্যাল অবশ্য আমাকেও সেইভাবে বলে গল্প এবং স্ক্রিপ্টটা মেলানোর চেষ্টা করেছেন। 'এক্স' হচ্ছেন এক পুরুষ সাংবাদিক এবং 'ওয়াই' হচ্ছেন বাড়ির মালিক, এক কর্নেল, যিনি মৃত। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর আত্মা। সরলভাবে দেখতে গেলে সৈকত সান্যালের বলা গল্পের সঙ্গে স্ক্রিপ্টটা মিলে গেলেও উল্টোভাবেও অনেকভাবে মেলানো যেতে পারে।"

"কী রকম?"

"অসীমবাবু হয়তো লিখতে চেয়েছিলেন 'এক্স' হচ্ছে আত্মা আর 'ওয়াই' এক মহিলা সাংবাদিক। 'ওয়াই' বাড়িতে ঢুকেছে শুনে 'এক্স' দৌড়ে দৌড়ে এসেছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝেছি, গল্প এবং স্ক্রিপ্ট-এর মধ্যে একটা ফাঁক আছে। সেটাই অসীম ব্যানার্জির না ফুটিয়ে তুলতে পারা অস্পষ্টতা।"

রিংকি একটু ভেবে নিয়ে বলল, "আপনি যখন এতটা আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

শেয়ার করলেন তখন আমিও একটা কথা আপনার সঙ্গে শেয়ার করি। মায়া ভিলার স্ক্রিপ্টটা কিন্তু এর পর শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন রমেন পোদ্দার বলে এক ভদ্রলোক। তিনি মায়া ভিলায় একবার গিয়েওছিলেন। এবং আশ্চর্যভাবে তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ।"

ডক্টর গোস্বামী অবাক মুখে বললেন, "তাই নাকি। সৈকত সান্যাল অবশ্য আমাকে বলেছিলেন স্ক্রিপ্টের কাজটা নিলয়কে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে শ্যুটিং-এর পুরো প্রস্তুতি করে ফেলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রমেন পোদ্দার বলে কেউ নিখোঁজ এটা তো বলেননি।"

"বললাম তো, উনি মায়া ভিলা থেকেই নিখোঁজ।" রিংকি উত্তেজিত হয়ে বলল।

"শান্ত হও।" ডক্টর গোস্বামী এক গ্লাস জল রিংকির দিকে এগিয়ে দিলেন।

দু ঢোক জল খেয়ে রিংকি ঘড়িতে সময় দেখে বলল, "দেবরাজের জন্য তাই আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। বাবা বলছিলেন, অসীমবাবুর চিকিৎসা করতে গিয়ে আপনি হয়তো মায়া ভিলা সম্পর্কে আরও কিছু জেনে থাকবেন, দেবরাজের কী রকম বিপদ হতে পারে আন্দাজ দিতে পারবেন।"

"নাঃ!" ডক্টর গোস্বামী ঠোঁট ওল্টালেন, "বিপদ সম্পর্কে আমি কোনও আন্দাজ করতে পারব না। তোমাকে বরং একটা কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিই। মায়া ভিলার কাছে নন্দগ্রাম বলে একটা গ্রাম আছে। অসীমবাবু সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে দুদিন ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম লোকেশ সাঁতরা। অসীমবাবুর ডায়েরি থেকে ওনার ফোন নম্বর পেয়েছি। ফোনে যেটুকু জেনেছি, মায়া ভিলা নিয়ে স্থানীয় মানুষদের প্রচণ্ড ভীতি আছে। লোকেশ সাঁতরা এটাও জানিয়েছেন অসীমবাবু কিন্তু মায়া ভিলায় গিয়ে রাত কাটাননি। কিছুক্ষণের জন্য ওখানে ঘুরতে যেতেন। তবে আমার মনে হয় যতক্ষণ না মায়া ভিলার রহস্য পরিষ্কার হয়, দেবরাজকে তোমরা বাড়িটার থেকে দূরে রাখো। আমি এখানে অসীম ব্যানার্জির পাশের বেডে দেবরাজকে দেখতে চাই না।"

BanglaBook.org

নয়

দেবরাজ ঈশার কাছে সব শুনে বলল, "তার মানে? তুমি বলতে চাইছ যে শ্যামল বড়ুয়ার কথামতো অসীমবাবুর অসমাপ্ত স্ক্রিপ্টটা নিয়ে রমেন পোদ্দার কাজ করছিলেন আর সরজমিনে এই মায়া ভিলা দেখতে এসে রমেন পোদ্দার কয়েক মিনিটে গোটা স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলে এই বাড়ির থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন? শ্যামল বড়ুয়া কি তোমার কাছে গাঁজা খেয়ে কথা বলতে এসেছিল?"

ঈশা বিরক্ত হয়ে বলল, "শ্যামল বড়ুয়া মিথ্যে কেন বলতে যাবে? ও তো আর ফিরে এসে রমেন পোদ্দারের স্ক্রিপ্টটা দেখেনি। তবে অসীম ব্যানার্জির ভেবে রাখা গল্পটা আমাকে বলেছে। সেটাই সৈকত সান্যাল কনফিডেন্সিয়াল রেখেছে।"

দেবরাজ হেসে উঠল, "আমার মনে হয় রমেন পোদ্দারের শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগের মধ্যে আগের থেকেই পুরো স্ক্রিপ্টটা লিখে নিয়ে আসা ছিল। বাকি সব নাটক।"

"সেটা যদি বিশ্বাস করতে হয় দেবরাজ, তাহলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা? আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি খবরটা মিথ্যে নয়। তাই আমাদের কাগজে গত শুক্রবারের রিপোর্টে মায়া ভিলা নিয়ে চার লাইনের বেশি কিচ্ছু লিখিনি। আজ নিজে পুরো ব্যাপারটা খোঁজ করতে এসেছি। পুরো

BanglaBook.org

রিপোর্টটা পাবলিশ করতে পরের শুক্রবারের পেজ থ্রি পর্যন্ত অপেক্ষা না-ও করতে হতে পারে। খবরটা সেরকম হলে নিউজটা কালকের ফ্রন্ট পেজেও আসতে পারে।"

দেবরাজ একটু চুপ করে মুখ ছোট করে বলল, "তাহলে আমার আর কোনও চান্স নেই।"

"মানে?"

"মানে ধরো তুমি আর আমি মিলে পুরো রহস্যটা সমাধান করার পর কাল তোমার কাগজে তোমার লেখা রিপোর্টটা বেরিয়ে গেল। তারপর শনিবারে 'এই সপ্তাহ'তে আমার রিপোর্টটার কি আর কোনও দাম থাকবে?"

ঈশা মুচকি হাসল, "আমি অত ছোট মনের নই দেবরাজ। কালকে আমাদের কাগজে যদি রিপোর্টটা বেরোয়, তাহলে নিশ্চয়ই তোমারও নাম থাকবে। এডিটর মনে করলে তোমার একটা ইন্টারভিউও ছাপতে পারেন।"

"তার আগে আমাকে বলা যায় কি, অসীম ব্যানার্জি এই বাড়িটা নিয়ে কী গল্প লিখেছিলেন?"

"কাজটা যখন একসঙ্গে করতে যাচ্ছি তখন গল্পটা তোমাকে বলে দেওয়াই উচিত। বিশেষ করে তোমাকে বিশ্বাস করে যখন এতটাই বললাম তখন সৈকত সান্যাল আর অসীম ব্যানার্জির উর্বর মস্তিষ্কে তৈরি গল্পটাই বলে দিই। বসো।"

ঈশা দেবরাজকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলতে শুরু করল, "অসীম ব্যানার্জির মূল গল্পটা একটা ইতিহাসকে ভিত্তি করে। ১৯৪৩ সাল। একদিকে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে আরেকদিকে ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। কলকাতা শহর তখন একেবারে টালমাটাল। ফোর্ট ইউলিয়ামে তখন ব্রিটিশ আর্মির একজন বাঙালি কর্নেল ছিলেন। কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলী। কর্নেলের ধমনীতে ছিল বাঙালি রক্ত। চারদিকের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখে কর্নেল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে ভেতরে ভেতরে ভীষণ উদ্বুদ্ধ। ওনার প্রাণ চাইছে দেশের জন্য কিছু করতে। কিন্তু ব্রিটিশ আর্মির মধ্যে থেকে এই কাজটা কিছুতেই করা সম্ভব নয়। কর্নেল তবুও রিস্ক নিলেন। কর্নেলের এক বন্ধু, এক গ্রামের পোস্টমাস্টার,

BanglaBook.org

স্বাধীনতা সংগ্রামে ছোটখাটো নেতৃত্বস্থানীয় ছিলেন। অত্যন্ত গোপনে কর্নেল কিছু খুব গোপনীয় তথ্য তার কাছে পাঠাতে লাগলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা ঘটনা ঘটায় ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারির বড়কর্তাদের একটা সন্দেহ হতে শুরু করল।

কর্নেল গাঙ্গুলী সেটা আঁচ করতে পারছিলেন। ধরা পড়লে কোর্ট মার্শাল হয়ে ভীষণ কঠিন শাস্তি হবে। তাই একদিন রাতারাতি পুরো পরিবারকে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। পরিবার মানে স্ত্রী, এক অবিবাহিতা শালি আর কন্যা। তা, সেই পোস্টমাস্টার বন্ধুর সাহায্যে কর্নেল নিজের পরিচয় আত্মগোপন করে এক গ্রামে সপরিবারে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত কর্নেল গ্রামের বাড়িতে সাদামাটা ঘরে থাকতে গিয়ে ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। এবং ওই পোস্টমাস্টারের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে এই মায়া ভিলা তৈরি করলেন।"

ঈশা চুপ করে গিয়ে মাথা নাড়তে থাকল। দেবরাজ মন দিয়ে ঈশার কথা শুনছিল। একবারও কোনও প্রশ্ন করেনি। এর পরের অংশটা প্রেস কনফারেন্সে নিলয়ের ব্রিফিং থেকে শোনা আছে। কর্নেল অবশ্য একদম পছন্দ করতেন না, ওই বাড়ির ধারে কাছে কেউ আসুক। তারপরে একদিন গভীর রাত্রে দেখা গিয়েছিল মায়া ভিলার দিকে একটা মিলিটারির গাড়ি যেতে। অনেকক্ষণ ধরে গোলাগুলি চলে। পরের দিন গ্রামের মানুষেরা জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরে রক্ত দেখলেও কোনও লাশ দেখতে পায়নি। সবাই ভেবেছিল মিলিটারিরা সপরিবারে কর্নেলকে হত্যা করে মৃতদেহগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে। অথচ এই ঘটনার কিছুদিন পর থেকে রাত্রে মায়া ভিলাতে কর্নেলের স্ত্রী আর মেয়েকে দেখতে পাওয়া যেত। এখনও যায়। শুনতে পাওয়া যায় মায়া ভিলার মধ্যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে, গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকের ঘণ্টা বাজছে। এমনকি গভীর রাত্রে সাইকেল চালিয়ে মায়া ভিলার দিকে যেতে আজও মাঝে মাঝে একজনকে দেখা যায়।"

দেবরাজ বলল, "গল্পটা নতুন কিছু বললে না। এটা প্রেস কনফারেন্সেই বলা হয়েছিল। তুমি শুধু কয়েকটা ডেটা দিলে। কিন্তু মায়া ভিলা নিয়ে আর কোনও রহস্য আছে কি?"

BanglaBook.org

"আছে, ঈশা তালাবন্ধ দরজাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "আমার এক খবরের সোর্সের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে অনেক রহস্য ওই দরজার পেছনেই আছে। সেটাই মায়া ভিলার সত্যি গল্প। অসীম ব্যানার্জির ভাবা যে গল্পটা তোমাকে বললাম, সেটা সত্যি গল্প নয়।"

"জানতে পারি, সেটা তুমি কী করে বুঝলে?"

"তুমি তো এই বাড়িটায় ঢুকে অনেক জিনিস দেখেছ। কিন্তু কোনও তেরঙা ফ্ল্যাগ, খদ্দরের পোশাক, বইপত্তর বা লিফলেট কিছু দেখেছ, যাতে মনে হতে পারে কর্নেল দেশপ্রেমিক ছিলেন?"

"পুরো বাড়িটা তো এখনও দেখা হয়নি।"

ঈশা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে যাও তাহলে দরজাটা খুলে দেখ।"

দেবরাজ পায়ে পায়ে দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল। ১৩০১৪৪ নম্বরটা মিলিয়ে কম্বিনেশন লকের তালাটা খুলে ফেলল। তারপর দরজার পাল্লাটা ঠেলে ভেতরে দেখল ছোট একটা চৌকো ঘর। অদ্ভুত ঘরটা। ভেতরে একটাও জিনিস নেই। শুধু চার দেওয়ালে চারটে দরজা। দেবরাজ অবাক হয়ে পেছন ফিরে ঈশার মুখের দিকে তাকাল। ঈশার মুখটা গম্ভীর। বলল, "এইবার বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে বললাম আমার ভেতরে ঢুকতে আর সাহস হয়নি। কর্নেল এই পুরো দোতালাটা জুড়ে অদ্ভুত এক পাজল বানিয়েছিলেন। লখনউ-এর ভুলভুলাইয়ার মতো বলতে পার। এর একটা দরজা দিয়ে ঢুকলে তুমি আর বেরোতে পারবে না।"

দেবরাজ হেসে ফেলল, "বাড়িটা নেহাত ছোট নয়। কিন্তু ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে তুলনা চলে না। এই বাড়িটাতে এই মাপের কতগুলো আর ইন্টারকানেক্টেড ঘর থাকবে? ম্যাক্সিমাম দশ বারোটা।"

"তোমাকে বলতে এখন আর আমার কোনও দ্বিধা নেই দেবরাজ। তুমি আমাকে একটু আগে বলছিলে না, পুতুল হাতে একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখেছ, যেটা হ্যালুসিনেশন হতে পারে। ওটা হ্যালুসিনেশন নয় দেবরাজ। ওটা এনার্জি। এই মায়া ভিলাটা পুরোটাই নেগেটিভ এনার্জিতে ভরা।"

"নেগেটিভ এনার্জি?"

"দেবরাজ এই পৃথিবীতে যা চলে সবই এনার্জি। এই মোবাইলে

BanglaBook.org

আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কথা বলি, এটা কীভাবে সম্ভব হয় এনার্জি দিয়ে? এই যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, এটা লাইট এনার্জি আছে বলেই সম্ভব হচ্ছে। এই যে তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি সেটা সাউন্ড এনার্জির জন্যই সম্ভব হচ্ছে। সেরকমই আরেক রকম এনার্জি আছে দেবরাজ। নেগেটিভ এনার্জি। ক্লাসিকাল সায়েন্টিস্টরা এটার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি করি। আমি নিজে ফিল করি। এবং মায়া ভিলায় এসে এই এনার্জিটার হিউজ কনসেন্ট্রেশন আমি ফিল করছি। এই এনার্জিটার ইমেন্স পাওয়ার আছে দেবরাজ। হয় এর থেকে দূরে থাকো না হলে পুরোটার সামনাসামনি হও।"

দেবরাজ মনে মনে হাসল। এই তাহলে বড় কাগজের নামকরা সাংবাদিকের সাহসের দৌড়। একটু আগেই বলছিল, "আমাকে ভয় দেখানো অত সোজা নয়। ঠোঁট চিপে হেসে বলল, "আচ্ছা, একটা ট্রাই নিয়ে দেখি।"

ঈশা সাবধান করল, "দেবরাজ। চেষ্টা করার আগে ভেবে নাও। এই ঘরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ এনার্জি আছে। তুমি ভেতরে ঢুকলে হয়তো আর বেরিয়ে আসতে নাও পার।"

'দেখো ঈশা, বাড়িটা যদি এখন ভূতেরও হয়, তৈরি করেছিল কিন্তু মানুষ। একজন আর্কিটেক্টের একটা নক্সাকে ফলো করে জ্যান্ত রাজমিস্ত্রীরা এই বাড়িটা তৈরি করেছিল।"

"আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। পৃথিবীর সব ভৌতিক বাড়ি কোনও একদিন মানুষই তৈরি করেছিল। কিন্তু তারপরে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি মানুষ অস্বীকার করতে পারেনি।"

"আমিও তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই বাড়িটার ক্ষেত্রে কর্নেল হয়তো একটা পাজল তৈরি করেছিলেন। ধরো একটা মেইজ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ভেতরের ঘরগুলো থেকে ঘুরে এসে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। যদি এই পাজলটা আমি সলভ করতে পারি, 'এই সপ্তাহ'তে সেটা লেখার আমাকে আগে সুযোগ করে দিতে হবে।"

ঈশা মাথা দোলাল। তারপর নরম গলায় বলল, "তুমি লেখ বা আমি,

BanglaBook.org

আমার মনে হয় আমাদের রিপোর্ট এমন হওয়া উচিত যাতে এখানে মিথ্যে গল্প নিয়ে শুটিংটা আর না হয়।"

"তোমার কী মনে হয়? আমরা লিখলেই কি শ্যুটিংটা বন্ধ হয়ে যাবে?"

"কেউ আর ভয়ে এখানে কাজ করতে আসবে না। সৈকত সান্যাল টালিগঞ্জে সেট বানিয়ে পুরো সিনেমাটার শ্যুটিং করতে পারতেন। কিন্তু প্রোপাগান্ডা করে পুরো ব্যবসায়িক স্বার্থে এইখানে শ্যুটিং করতে চাইছেন। বিক্রমজিৎ, শ্রীপর্ণা, রঘুরাজ সবাইকে আমি পার্সোনালি চিনি। ওরা আমার রিপোর্ট পড়লে একে একে সবাই আমাকে ফোন করবেই। আমি ওদের বারণ করে দেব।"

"কিন্তু কেন?"

"মিথ্যে গল্পকে সত্যি গল্প বলে চালাতে গিয়ে কত বিপদ হচ্ছে তোমাকে তো বললাম। অসীম ব্যানার্জির পর রমেন পোদ্দার, একজন মানসিক হাসাতালে, আরেকজন নিখোঁজ। আমি চাই না সেই অবস্থা আর কারো হোক। এমনকি তোমারও দেবরাজ।"

এটা নিয়ে ঈশাকে আরও প্রশ্ন করার আগেই মনটা ঘুরে গেল অন্য একটা আওয়াজে। টিং টিং। সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। বাইরের ঘরটার পশ্চিম দিকের জানলাটার নিচ থেকে আওয়াজটা আসছে। ঈশা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জানলাটার দিকে। তারপর জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরেটা দেখতে থাকল। কি দেখছে ঈশা? দেবরাজও সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই দরজার ঠিক সামনে ফুটে উঠল নীল ফ্রক পরা সেই বাচ্চা মেয়েটা। আর কোলে পুতুলটা। এই প্রথম মুখোমুখি দেখতে পেল মেয়েটাকে। আশ্চর্য বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে পুতুলটার মিল। দুটোই যেন একেবারে একরকম দেখতে। দুজনেরই নিষ্পলক সবুজ মার্বেলের চোখ। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ। শিরদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি নিয়ে অস্ফুট গলায় দেবরাজ চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করল, "ঈশা!"

বাচ্চা মেয়েটা দ্রুত কোল থেকে পুতুলটা মাটিতে নামিয়ে দু'হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। দরজাটা ভেতর থেকে খোলার চেষ্টা করল দেবরাজ। কিন্তু পারল না। ভেতরে চার দেওয়ালের চারটে দরজা ছাড়া

BanglaBook.org

কোনও জানালা নেই। ঘরটাও ছোট। দম বন্ধ লাগতে থাকল। দেবরাজ দরজাটার ওপর কিল মারতে মারতে বলতে থাকল, "ঈশা, দরজাটা খুলে দাও। ভেতর থেকে খুলতে পারছি না।"

দরজার অন্যদিক থেকে ঈশার গলা পেল, "আমিও পারছি না দেবরাজ। তালাটা লেগে গিয়েছে। কম্বিনেশনের নম্বরগুলো আর কাজ করছে না। তোমাকে বারবার সাবধান করেছিলাম দেবরাজ।"

"এখন আর সেটা ভেবে কী লাভ? কিছু একটা করো। এবার তো দমবন্ধ হয়ে মরেই যাব। দরকার হলে লোক ডেকে এনে দরজাটা ভাঙো।"

ঈশা দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অসহায় শোনাল গলাটা, "এখানে কাছাকাছি নন্দগ্রামে গিয়েও কারুর হেল্প পাব না। কেউ আসবে না এই বাড়িটায়।"

"তোমার মোবাইলে সিগন্যাল আছে?"

"সকাল থেকে ছিল না। দাঁড়াও তবু দেখছি... না নেই..."

দেবরাজের মনে হতে থাকল দমবন্ধ হয়ে এবার অজ্ঞান হয়ে যাবে। কোনও রকমে বলল, "প্লিজ তাহলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে সিগনাল পাবে সেখান থেকে আমার অফিসে একটা ফোন...রিংকি চৌধুরী...৯৮৩০..."

নম্বরটা কোনওরকমে বলে ভেতরের আরেকটা দরজা ঠেলে খুলল দেবরাজ। আশ্চর্য! সেই ঘরটাও ঠিক আগের ঘরটার মতোই। একই মাপের চৌকো একটা ঘর। ঘরের মধ্যে কোনও আসবাব নেই। শুধু চার দেওয়ালে চারটে দরজা। ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই, যে দরজাটা দিয়ে ঢুকল সেটা নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। দেবরাজ চিৎকার করে উঠল, "ঈশা...ঈশা..."

ঈশার আর গলার কোনও আওয়াজ পেল না দেবরাজ। চার দেওয়ালে একটার পর একটা দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকল। বাঁচতে হলে এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরোতেই হবে। আবার ঘরের তিনটে দরজা খুলল না। কিন্তু চতুর্থ দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। আবার সেই একইরকম ঘর। একই মাপের, ভেতরে কিচ্ছু নেই শুধু চার দেওয়ালে চারটে দরজা। যে দরজা দিয়ে ঢুকল সেটাও একইরকমভাবে বন্ধ হয়ে গেল। দেবরাজের মনে হল এবার দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। শরীরে

BanglaBook.org

আর কোনও শক্তি নেই। চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল কানের কাছে একটা মেয়ের গলা ফিসফিস করে উঠল, "এরপর তোমার সামনে আর সত্যিটা জানা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেবরাজ। এখন শুধু সেটা জানার জন্য অপেক্ষা কর।"

গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হতে থাকল। এই গলা শুনেছিল এক শনিবারে বাইক চালাতে চালাতে পেছন থেকে। কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

দেবরাজ প্রাণপণে চিৎকার করার চেষ্টা করতে থাকল, "প্লিজ হেল্প... প্লিজ হেল্প..."

কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজই বেরোল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

বিকেল প্রায় পাঁচটা। ডায়মন্ড হারবার রোডে আমতলার মোড়ের কাছে ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছেন সুধন্য চৌধুরী আর রিংকি। তার মধ্যে রিংকি একটা অদ্ভুত এসএমএস পেল, "প্লিজ হেল্প।"

এসএমএসটা পেয়ে মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না রিংকি। কে এই এসএমএসটা পাঠাল? ফোনবুকে তার নাম নেই বলে নম্বরটা অচেনা। সুধন্যবাবুকে দেখাল এসএমএসটা, "বাবা দ্যাখো।"

সুধন্যবাবু রিংকির মোবাইলটা হাতে নিয়ে এসএমএসটা দেখে বললেন, "কে হেল্প চাইছে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না বাবা। মনটা তো এখন সব সময় দেবরাজের জন্য পড়ে রয়েছে। দেবরাজ কি কোনও হেল্প চাইছে? হয়তো ওর ফোনটা কাজ করছে না। কয়েকদিন ধরেই বলছিল, ওর ফোনটা গণ্ডগোল করছে। মাঝে মাঝে হ্যাং করে যায়। ও কি তাহলে কোনও বিপদে পড়েছে? অন্য কারোর ফোন থেকে এসএমএসটা পাঠিয়েছে?"

এই পরিস্থিতিতে যেটা স্বাভাবিক উত্তর হওয়া উচিত সেটাই বললেন সুধন্যবাবু, "তুই ওই নম্বরটায় তাহলে কলব্যাক করে দ্যাখ না।"

রিংকি চেষ্টা করল। ফোনের ওদিকে একটা কিঁক কিঁক করে আওয়াজ কিছুক্ষণ হওয়ার পর ও প্রান্ত থেকে একটা গলা বলল, 'দ্য সাবস্ক্রাইব ৷ ইউ

BanglaBook.org

হ্যাভ ডায়ালড ইজ নট রিচেবল।"

রিংকির হতাশ মুখটা দেখে সুধন্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"সেই 'সাবস্ক্রাইবার ইজ নট রিচেবল' বলছে।

"নট রিচেবল...স্যুইচ্‌ড্‌ অফ নয়", নিচু গলায় সুধন্যবাবু নিজের মনে বলতে থাকলেন, "তার মানে মোবাইলটা নিয়ারেস্ট টাওয়ারে রেজিস্টার্ড আছে, কিন্তু কোথাকার মোবাইল টাওয়ারে?"

কুশলের ডিআইজির সঙ্গে তদন্ত এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ে গিয়েছে। একটু মরিয়া হয়ে সুধন্যবাবু বুকপকেট থেকে নিজের মোবাইলটা বার করে কুশলের নম্বরটা বেছে ফোন করলেন, "হ্যালো কুশল, একটু কথা বলা যায়? একটু আর্জেন্ট ছিল।"

"এক্সট্রিমলি স্যরি কাকু। কাজের চাপে একদম আপনাকে রিং ব্যাক করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বলুন, বলুন।"

"শোনো তোমাকে একটা খুব জরুরি দরকারে ফোন করছি। তোমাকে যদি দুটো মোবাইল নম্বর বলি, সেই ফোনদুটো কোন টাওয়ারে রেজিস্টার্ড আছে বলতে পারবে?"

"কেন বলতে পারব না কাকু। আমরা গতমাস থেকে আরও ইম্প্রুভ্‌ড্‌ একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করছি। আপনি আমাকে নম্বর দুটো টেক্সট করে দিন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে টাওয়ার লোকেশনটা জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? কোনও ক্রাইম?"

বেশ হতাশ গলায় সুধন্যবাবু বললেন, "তুমি তো জানো কুশল, আমি একটা ছোট কাগজ চালাই, 'এই সপ্তাহ'। আমাদের এই কাগজটায় একজন সাংবাদিক আছে। দেবরাজ। ইয়ং এনার্জেটিক ছেলে। সে আজ সকালে ডায়মন্ড হারবারের দিকে একটা খবর তুলতে গিয়েছে। সকাল থেকেই তার মোবাইলটা নট রিচেবল বলছে। হোয়াটস অ্যাপে ওকে শেষ দেখা গিয়েছে ১০টা ৫৩তে। চিন্তায় আছি। এখন আবার আমার মেয়ে অন্য একটা নম্বর থেকে একটা এসএমএস পেয়েছে, 'প্লিজ হেল্প!' কিছুই বুঝতে পারছি না কুশল।"

"ঠিক আছে, আপনি দুটো নম্বরই আমাকে টেক্সট করে দিন।"

ফোনটা ছেড়ে কুশলকে দেবরাজের আর রিংকির মোবাইলে আসা

BanglaBook.org

এসএমএস-এর নম্বরদুটো টেক্সট করে দিলেন সুধন্যবাবু। আমতলার জ্যামটা ততক্ষণে ছেড়ে গিয়েছে। গাড়িটা একটু ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়েছে। রিংকি বলল, "বাবা, আমার মন বলছে দেবরাজ খুব বিপদের মধ্যে আছে। তুমি আর হেজিটেট কোরো না। প্লিজ এবার সৈকত সান্যালকে একটা ফোন করো। আমাদের সব জানা দরকার।"

কথাটা কিছুক্ষণ ধরে সুধন্যবাবুরও মনে হচ্ছে। কথাটা রিংকিকে বলেননি। এবার ইতস্তত ভাব ঝেড়ে ফেলে ফোন করলেন সৈকত সান্যালকে। অফিসের ব্যস্ততার মধ্যেও সৈকত সান্যাল ফোনটা ধরে অমায়িক গলায় বললেন, "বলুন সুধন্যদা, কেমন আছেন?"

"থ্যাংক ইউ। আমার নম্বরটা এখনও সেভ করে রেখেছেন।"

"কী যে বলেন দাদা। আপনি আমার কত উপকার করেছেন।"

"আমিও একটা সাহায্য পেতে আপনাকে ফোন করলাম।"

"বলুন না..."

সুধন্যবাবু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সরাসরি মায়া ভিলার প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "আপনার বেশিক্ষণ সময় নেব না। মায়া ভিলা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।"

"মায়া ভিলা", সৈকত সান্যালের গলাটা একটু উদাস শোনাল, "বলুন কী প্রশ্ন?"

"রমেন পোদ্দার নিখোঁজ হয়েছেন, খবরটা কি সত্যি?"

সৈকত সান্যাল একটু চুপ করে থেকে বললেন, "রমেন পোদ্দারের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। উনি আমাদের কাছ থেকে কাজটা নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই করেননি। আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগও রাখেননি। তারপর...আচ্ছা, আপনি এতসব জানলেন কী করে? চেনেন নাকি রমেন পোদ্দারকে?"

"ব্যাঙ্কিং ছেড়ে সাংবাদিকতা এখন আমার পেশা। ছোট একটা কাগজ বার করি। 'এই সপ্তাহ'। সেই সূত্রেই নানান খবর রাখার চেষ্টা করি। তা, প্রথমে জানতাম আপনার আগামী প্রোডাকশনের জন্য অসীম ব্যানার্জি একটা ভূতের গল্পের স্ক্রিপ্ট লিখছিলেন। কাজটা করতে করতেই উনি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে ডক্টর প্রসূন গোস্বামীর আন্ডারে 'নিবেদিতা মানসিক

BanglaBook.org

আরোগ্যনিকেতন'এ ভর্তি আছেন এবং এখনও গুছিয়ে কথা বলার মতন মানসিকভাবে সুস্থ নন। তারপর আমার মেয়ে খবর পেয়েছে যে স্ক্রিপ্টটা আরও একজন লেখার চেষ্টা করেছিলেন, রমেন পোদ্দার, তিনিও নিখোঁজ। সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"দেখুন সুধন্যদা, আপনি আমাকে বহুদিন ধরে চেনেন। কোনওরকম অসাধুতা আমি কোনওদিন করিনি। একজন মানুষের অসুস্থ হয়ে যাওয়া বা অন্য একজন মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার হাজার একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু দুটো ঘটনার সঙ্গেই 'মায়া ভিলা'কে জড়ানো হচ্ছে।"

রিংকি সুধন্যবাবুকে ইশারায় ইঙ্গিত করল যাতে ফোনটা স্পিকার মোডে দেন। সৈকত সান্যাল কী বলছেন, সেটা সরাসরি শুনতে চায়। সুধন্যবাবু সেটা করে বললেন, "কেন আপনাকে জড়ানো হচ্ছে? যাতে আপনার কাজটা না হয়?"

"ঠিক তাই। আমার একের পর এক হিট সিনেমার সাকসেস কারোর পছন্দ হচ্ছেনা। আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কীভাবে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কারণ যাই হোক না কেন, মানবিকতার জন্য অসীম ব্যানার্জির চিকিৎসার সব খরচ আমি দিচ্ছি। রমেন পোদ্দার মানুষটাও খুব স্বচ্ছ নন। হয়তো নাম কেনার জন্য বা আমার কোনও শত্রুপক্ষের কাছে টাকা খেয়ে নিজেই কোথাও আত্মগোপন করে বসে আছেন। ওনার অনুরোধেই মায়া ভিলাতে ওঁকে আমি নিজে গাড়ি দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। উনি সেদিন কিছুতেই ফিরে আসতে চাননি। আমার লোকেরা বাধ্য হয়ে ওঁকে ছাড়াই ফিরে এসেছিল। তারপর থেকেই উনি নিখোঁজ। এটা আপনার একটু অস্বাভাবিক লাগছে না?"

"তা লাগছে।"

সৈকত সান্যাল উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি সুধন্যদা। আপনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনা শেয়ার করা যায়। ইনফ্যাক্ট আজকের ঘটনা। আজ সকালে আমার ডিরেক্টর নিলয়, আর্ট ডিরেক্টর সুশান্ত আর প্রোডাশন ম্যানেজার শামল—তিনজনে শ্যুটিং লোকেশন অর্থাৎ মায়া ভিলায় গিয়েছিল। শ্যুটিংএর সব খুঁটিনাটি ফাইনাল

BanglaBook.org

করার ছিল। কিন্তু দুটো আজব কাণ্ড হয়েছে যাতে কেউ যে আমার পেছনে পড়ে আছে সেই সন্দেহটা একেবারে ঘনীভূত হয়েছে। ওরা গিয়ে দেখেছে, মায়া ভিলার সদর দরজায় একটা পুরোনো তালা ঝুলছে। শ্যামল মায়া ভিলার ভেতরে একটা ঘরের দরজায় ওই তালাটা আগে দেখেছিল। কম্বিনেশন লক। অনেক চেষ্টা করেও তালাটা খুলতে পারেনি। প্রশ্ন হল, তালাটা কে লাগাল? শুধু তাই নয়, ওরা যখন গাড়ির ড্রাইভারকে ডেকে চারজনে মিলে তালাটা ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, গাড়ির মধ্যে থেকে একটা খুব মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে যায়।"

"চুরি?" খুব অবাক গলায় সুধন্যবাবু বললেন, "কী চুরি হয়ে গেল?"

"মায়া ভিলার স্ক্রিপ্ট। ফাইলটা নিলয় গাড়িতে রেখেছিল। অবশ্য স্ক্রিপ্টের একশোটা প্রিন্ট আউট কম্পিউটার থেকে বার করে নিতে পারি। প্রশ্ন সেটা নয়। স্ক্রিপ্টটা চুরি হয়ে যাওয়া মানে গোটা সিনেমাটার সিন বাই সিন গল্পটা চুরি হয়ে যাওয়া। এবার যদি চোর একটা ফেসবুকে পোস্ট করে দেয়, সিনেমাটা করার কোনও মানে হবে। দাদা, ভীষণ বিপদে পড়েছি। অনেক টাকা ইনভেস্ট করে বসে আছি এই সিনেমাটার পেছনে।"

রিংকি অনেকক্ষণ সুধন্যবাবুকে ইশারা করছিল। এবার আর থাকতে না পেরে সুধন্যবাবুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "বাবা জিজ্ঞেস করো, ওরা আজ কখন গিয়েছিল? দেবরাজকে দেখতে পেয়েছিল কিনা?"

সুধন্যবাবু গুছিয়ে প্রশ্নটা করতে শুরু করলেন, "মায়া ভিলার প্রেস কনফারেন্সে আমার এক সাংবাদিক গিয়েছিল। দেবরাজ চ্যাটার্জি।"

সৈকত সান্যাল একটু অবাক হল, "আপনার কাগজের সাংবাদিক জানতাম না তো। আপনি কাগজ চালান জানলে আমি নিজে আপনাকে ফোন করে নেমন্তন্ন করতাম।"

"নেভার মাইন্ড। আমিও তো কখনো আপনাকে জানাইনি যে আমি একটা কাগজ চালাই। এনিওয়ে, বিষয়টা হচ্ছে, মায়া ভিলার প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের সিনেমার গল্পটা শুনে খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে আজ সকালে ও মায়া ভিলায় গিয়েছে। কিন্তু সকাল থেকে ওর সঙ্গে কোনও কন্ট্যাক্ট করতে পারছিনা। ইনফ্যাক্ট জায়গাটা গোলমেলে বলে এখন আমিও

BanglaBook.org

মায়া ভিলার দিকে যাচ্ছি। আপনার লোকেরা, যারা আজ গিয়েছিল, তারা কি বলতে পারবে, দেবরাজকে ওখানে দেখেছে কিনা?"

"মনে হয় না। কারণ মায়া ভিলার দিকে জনমানুষে যায় না। কারুর সঙ্গে দেখা হলে ওরা নিশ্চয়ই বলত। বিশেষ করে স্ক্রিপ্টটা চুরি হয়ে যাওয়ার পর। তবু লাইনটা ধরে থাকুন, আমি শ্যামলকে একবার জিজ্ঞেস করে বলছি।"

সুধন্যবাবুকে অল্প সময় হোল্ডে রেখে সৈকত সান্যাল বললেন, "নাঃ! আমি শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলাম। ওখানে ওরা কাউতে দেখতে পায়নি। ওরা গিয়েছিল সোওয়া এগারোটা নাগাদ। ঘণ্টাখানেক ছিল। ইনফ্যাক্ট শ্যামল বলছে, বাড়িটার চারপাশটা ও ঘুরে দেখেছে, যদি বাড়িটার ভেতরে ঢোকার অন্য কোনও দরজা খুঁজে পায়। কিন্তু আর কোনও দরজা খুঁজে পায়নি। বাড়িটার ভেতরে ঢোকার ওই একটামাত্র দরজা আছে।"

আর কিছু জানার ছিল না। সুধন্যবাবু গভীরভাবে চিন্তিত হলেন। উদাস গলায় বললেন, "তার মানে দেবরাজ মায়া ভিলায় যায়নি।"

রিংকি জিজ্ঞেস করল, "সেটা তোমার মনে হচ্ছে কেন বাবা?"

"কারণ, তাহলে ওরা মায়া ভিলার সামনে দেবরাজের বাইকটাকে অন্তত দেখতে পেত।"

কথাটা বলেই সুধন্যবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে কিছু চিন্তা করে অল্প উত্তেজিত হয়ে রিংকিকে বললেন, "তুই একবার তোর বন্ধু বিদিশাকে ফোন করে একটা খবর নিতে পারবি?"

"কী খবর?"

"ঈশা সেন ইতিমধ্যেই মায়া ভিলায় ঘুরে এসেছে কিনা?"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এগারো

ফুলস রাশ ইন হোয়ার অ্যাঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড
অ্যান্ড সো আই কাম টু ইউ, মাই লাভ, মাই হার্ট অ্যাবাভ মাই হেড
দো আই সি দ্য ডেঞ্জার দেয়ার
ইফ দেয়ার ইজ আ চান্স ফর মি দেন আই ডোন্ট কেয়ার...

দেবরাজের চোখের পাতাগুলো এত ভারি যে খুলতে পারছে না। মনে হচ্ছে নিচে দূর থেকে কোথাও গানটা বাজছে।

"চোখ খোলো দেবরাজ।" কানের কাছে মায়ার চেনা গলাটা যেন ফিসফিস করে বলে উঠল।

দেবরাজের আস্তে আস্তে চোখটা খুলল। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কতক্ষণ? হাতঘড়িটা দেখল। আশ্চর্য, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। সেকেন্ডের কাঁটা নিথর দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল দেবরাজ। চারদিকে সেই চারটে দরজা। কেউ কোথাও নেই। সত্যিই কি মায়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবরাজ। এখন কিছু ভাবার আর শক্তিও নেই। দরজাগুলো নিয়ে ভেবেও লাভ নেই। সেই তিন দেওয়ালের তিনটে দরজা খুলবে না। তারপর চতুর্থ দরজাটা খুলে আবার একটা একই রকম ঘর

BanglaBook.org

পাবে। এ যেন অনন্ত এক পাজল। তবু বাঁচতে গেলে চাই তাজা অক্সিজেন। তাই কোন দরজাটা খুলবে দেখতে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে চার দেওয়ালে চোখ বুলোতে গিয়ে চমকে উঠল। একটা দেওয়ালে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "সব মিথ্যে।" দেবরাজের মনে পড়ল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার আগে এই ঘরের কোনও দেওয়ালে কিছু লেখা ছিল না।

"তোমার মনে আছে দেবরাজ তোমাকে বলেছিলাম আবার দেখা হবে।"

কথাটা এবার পেছন থেকে ভেসে এল। দেবরাজ মুখটা ঘুরিয়ে চমকে উঠল। মায়া দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো গলায় দেবরাজ কোনও রকমে বলল, "তুমি কে?"

হেসে উঠল মায়া। বলল, "ধরো আমি একটা চরিত্র। সেই চরিত্রটার নাম মায়া। গল্পের কথক। আমি এই গল্পটা বলার জন্যই তোমার বন্ধু দ্বৈপায়নের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। ওকে মায়া ভিলায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও শুধু সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গ চায়। বিছানায় পেতে চায়। তবে তুমি অন্যরকম। তোমার মধ্যে কোথায় একটা ভরসা পেয়েছি। সেদিন তুমি বলেছিলে, ম্যায় তা রহেনা সোনিয়ে, তেরে নাল নাল নি...ওইসব গান তোমার ভালো লাগে না। পুরোনো দিনের গান ভালো লাগে। আমারও তাই। দেখো সেই গানই বাজিয়েছি তোমার জন্য।"

"কিন্তু তুমি কে?"

"বললাম তো, আমি একটা চরিত্র যার নাম মায়া। যে মায়া ভিলার সত্যিটা কেউ জানে না, জানার চেষ্টা করে না, সেই সত্যিটা এই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই বছরের পর বছর বুকে নিয়ে আটকে পড়ে আছি। আর এখন তোড়জোড় চলছে একটা সিনেমার মাধ্যমে একটা মিথ্যে গল্প তৈরি করে সারা পৃথিবীকে জানানোর। সেই গল্পে কী বলার চেষ্টা হচ্ছে? কর্নেল ছিলেন দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করে উনি শহীদ হয়েছিলেন। এটা না করলে বিক্রমজিৎ হিরোর রোলটা করবে না। কিন্তু আসলে কি কর্নেল সত্যিই দেশপ্রেমিক ছিলেন? কর্নেল ছিলেন একজন জঘন্য মানুষ যিনি দিনের পর দিন আমাকে ধর্ষণ করেছেন। নিজের সমস্ত বিকৃত কামনা আমার শরীরটার ওপর মিটিয়েছেন। আমি তো তোমার বন্ধু

BanglaBook.org

দ্বৈপায়ন গাঙ্গুলীকে সেটা বলতেই গিয়েছিলাম। নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম এখানে। দ্বৈপায়ন গাঙ্গুলী নিজেও হয়তো জানে না, কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলী আর ও একই বংশের। ভরসা ছিল দ্বৈপায়ন গাঙ্গুলীর ওপর। কিন্তু ওকে দেখার পর ভরসা হারিয়ে ফেললাম। ভরসা করে ফেললাম তোমাকে। তোমার নিষ্কাম ভালোবাসা আমি অনুভব করেছি। আমি জানতাম, একদিন না একদিন তুমি আসবেই।"

"প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন।" দেবরাজ কোনও রকমে বলল।

"তোমাকে আটকে রাখার আমি কে? আর তুমিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা যে বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছিয়ে দেবে সত্যি গল্পটা। মুক্তি দেবে আমাকে সব যন্ত্রণা থেকে। বেশি বড় নয় গল্পটা। প্লিজ ধৈর্য ধরে একবার শোনো।"

সেই চোখ। একই আতঙ্কের মধ্যেও চোখদুটো সম্মোহিত করে ফেলল দেবরাজকে। মায়া বলতে শুরু করল, "কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলী ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী। একদিন তাঁর জুতো ঠিকমতো পালিশ হয়নি বলে মেজাজ হারিয়ে যে সেপাই জুতোটা পালিশ করেছিল তাকে গুলি করে মেরে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটায় ফোর্ট উইলিয়ামে সেপাইদের মধ্যে সাংঘাতিক এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ আর্মির মাথারা ঘটনাটাকে একবারেই ভালো চোখে দেখেননি। সেপাইরা যদি বিগড়ে গিয়ে আরেকটা মিউটিনি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে হাত মেলাত তাহলে সমূহ বিপদ হত। তাঁরা ঠিক করেছিলেন কর্নেল গাঙ্গুলীকে কোর্ট মার্শাল করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন। এরকম কিছু হতে চলেছে কর্নেল গাঙ্গুলী আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং ঠিক সময়ে সবাইকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর স্ত্রী, মেয়ে। তার সঙ্গে ছিলাম আমিও। ওঁর মেয়ের এক অ্যাঙলো ইন্ডিয়ান গভর্নেস। আমার একটা নাম ছিল। কারেল ডি'কোস্টা। সেই নামটা আমি ভুলেই গিয়েছি। এই বাড়ির নামই আমার নাম। মায়া। মায়া। মায়া।

"কর্নেলের সত্যিই এক পোস্টমাস্টার বন্ধু ছিলেন। তাঁকে কর্নেল অবশ্য আসল ঘটনা না বলে নিজেকে দেশপ্রেমিকই বলেছিলেন। আর আমার পরিচয় দিয়েছিলেন শালি বলে। সেই পোস্টমাস্টার বন্ধুর সাহায্যেই

BanglaBook.org

জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকার জন্য তৈরি করলেন এই মায়া ভিলা। সেই পোস্টমাস্টার বন্ধু রাত্রে মাঝে মাঝে সাইকেল চালিয়ে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আর ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়।

"ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে যায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। শীতকালে শস্য পেকে ধান ওঠার সময় বাংলার উপকূল অঞ্চলে ভয়াবহ এক ঘূর্ণিঝড় হয়। ঝড়ের হাত থেকে যে সব শস্য বেঁচে যায় সেগুলো আবার পরে মড়কের মুখে পড়ে। অন্যদিকে যুদ্ধে জাপান বর্মা দখল করে নেওয়ার পরে, জাপান তারপর ভারত আক্রমণ করতে পারে ভেবে ইংরেজ সরকার বর্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানী বন্ধ করে দিয়েছিল। সবমিলিয়ে গোটা বাংলা জুড়ে খাদ্য শস্যের অভাবে এক নিদারুণ মন্বন্তর শুরু হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তখন। এক মুঠো চালের জন্য হাহাকার করছে। কর্নেল আত্মগোপন করে ছিলেন বলে দোতলার এই ঘরটাতে প্রচুর খাদ্য শস্য মজুত করে রেখেছিলেন। বাংলার সেই মন্বন্তরের ঘটনা কর্নেলের স্ত্রী জানতে পারেন পোস্টমাস্টারের কাছে। একদিকে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, অন্যদিকে নিজের বাড়িতে খাদ্যশস্য উপচে আছে, এটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি কর্নেলের স্ত্রী। তিনি কর্নেলের চোখ এড়িয়ে গোপনে গ্রামের মানুষের জন্য একটু একটু করে খাদ্যশস্য পাঠাতে লাগলেন। ওদের সাহায্য করতাম আমি।

"দিনের পর দিন ধর্ষিত অপমানিত হতে হতে আমি একদিন পোস্টমাস্টারকে সব বলেছিলাম। তার পরিণতি হয়েছিল মারাত্মক। পোস্টমাস্টার ফোর্ট উইলিয়ামে বেনামে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেলের আত্মগোপনের কথা।

"কর্নেলের স্ত্রী সব জানতেন। কিন্তু কর্নেলের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে নিরুপায় ছিলেন। উনি চাইতেন পোস্টমাস্টার এসে আমাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও একটা চলে যান। অনেক ভেবে একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

"একদিন রাত্রে পোস্টমাস্টার আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে ধরা পড়ে যান। আমাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন কর্নেলের স্ত্রী। কিন্তু শেষ

BanglaBook.org

মুহূর্তে কর্নেল ধরে ফেলেন। কর্নেল ওঁর মেয়েকে এই ঘরটায় তালা বন্ধ করে রেখে নিজের বন্দুকটা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে পোস্টামাস্টারকে আর ওঁর স্ত্রীকে শস্য চুরি করার জন্য মিথ্যে অবৈধ সম্পর্কের অজুহাত খাড়া করে গুলি করে মারতে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হয়েছিল ব্রিটিশ আর্মির সাঁজোয়া গাড়িটা। তারপর গোলাগুলিতে মারা যাই আমরা সবাই। শুধু বেঁচে যায় কর্নেলের ঘরবন্দী মেয়ে। সত্যি গল্প এইটুকুই। এটা নিয়ে সিনেমা করা যেত না দেবরাজ?"

এমন সময় দেবরাজ অবাক হয়ে দেখল চারদিকের চারটে দরজাই একসঙ্গে খুলে গেল। কোনোরকমে শক্তি সঞ্চয় করে সামনের দরজাটা দিয়ে শরীরটা টেনে বের করে এনে দেখল, যে দরজাটা দিয়ে প্রথম ঢুকেছিল সেই জায়গাটাতেই ফিরে এসেছে। একটু দূরে সেই চেয়ারটা। সেখানে ঈশা সেন চুপ করে বসে আছে। হাতে একটা ফাইল। মুখটা ফাইলের দিকে নামানো। ফাইলটার ওপর মোটা লাল মার্কারে লেখা নামটা পড়তে পারল দেবরাজ। মায়া ভিলা, ওয়াইল্ড ড্রিমস আনলিমিটেড।

ঘাড় ঘুরিয়ে মায়াকে আর দেখতে পেল না। এক বুক দম নিয়ে নিয়ে দেবরাজ কোনোরকমে গলায় স্বর ফুটিয়ে ডাকল, "ঈশা!"

ঈশা আস্তে আস্তে মুখটা তুলল। মৃদু হেসে বলল, "পাজলটা তাহলে সলভ করতে পারলে? মায়াকে কিন্তু আর দেখতে পাবে না।"

হতভম্ব হয়ে দেবরাজ বলল, "আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ঈশা। আমার মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। একটার পর একটা ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে চারটে করে দরজা। তারপর বিশ্বাস করো, মায়া, তাকে বাইকে একবার লিফট দিয়েছিলাম, সে আমাকে মায়া ভিলা নিয়ে একটা গল্প বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা কী করে সম্ভব?"

দেবরাজের চোখের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে ঈশা গম্ভীর গলায় বলল, "এনার্জি দেবরাজ, এনার্জি। এনার্জি সবকিছু করতে পারে। তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম। তুমি যে মায়াকে দেখেছ, যার রূপে মুগ্ধ হয়ে বাইকে লিফট দিয়েছ, যে তোমাকে মায়া ভিলার সত্যি গল্পটা শুনিয়ে গেল, সেও এক এনার্জি। এই সত্যিটা অসীম ব্যানার্জিও জেনে গিয়েছিলেন। অসীম ব্যানার্জির কাছে সত্যি গল্পটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি সেটা

BanglaBook.org

লেখেননি। শুধু এই বাড়িটা আর চরিত্রের নামগুলো নিয়ে উনি একটা মিথ্যে গল্প তৈরি করলেন। তার পেছনে একটা কারণ ছিল। শুধুমাত্র বিক্রমজিৎকে গল্পের দেশপ্রেমিক হিরো করবেন বলে উনি গল্পটা নিজের মতো করে বদলিয়ে নিলেন। আর সৈকত সান্যালের সেটা পছন্দ হয়ে গেল। তারপর রমেন পোদ্দার অসীম ব্যানার্জির গল্পটা এদিক ওদিক করলেও শুধুমাত্র সৈকত সান্যাল আর বিক্রমজিৎকে খুশি রাখতে আসল সত্যিটায় আর ঢুকতে গিয়েও কাজ হারানোর ভয়ে এইখানে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, সত্যি গল্পটায় আর ঢুকবেন না। কিন্তু মায়া ভিলা নিয়ে কোনও মিথ্যে গল্প লোকে জানুক, এটা হতে পারে না। মায়া ভিলা পৃথিবীতে একটাই। তার সত্যিও একটাই।"

"কিন্তু সেদিন প্রেস কনফারেন্সে তো সৈকত সান্যাল বললেন, মায়া ভিলার স্ক্রিপ্টটা শেষ পর্যন্ত ডাইরেক্টর নিলয় সেনগুপ্ত লিখেছে।"

ঈশা রেগে উঠে চিৎকার করে হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বলল, "মিথ্যে, সব মিথ্যে। নিলয় সেনগুপ্ত সেই একই মিথ্যে নিয়ে এই ফাইলটায় মায়া ভিলার স্ক্রিপ্ট লিখেছে। যদি এটা নিয়ে ও সিনেমা করতে যায় ওর অবস্থা অসীম ব্যানার্জি, রমেন পোদ্দারের মতোই হবে। একটা কারুর সৎ সাহস নেই যে সত্যিটা লেখে। এই স্ক্রিপ্টটা নিয়ে সিনেমা হলে সৈকত সান্যাল, বিক্রমজিৎ থেকে আরম্ভ করে শ্যামল বড়ুয়া প্রত্যেকে শেষ হয়ে যাবে। ওদের কারোর ধারণা নেই নেগেটিভ এনার্জি কি ইমেন্স পাওয়ারফুল হতে পারে।"

ঈশা রাগে ফুঁসছে। দেবরাজ চোখ বন্ধ করে কয়েকটা শ্বাস নিল। ঈশার হাতে ফাইলটা দেখিয়ে বলল, "তুমি এই ফাইলটা কোথায় পেলে?"

"কোথায় কীভাবে পেলাম সেটা ইম্পরট্যান্ট নয় দেবরাজ। ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে সত্যি আর মিথ্যের মধ্যে সত্যিটাকে বেছে নেওয়া।"

"তাহলে তুমি যদি এই সত্যিটা জানতে, তুমি এটা নিয়ে তোমাদের কাগজে লিখলে না কেন?"

"ধরো, তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম। তুমি তো তাই চেয়েছিলে? এই নাও ধরো, এই ফাইলে একটা গল্প আছে আর তুমি নিজের কানে একটা গল্প শুনলে। কোনটা নিয়ে তুমি তোমার কাগজে লিখবে চয়েসটা তোমার।"

BanglaBook.org

ঈশা হাতের ফাইলটা দেবরাজের দিকে এগিয়ে ধরল। দেবরাজ অস্বীকার করতে পারবে না, 'এই সপ্তাহ'র শেষ সংখ্যার জন্য মায়া ভিলা নিয়ে দুর্দান্ত একটা লেখা ঈশা সেনের আগে নিজে লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈশার হাতে ফাইলটা দেখে কোথাও একটা আঁতে লাগছে। এবার দেবরাজও একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "তোমার কাছে একটা কথা স্বীকার করি। মায়াকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন থেকে মনে বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি স্বপ্নেও ওর মুখটা দেখি। ও আমার মন জুড়ে রয়েছে। সুতরাং ওই যে ওকে দেখলাম, ওর বলা গল্প শুনলাম সবটাই হয়তো আমার সাবকনসাস স্টেট অফ মাইন্ড থেকে হতে পারে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অক্সিজেন কম ছিল। অক্সিজেন কম থাকলে অনেক সময় মানুষ হ্যালুসিনেট করে, ভুলভাল শোনে। 'এই সপ্তাহ'র শেষ সংখ্যায় আমি মায়া ভিলা নিয়ে লিখব। আমার সাবকনসাস মাইন্ড থেকে উঠে আসা গল্পটাই বা লিখব কীভাবে যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছি। একটা নেগেটিভ এনার্জি এসে আমাকে গল্পটা বলে গিয়েছে পাঠক এটা কখনই বিশ্বাস করবে না। 'এই সপ্তাহ'র শেষ সংখ্যাটা পড়ে লোকে হাসুক আমি কোনওদিন চাইব না। সুতরাং তুমি যতক্ষণ না বলছ, সত্যিটা তুমি কীভাবে জেনেছ আমি একটা শব্দও লিখব না।"

ঈশা চুপ করে গেল। ফাইল বাড়ানো হাতটা গুটিয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি এই সত্যিটার একটা অংশ। একটা চরিত্র।"

"মানে? কিছু বুঝতে না পেরে চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করল দেবরাজ।

কোনও উত্তর না দিয়ে ঈশা নরম গলায় কাউকে ডাকল, "অলীনা..."

দেবরাজের পেছন থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বইয়ে হাতে পুতুল নিয়ে ঈশার দিকে এগিয়ে গেল সেই বাচ্চা মেয়েটা। তারপর ঈশার পাশে পুতুলটা কোলে করে নিয়ে নিস্পলক চোখে চেয়ে থাকল দেবরাজের দিকে। মেয়েটার রক্তশূন্য পাংশু মুখে কোনও হাসি নেই, চোখেও কোনও বিষণ্ণতা নেই কিন্তু চোখটার মধ্যে এমন একটা সম্মোহনী শক্তি যে চোখটা ফেরাতেই পারছে না দেবরাজ। বুকের মধ্যে মনে হচ্ছে হার্টটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। ভীষণ শীত শীত করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

BanglaBook.org

"আমার মেয়ে অলীনা। আমরা অনেকদিন আটকে আছি এখানে..."

ঈশার মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল দেবরাজ। কিন্তু ঈশা কোথায়? ঝাপসা দৃষ্টিতে যাকে দেখছে সে তো সেই ভদ্রমহিলার ছবি, যাকে নিচের অয়েল পেন্টিং-এ দেখেছিল। ধরা গলায় তিনি বলতে থাকলেন, "আমি শ্রীময়ী গাঙ্গুলী। সেদিন রাত্রে ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে গোলাগুলির সময় কর্নেল সোমেশ্বর গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমিও মারা গিয়েছিলাম। মায়া আর পোস্টমাস্টারমশাইও মারা গিয়েছিলেন। অলীনা শুধু বেঁচে গিয়েছিল ওপরে ওই ঘরটার মধ্যে তালাবন্ধ অবস্থায় থেকে। ব্রিটিশ আর্মিরা বুঝতেও পারেনি। ওরা কর্নেল, আমার, মায়ার আর পোস্টমাস্টারমশাইয়ের লাশগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল। অলীনা যতদিন বেঁচে ছিল, প্রাণপণে বাইরে আসার চেষ্টা করেছিল। ছোট্ট একটা জানলা ছিল। সেই জানলা দিয়ে ও কাউকে ডাকলে লোকে আমার জ্যান্ত একরত্তি মেয়েটাকে প্রেতাত্মা ভাবত। ওর কান্নার আওয়াজকে ভৌতিক ভাবত। কেউ এগিয়ে আসেনি ওকে বাঁচাতে। তারপর অনাহারে, এক ফোঁটা জল না পেয়ে ও নিজেও একদিন..."

গলাটা বুঁজে এল শ্রীময়ী গাঙ্গুলীর, "সেই দিনটা ছিল ১৩০১৪৪ অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৪। আমি কিচ্ছু করতে পারিনি, কিচ্ছু না। কিন্তু সেই দিন থেকে আমার আত্মা এখনও ছেড়ে যেতে পারেনি ওকে। আমাদের মা মেয়ের আত্মা এখানে আজও আটকে আছে মায়া ভিলার সত্যি গল্পটা বুকে বয়ে নিয়ে আর অলীনার কঙ্কালটা নিয়ে। সঙ্গে রয়েছে মায়া। তুমি এই সত্যিটা বাইরের পৃথিবীর কাছে বলে ওর কঙ্কালটার সৎকার করে দিলেই আমাদের মুক্তি। পারবে না দেবরাজ এই কাজটা করতে?"

বাইরে একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ হল। তারপর বাইরে থেকে কারা যেন ডাকাডাকি শুরু করল, "দেবরাজ...দেবরাজ..."

বাইরে বিকেলের আলো মরে আসছে আর ঘরের খোলা জানলাগুলো দিয়ে কুয়াশার মতো সাদা ধোঁয়া ঢুকতে আরম্ভ করল। সেই ধোঁয়া মুড়ে ফেলতে লাগল শ্রীময়ী গাঙ্গুলী আর অলীনাকে। দেবরাজের চারদিকটা যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে কুয়াশার

BanglaBook.org

মধ্যে থেকে শুনতে পেল শেষ কথাগুলো, "তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে দেবরাজ। তুমি মায়া ভিলার মায়া নয়, মিথ্যাও নয়, মায়া ভিলার সত্যি ইতিহাসটা লিখবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বারো

"দেবরাজ...দেবরাজ..."

মায়া ভিলার সামনে গাড়ি থেকে নেমেই সুধন্য চৌধুরী আর রিংকি দেবরাজকে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। দেবরাজ যে এখানেই আছে সন্দেহ নেই। কারণ মায়া ভিলার সামনে একটা গাছের তলায় দেবরাজের বাইকটা দাঁড় করানো আছে। বাড়িটার সামনে একটা তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে একটা ছোট লম্বা টানা বারান্দা। তার মধ্যিখানে সদর দরজা। সেই দরজাতে কম্বিনেশন লকের একটা তালা লাগানো। সেটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।

সুধন্যবাবু নিজের মনে বলতে থাকলেন, "আশ্চর্য! ছেলেটা গেল কোথায়?"

রিংকি বলল, "দেবরাজ এখানে কখন এসেছে বল তো বাবা?"

"সৈকত সান্যাল বললেন ওদের শ্যামল বলে ছেলেটা সোওয়া এগারোটা নাগাদ এসেছিল। ঘণ্টাখানেক ছিল। তখন বাইকটা দেখেনি। তার মানে দেবরাজ বারেটার পরই এসেছিল।"

রিংকি খুব উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "তাহলে এখন উপায় বাবা? আলো কমে আসছে। এরপর তো জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাবে। তুমি আরেকবার কম্বিনেশন লকটা ট্রাই করে দেখো বাবা।"

সুধন্যবাবু মাথা নাড়লেন, "লাভ নেই। সিক্স ডিজিট কম্বিনেশন। চট

BanglaBook.org

করে ক্র্যাক করা যাবেনা।”

সুধন্যবাবুর ড্রাইভার এতক্ষণ উশখুশ করছিল। গাড়িতে সুধন্যবাবু আর রিংকির কথা শুনে বুঝেছে, জায়গাটা সুবিধার নয়। এবার সুযোগ করে নিয়ে বলল, “খেয়াল করেছেন স্যার, মেঘ করে আসছে। যে রাস্তাটা দিয়ে এলাম, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে কিন্তু ফেরা মুশকিল।”

রিংকি ড্রাইভারকে ধমকে উঠল, “তার চেয়ে অনেক বড় মুশকিল দেবরাজকে খুঁজে না পাওয়া। ওকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক পাও নড়ব না। বাবা তুমি পুলিশে ফোন করো। কুশলকে ফের বলো ব্যাপারটা।”

রিংকি আবার গলা ছেড়ে ডাকতে থাকল, “দেবরাজ...দেবরাজ...”

সুধন্যবাবু কুশলকে ফোন করার জন্য মোবাইলটা বার করে দেখলেন, সিগনাল স্ট্রেন্থের একটা দাঁড়ি দাগও নেই। ঠিক সেই সময় মোবাইলের স্ক্রিনের ওপর টুপ করে একটা ফোঁটা বৃষ্টির জল এসে পড়ল আর সুধন্যবাবু দেখতে পেলেন যে রাস্তা দিয়ে ওঁরা এলেন সেই রাস্তায় অনেক দূরে দুটো বিন্দুর মতো আলো। বৃষ্টিটা বাড়তে থাকল আর বিন্দুর মতো আলো দুটোও ক্রমশ বড় হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটা গাড়ি। গাড়িটা এসে থামল একেবারে সুধন্যবাবুদের গাড়ির পাশে। তারপর সেখান থেকে নামলেন কয়েকজন। তার মধ্যে সুধন্যবাবু চিনতে পারলেন সৈকত সান্যালকে। এই সময়ে এই দলটাকে দেখে যতটা অবাক হলেন সুধন্যবাবুরা ততটা অবশ্য ওঁরা হলেন না। ওঁরা জানতেন দেবরাজের খোঁজে সুধন্যবাবুরা এখানেই আসবেন।

বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচাতে মায়া ভিলার দরজার সামনে বারান্দার নিচে সবাই জড়ো হলেন। সৈকত সান্যালকে মনে হল একদম ভেঙে পড়েছেন, “আর রিস্ক নিতে পারছি না সুধন্যদা। আমাকে জানতেই হবে মায়া ভিলার পেছনে রহস্যটা কি। মায়া ভিলার স্ক্রিপ্টের ফাইলটা চুরি হয়ে যাওয়াটা আমি মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছি না।”

সুধন্যবাবু বললেন, “আপনি তাহলে এদিকেই আসছিলেন?”

সৈকত সান্যাল বললেন, “আপনি যখন ফোন করেছিলেন তখন আমরা জেমস লং সরণীতে। শ্যামল আর উনি, ঈশা সেন।”

BanglaBook.org

মোটাসোটা চেহারার কালো ফ্রেমের চশমা পরা ঈশা সেন নমস্কার করে বললেন, "আমি শুনেছি দেবরাজের কথা। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা খুব উদ্বিগ্ন। খোঁজ পেলেন দেবরাজের?"

"এখনও পর্যন্ত না!" হতাশ গলায় বললেন সুধন্যবাবু।

রিংকি বলে উঠল, "বিদিশা আমার বন্ধু। ওর কাছে আপনার কথা খুব শুনি। আপনার লেখা অনেক পড়েছি। আর দেবরাজের সঙ্গে আপনারও তো আলাপ হয়েছিল মায়া ভিলার প্রেস কনফারেন্সে?"

"প্রেস কনফারেন্সে?" ঈশা অবাক গলায় বললেন, "মায়া ভিলার প্রেস কনফারেন্সে আমার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অন্য একটা কাজে আটকে যাওয়ার জন্য যেতে পারিনি। অবশ্য আমাদের ফটোগ্রাফার গিয়েছিল। ওর তোলা ছবি গত শুক্রবারে আমাদের কাগজে বেরিয়েছে। তবে শ্যামল এসেছিল আমার অফিসে। ওর কাছে অসীম ব্যানার্জি, রমেন পোদ্দারের কথা শুনেছি। আর আজ শুনলাম নিলয়ের স্ক্রিপ্ট চুরি যাওয়ার কথা। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবার তো নিউজটা করতেই হয়। দেখলাম আজ যখন মিস্টার সান্যাল আসছেন, তাহলে একসঙ্গেই ঘুরে যাই। রাস্তায় শুনলাম আপনাদের দেবরাজের কথা।"

রিংকি অস্ফুট গলায় বলল, "তার মানে সেদিন দেবরাজের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?"

ঈশা সেন উত্তরটা দেওয়ার আগে সৈকত সান্যাল শ্যামলকে কড়া গলায় ধমকে উঠলেন, "তোমরা যে কি দ্যাখো? এই তো তালাটা খোলা..."

রিংকি আর সুধন্যবাবু অবাক হয়ে দেখলেন সদর দরজার কড়াতে তালাটা খোলা অবস্থায় ঝুলছে। সকলে ঢুকে এলেন মায়া ভিলার মধ্যে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ভেতরটা অন্ধকার। বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে কান পাতলে দোতলা থেকে একটা ক্ষীণ গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শ্যামল বড়ুয়ার কাছে একটা জোরালো টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোতে সবাই সাবধানে দোতলায় উঠে এসে চমকে উঠে দেখতে পেল, একটা গুদামঘরের মতো ঘরে দেবরাজ মেঝেতে বসে মায়া ভিলার ফাইল থেকে একটা একটা করে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কুঁচিয়ে ফেলতে ফেলতে নিজের মনে বিড়বিড় করে একটা গল্প বলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

শেষ কথা

সব গল্পের যেমন একটা গোড়ার কথা থাকে সেরকম একটা শেষ কথাও থাকে। মায়া ভিলার শেষ কথাগুলো কিছু তথ্য।

মায়া ভিলা নিয়ে দেবরাজের কথা পরের দিনই ঈশা সেনের কাগজে ছবিসুদ্ধু প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল। বড় একটা পুলিশ বাহিনী গিয়ে মায়া ভিলা থেকে অলীনার কঙ্কালটাকে খুঁজে পেয়ে যথাযথ মর্যাদায় তার সৎকার করেছিল। নিরুদ্দেশ রমেন পোদ্দারকে বেনারসে পাওয়া গিয়েছিল। অসীম ব্যানার্জি সুস্থ হয়ে উঠে আবার গল্প লিখতে শুরু করেছেন। মায়া ভিলা নিয়ে সিনেমাটার শ্যুটিং মায়া ভিলাতেই হয়েছিল। নিলয় সেনগুপ্ত পরিচালনা করেছিলেন, কেবল মায়া ভিলার স্ক্রিপ্টটা লিখেছিলেন দেবরাজ চট্টোপাধ্যায়।

'এই সপ্তাহ' কাগজটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুধন্যবাবু এখন পুরোপুরি অবসর জীবন যাপন করছেন। রিংকি পিএইচডির কাজ শুরু করেছে। দেবরাজ এখন ঈশা সেনের কাগজে একসঙ্গে কাজ করে।

মায়া ভিলাতে কোনও ভৌতিক উপদ্রবের কথা এখন আর শোনা যায় না। মায়া ভিলা সিনেমাটা এখন মুক্তির অপেক্ষায়।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org